বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ

কমপিউটার জগৎ

প্রতিষ্ঠাতা: অধ্যাপক আবদুল কাদের

THE MONTHLY COMPUTER JAGAT
Leading the IT movement in Bangladesh

APRIL 2009 YEAR 18 ISSUE 12

এনভাটো মার্কেটপ্লেস ওয়েবসাইট সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

জাতীয় ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০০৯ অনুষ্ঠিত

তিন কোরের প্রসেসর এবং ফেনম-২

কমপিউটার জগৎ-এর আঠারো বছরের সম্পাদকীয় বক্তব্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মপরিকল্পনা

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

বাংলাদেশের আইটি শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্য নীতিবিবেচ্য

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা

১৮

বর্ষপূর্তি সংখ্যা

জমজমাট বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯ অনুষ্ঠিত

Stimulating Economies Through Information Infrastructure

মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর
গ্রাহক হওয়ার চাঁদার হার (টাকায়)

দেশ/মহাদেশ	১২ সংখ্যা	২৪ সংখ্যা
[illegible]	[illegible]	[illegible]
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩৫০০	৭০০০
ইউরোপ/আফ্রিকা	৪৩০০	৮৬০০
আমেরিকা/কানাডা	৪০০০	৮০০০
অস্ট্রেলিয়া	৪০০০	৮০০০

ফোন : ৮৭১০৪৪৫, ৮৭১৬৭৪৬, ৮৭১৩৫২২, ৮১২৪৫০৩, ০১৭১১-৫৪৪২১৭
E-mail : jagat@comjagat.com
Web : www.comjagat.com

কমপিউটার জগৎ
মেগা ক্যুইজ
প্রতিযোগিতা ২০০৯
সৌজন্যে: hp

কম্পিউটার জগৎ
COMPUTER JAGAT
বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত তথ্য প্রযুক্তি ম্যাগাজিন
এপ্রিল ২০০৯ বছর ১৮ সংখ্যা ১২

সূচীপত্র

১৫ সম্পাদকীয়

১৬ কেমন কমপিউটার জগৎ চাই

২১ কমপিউটার জগৎ-এর আঠারো বছরের সম্পাদকীয় বক্তব্য
গোলাপ মুনীর

৩৭ ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মপরিকল্পনা
ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু

৪০ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি
ড. আতিউর রহমান

৪১ বাংলাদেশের আইটি শিল্পের প্রযুক্তির জন্য নীতিবিবেচ্য
লুনা শামসুদ্দোহা

৪৩ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা
আবদুল ফাত্তাহ

৪৪ ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল সরকার
মোস্তাফা জব্বার

৪৭ কমপিউটার জগৎ-এর আঠারো বছর যার যার চোখে

৫০ জমজমাট বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯ অনুষ্ঠিত
মইন উদ্দীন মাহমুদ

৫৩ জাতীয় ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০০৯
মর্তুজা আশীষ আহমেদ

৫৪ তথ্যসেবায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে ইউআইসি
মানিক মাহমুদ

57 English Section

57 Stimulating Economies Through Information Infrastructure
Tarique Mosaddique Barkatullah

59 We Need to Establish the "Bangladesh" Brand
Mohammed Abdul Wazed

60 Newswatch
* M50Vc For All The Digital Solutions Anytime, Anywhere
* HP Delivers Solutions to Change the Economics of Technology
* Gigabyte – Intel Joint Press Conference Held
* Acer Introduces A New Line of Smartphones

৬৫ মজার গণিত : এপ্রিল ২০০৯

৬৬ গণিতের অলিগলি

৬৭ সফটওয়্যারের কারুকাজ

৬৮ ইন্টারনেটে এক্সপে-রার ৮
এস. এম. গোলাম রাব্বি

৭১ উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৩-এ ওয়েব সার্ভার ইনস্টল এবং কনফিগার
মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

৭২ তিন কোরের প্রসেসর এবং ফেনম ২
মর্তুজা আশীষ আহমেদ

৭৩ উইন্ডোজ ভিসতায় ভার্চুয়াল মেমরি কনফিগারেশন
এস. এম. গোলাম রাব্বি

৭৪ গ্রাফিক্সে তৈরি করুন অদ্ভুত জন্তু
আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

৭৬ টেনিস বল মডেলিংয়ের কৌশল
টিংকু আহমেদ

৭৮ প্রতিরোধই উত্তম সমাধান
তাসনীম মাহমুদ

৮১ ফটোশপের বিকল্প জিম্প
মর্তুজা আশীষ আহমেদ

৮৩ বিনামূল্যে এসএমএস
মো: শাকিকুল-হ প্রিন্স

৮৫ ক্যাসকেড স্টাইল শীট-২
মর্তুজা আশীষ আহমেদ

৮৭ প্রয়োজনীয় কিছু টুল
লুৎফুন্নেছা রহমান

৮৯ সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার
মো: জাকারিয়া চৌধুরী

৯২ পকেট থেকে বেরুল 'পেপার কমপিউটার'
সুমন ইসলাম

৯৫ কমপিউটার জগতের খবর

৯৯ কুইজ প্রতিযোগিতা

১০৯ টম্ব রাইডার–আন্ডারওয়ার্ল্ড

১১০ ওয়ারহ্যামার ৪০ হাজার–ডাওন অব ওয়ার ২

১১১ প্রিটোরিয়ানস

১১২ স্পেলফোর্স-২

১১৩ গেমিং পিসির হালচাল

Advertisers' INDEX

Alohalshoppe	25
Anando Computers	91
APC (American Power Conversion)	18
Bangla Lion	55
BdCom OnLine	82
Binary Logic	26
Ciscovalley	66
Computer Source Ltd (MSI)	115
Comvalley	107
DevNet Ltd	45
Dhaka It Education	88
Digi Solutioin	79
Drift Wood	84
Executive Technologices Ltd	2nd
Express System Ltd.	10
Flora Limited (Canon)	04
Flora Limited (Nikon)	03
Flora Limited (Pc)	05
General Automation	14
Genuity Systems	62
Genuity Systems	63
Global Brand (Pvt.) Ltd.	17
Green Power	46
HP	Back Cover
IOE (Vision)	70
I.O.M (Toshiba)	09
IIBST	72
IBCS Primex	120
Information Services Network	114
Intel Motherboard	121
IT World	69
J.A.N. Associates Ltd.	61
Leads Corporations Ltd.	105
Multilink Int Co. Ltd.	06
Multilink Int Co. Ltd.	07
Software Package ...	52
Suntel	56
One Touch Bd Online Ltd.	31
Orient Computers	19
Oriental Services PV (Bd.)Ltd	8
Prompt Computer/Celtech	93
Proshika Computer System	116
Rahim Afrooz	80
Retail Technologies	20
Sat Com	11
Smart Sumsung Gigabyte	108
SMART Technologies (HP)	123
SMART Technologies (TVS)	12
SMART Technologies Samsung Printer	122
Some Where in	32
Some Where in	94
Star Host IT Ltd	113
Superior Electronics Pvt. Ltd.	106
Techno BD	64
Tri Angel	86
United Com. Center	117
United Com. Center	118
United Com. Center	119

মাসিক কমপিউটার জগৎ
THE MONTHLY COMPUTER JAGAT

প্রতিষ্ঠাতা : অধ্যাপক আবদুল কাদের

উপদেষ্টা
ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ
ড. মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন
ড. যুগল কৃষ্ণ দাস

সম্পাদনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. এ কে এম রফিক উদ্দিন
সম্পাদক গোলাপ মুনীর
সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দীন মাহমুদ
সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু
জরিপারি সম্পাদক মো: আবদুল ওয়াহেদ তমাল
সহকারী জরিপারি সম্পাদক মুসরাত আক্তার
সম্পাদনা সহযোগী মো: আহসান আরিফ
সালেহ উদ্দিন মাহমুদ

বিদেশ প্রতিনিধি
জমাল উদ্দীন মাহমুদ আমেরিকা
ড. খান মনজুর-এ-খোদা কানাডা
ড. এস মাহমুদ ব্রিটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী অস্ট্রেলিয়া
মাহবুব রহমান জাপান
এস. ব্যানার্জী ভারত
অ্যা. ফ. মো: সামসুদ্দোহা সিঙ্গাপুর
নাসির উদ্দিন পারভেজ মধ্যপ্রাচ্য

প্রচ্ছদ মো: আবদুল ওয়াজেদ
গ্রাফিক মাস্টার মোহাম্মদ এহতেশাম উদ্দিন
কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা সমর বন্ধন মিত্র
মো: মাসুদুর রহমান

মুদ্রণে : ক্যাপিটাল প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস লি.
৫০-৫১, বেগম বাজার, ঢাকা।
অর্থ ব্যবস্থাপক সাজেদ আলী বিশ্বাস
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক শিমুল খান
গ্রাহক সেবা ও প্রচার ব্যবস্থাপক প্রকৌ. নাজনীন নাহার মাহমুদ
উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাপক মো: আনোয়ার হোসেন (আনু)

প্রকাশক : নাজমা কাদের
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭, ৮৬১৩৭৪৬, ০১৯১১৫৯৮৬১৮
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৭২৩
ই-মেইল : jagat@comjagat.com
ওয়েব : www.comjagat.com
যোগাযোগের ঠিকানা :
কমপিউটার জগৎ
কক্ষ নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি
রোকেয়া সরণি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৫৮০৭

Editor Golap Monir
Associate Editor Main Uddin Mahmood
Assistant Editor M. A. Haque Anu
Technical Editor Md. Abdul Wahed Tomal
Senior Correspondent Syed Abdal Ahmed
Correspondent Md. Abdul Hafiz

Published from :
Computer Jagat
Room No 11
BCS Computer City, Rokeya Sarani
Agargaon, Dhaka-1207
Tel : 8125807

Published by : Nazma Kader
Tel : 8616746, 8613522, 01711-544217
Fax : 88-02-9664723
E-mail : jagat@comjagat.com

সম্পাদকীয়

আঠারো বছর পূর্তির শুভেচ্ছা সংশি-ষ্ট সবার প্রতি

সম্মানিত পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই অবগত আছেন, এ সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত প্রকাশনার আঠারো বছর পূর্ণ হলো। বাংলাদেশের মতো ছোট্ট ও দুর্বল অর্থনীতির একটি দেশে বাংলায় প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করা খুব একটা সহজ বিষয় যে ছিল না, তা এই আঠারো বছরে কমপিউটার জগৎ পরিবারের প্রতিটি সদস্য যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি। তবে আমাদের লক্ষ্য ছিল স্থির। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা সবাই ছিলাম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আন্তরিকতার প্রশ্নে অবিচল। এ দৃঢ়তা ও আস্থায় আমাদের সুদৃঢ় ও আস্থাশীল করার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের। তিনি আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে হাজির না থাকলেও তার অনুপ্রেরণা ও নীতি-দর্শন আজো আমাদের মাঝে আগের মতোই অস্তিত্বশীল। সেই সাথে এই আঠারো বছরে আমাদের পাঠক, লেখক, পৃষ্ঠপোষক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশি-ষ্ট অন্যদের কাছ থেকে পেয়েছি অকৃত্রিম সহযোগিতা। আশা করছি, আগামী দিনেও আমরা অব্যাহতভাবে তাদের সহযোগিতা পাবো। সে বিশ্বাস নিয়েই আমরা আজকের এই দিনে প্রত্যাশা করছি, কমপিউটার জগৎ আগামী দিনেও তার অব্যাহত প্রকাশনা নিশ্চিত করতে সফল হবে। এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিতে আমাদের প্রয়াস হবে আন্তরিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।

আমরা এই ১৮ বছরের এ পত্রিকাটি প্রকাশের সময় বরাবর একটি উপলব্ধিকে সযতনে ধারণ করেছি। সে উপলব্ধিটি ছিল : 'একটি পত্রিকাও হতে পারে একটি আন্দোলন'। সুস্পষ্টভাবেই 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর আন্দোলনের ক্ষেত্রটি ছিল সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট এ ক্ষেত্রটি হচ্ছে : তথ্যপ্রযুক্তি খাত। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অগ্রগমন এদেশে নিশ্চিত করার জন্য আমরা 'কমপিউটার জগৎ'কে ব্যবহার করেছি একটি হাতিয়ার হিসেবে। এক্ষেত্রে আমরা নানাধর্মী তৎপরতার মধ্য দিয়ে সে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলাম। 'তথ্য প্রগতির জন্য', কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি খবর প্রকাশে এ আপ্তবাক্যটি মাথায় রেখেছি। কোনো নেতিবাচক খবর প্রকাশে আমরা রীতিমতো ছিলাম অনীহ। তাই ইতিবাচক খবরগুলোই স্থান পেয়েছে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি সংখ্যায়। তেমনি মন্তব্যধর্মী লেখালেখিতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতেও আমরা থেকেছি দায়িত্বশীল। তবে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের ভুলপথে চলার তাগিদ তুলে ধরতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিনি। তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি সব মহল ও কর্তৃপক্ষের জন্য ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা। প্রয়োজনে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আমরা প্রকাশনার বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, সংবাদ সম্মেলন, মেলা, প্রতিভাবানদের জাতির সামনে উপস্থাপন, বর্ষসেরা প্রযুক্তি-ব্যক্তিত্ব ঘোষণা ইত্যাদি ধরনের নানা তৎপরতাও চালিয়েছি সমান্তরাল। আসলে আমাদের সামগ্রিক কর্মসাফল্যসূত্রে মাসিক কমপিউটার জগৎ যেমনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এদেশের সর্বাধিক বিক্রীত প্রযুক্তি-সাময়িকী হিসেবে, তেমনি এটি দেশব্যাপী বিতর্কাতীতভাবে স্বীকৃত 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' গণমাধ্যম হিসেবে।

তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের একটা বড় হাতিয়ার ছিল আমাদের প্রতিসংখ্যার সম্পাদকীয়গুলো। এ সম্পাদকীয়গুলোর মাধ্যমে আমরা জাতির সামনে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য অনেক করণীয় ও দাবি তুলে ধরেছি, তেমনি সংশি-ষ্টদের বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার তাগিদও উপস্থাপন করেছি। এই সুদীর্ঘ ১৮ বছরে আমরা সর্বমোট ২১৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছি। যে কোনো পাঠক এ সম্পাদকীয়গুলো পাঠে যেমনি আমাদের দেশের প্রযুক্তি খাতের একটা সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন, তেমনি উপলব্ধি করতে পারবেন আমাদের সম্পাদকীয় পরামর্শগুলো কোথায় কোন মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে, আর কোথায় কিভাবে উপেক্ষিত হয়ে আমরা জাতি হিসেবে ক্ষতির মুখে পড়েছি। আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনীগুলো ছিল দিকনির্দেশনাধর্মী আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরাসরি দাবি ধর্মীও। এসব প্রচ্ছদ কাহিনী ছিল জাতিকে দিকনির্দেশনা দেয়ায় অনন্য।

সবশেষে আজকের এই দিনে আঠারো বছর পূর্তির শুভেচ্ছা রইলো সংশি-ষ্ট সবার প্রতি।

লেখক সম্পাদক
• প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম • আলভিনা খান • মীর লুৎফুল কবীর সাবী • মো: আবদুল ওয়াজেদ

পাঠকরা জানালেন

‘কেমন কমপিউটার জগৎ চাই’

একটি পরিবর্তন, অভিযোগ ও আবেদন

এক বছর, দুই বছর করে কমপিউটার জগৎ এখন ১৮ বছরের তারুণ্যে। আর এ ক'বছরে কমপিউটার জগৎ দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রিকা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে এবং এ কারণেই পাঠকের চাওয়ার পরিমাণও বেড়েছে। এই সময়ে কমপিউটার জগৎ-এরও পরিবর্তন করা আবশ্যক। পরিবর্তনের জন্য কয়েকটি বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন। প্রথমেই প্রচ্ছদ, কমপিউটার জগৎ-এর লোগোটি আরো আধুনিক করা প্রয়োজন, লোগো একটি প্রতিষ্ঠানের রুচি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায়। প্রচ্ছদে মূল প্রতিবেদনটি ছাড়া অন্যান্য ফিচারে শিরোনাম ও বিষয় যেমন মূল্য তালিকা, গেমের ছবি ইত্যাদি না দিলে এর সৌন্দর্য আলাদাভাবে ফুটে উঠবে। আর প্রচ্ছদের মূল প্রতিবেদনের সাথে প্রয়োজনীয় ছবি চাই, যাতে একনজরে দেখেই এর বিষয়বস্তু বোঝা যায়। বিষয়বস্তুগুলো বিভাগ অনুসারে সাজানো থাকা উচিত। যেমন : ফিচার বিভাগ, এখানে প্রতি মাসে মূল প্রতিবেদন ছাড়া অন্য প্রতিবেদনগুলো থাকবে। টিউটরিয়াল বিভাগ, এখানে প্রতি মাসের ফটোশপ, 3DSMAX প্রোগ্রামিংয়ের টিউটরিয়ালগুলো থাকবে।

ওয়েবপাইড বিভাগে মাসে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট, সেরা একটি সাইটের বিস্তারিত বর্ণনা, ইন্টারনেটবিষয়ক তথ্য ইত্যাদি থাকবে। সফট রিভিউ বিভাগে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ওপেনসোর্স সফটওয়্যারের বিস্তারিত বর্ণনা ডাউনলোড লিঙ্কসহ সফটওয়্যারবিষয়ক প্রতিবেদন ইত্যাদি থাকবে। মোবাইলটেক বিভাগে নানা রকমের মোবাইল ফোনের ফিচারসহ বাজার দর, মোবাইলবিষয়ক টিপস, সফটওয়্যার, প্রয়োজনীয় ওয়েবসাইট ইত্যাদি থাকবে। টিপস অ্যান্ড ট্রাবলশুটিং বিভাগে পিসির প্রয়োজনীয় টিপস, বিভিন্ন কৌশল, পাঠকদের লিখে পাঠানো বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইত্যাদি থাকবে। গেমস ওয়ার্ল্ড বিভাগে প্রতি মাসে নতুন আসা কয়েকটি গেমের বিস্তারিত বর্ণনা, গেম সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, চিটকোড ইত্যাদি থাকবে। টেক নিউজ বিভাগে প্রতি মাসে প্রযুক্তির সাম্প্রতিক খবরগুলো থাকবে। আমার অভিযোগটি হলো পুরস্কার নিয়ে। সফটওয়্যারের কারুকাজ বিভাগে যারা পুরস্কার পায় তাদের ঢাকা অফিস থেকে পুরস্কার গ্রহণ করতে হয়। এই নিয়মটি বদলানো দরকার। ধরুন কেউ সফটওয়্যারের কারুকাজ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করল। কিন্তু তার অবস্থান রংপুর কিংবা কক্সবাজারে, তার পক্ষে কি পুরস্কার গ্রহণ সম্ভব? বিকল্প উপায়ে টাকা পুরস্কার বিজয়ীর কাছে পাঠাতে হবে।

মো: মামুনুর রহমান
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ৪৩৩৫

চাই কমপিউটার জগৎ নামের টিভি চ্যানেল

কমপিউটার জগৎ-এর ১৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে এর পরিবারের সব সদস্যকে জানাই শেষ বসন্তের প্রাণঢালা অভিনন্দন। তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ কমপিউটার জগৎকে শুধু ম্যাগাজিনে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, চাই কমপিউটার জগৎ নামের একটি টিভি চ্যানেল অথবা জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে এর নিয়মিত সম্প্রচার। তাহলেই হয়ত প্রযুক্তির সম্পূর্ণ অসারতা কাটিয়ে ব্যাপক প্রসার সম্ভব। মহাকাশবিষয়ক আলোচনা এখানে অনিয়মিত, মহাকাশবিষয়ক আলোচনা কি তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক নয়? কমপিউটার জগৎ-এর কুইজ পর্ব অন্যতম একটি আকর্ষণীয় পর্ব বিগত সংখ্যায় এইচপির ক্যুইজের আকর্ষণের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এ ধরনের ক্যুইজের সংখ্যা কিছুটা বাড়ানোর অনুরোধ জানাচ্ছি।

শুভ
রামপুরা, ঢাকা

আরো বেশি বিষয় চাই

কমপিউটার জগৎ-এর বিষয় আরো বাড়াতে হবে। কমপিউটার জগৎ হার্ডওয়্যার নামে একটি বিভাগ রাখতে পারে, যেখানে কমপিউটারের কোন হার্ডওয়্যার কিভাবে ব্যবহার করলে কম সময়ে, কম খরচে সঠিক কাজটি করতে পারবে ও বাজারে কোনো নতুন হার্ডওয়্যার এলে তা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তার প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। এতে করে নতুন কমপিউটার ব্যবহারকারীরা কমপিউটার জগৎ পড়ে আনন্দ পাবে। উদাহরণস্বরূপ আমরা পেনড্রাইভ ও ব্লুটুথের কথা বলতে পারি। এখন ডাটা বহনে পেনড্রাইভ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। কিন্তু অনেক কমপিউটার ব্যবহারকারী পেনড্রাইভে ডাটা লোড করতে পারে না। মোবাইল ব্লুটুথের কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু কমপিউটারে ওয়েব ব্লুটুথ ব্যবহার করা যায় এটা অনেকের অজানা, আবার জানলেও কমপিউটারে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা জানে না। কমপিউটার জগৎ ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নামে একটি বিভাগ রাখতে পারে যেখানে কমপিউটার ব্যবহারকারীরা ২০১৩ সালের পর Adobe Photoshop, AutoCAD2D/3D ইত্যাদি সফটওয়্যারের বিকল্প ফ্রিওয়্যার সফটওয়্যার হিসেবে কী কী ব্যবহার করতে পারে ও কিভাবে ব্যবহার করবে এর প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে।

মাহমুদুল হাসান
মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা

চিঠি প্রকাশের সাথে চাই সম্পাদকের বক্তব্য

'সফটওয়্যারের কারুকাজ' বিভাগে বিভিন্ন সফটওয়্যারের বিভিন্ন সমস্যা পাঠকবৃন্দ পত্রিকার ঠিকানায় পাঠাবে এবং এই কলামে সেই সমস্যা, সমস্যা প্রেরকের নাম ও ঠিকানা এবং সমস্যাটির সমাধান প্রকাশিত হবে। এতে সমস্যা প্রেরকসহ অন্যান্য পাঠকও উপকৃত হবে।

পাঠকবৃন্দের চিঠি ওয় মত বিভাগে প্রকাশিত হয়। এই বিভাগে চিঠিগুলোর জবাবে সম্পাদক কী বলেন অথবা সম্পাদকের এ বিষয়ে কী মতামত রয়েছে, তা চিঠিগুলোর নিচে উলে-খ করা উচিৎ বলে মনে করি। যেমন– কেউ কোনো দাবি পেশ করল। সেই দাবি বাস্তবায়ন সম্ভব কি না, সম্পাদকের এ বিষয়ে মতামত এই বিভাগে চিঠির নিচে উলে-খ করা প্রয়োজন।

গেমের জগৎ বিভাগটিকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য প্রতিমাসে এতে নতুন অথবা পুরনো জনপ্রিয় একটি গেমের চিটকোড ছাপা হোক। এতে বিভাগটি আরো নজর কাড়বে এবং এ থেকে গেমাররা উপকৃত হবে ও পত্রিকাটির প্রতি আকৃষ্ট হবে। তাছাড়া এই বিভাগের প্রথম পৃষ্ঠা অর্থাৎ যেখানে একটি নতুন গেমের বর্ণনা দেয়া হয় সেটি রঙিন করা প্রয়োজন। এতে বিভাগটি যথেষ্ট সুন্দর দেখাবে।

মোহাম্মদ কাসেদুল-াহ কসিদ
রাজশাহী

প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

কমপিউটার জগৎ-এর আঠারো বছরের সম্পাদকীয় বক্তব্য

গোলাপ মুনীর

এ সংখ্যাটি আমাদের সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত প্রকাশনার অষ্টাদশ বর্ষপূর্তি পূর্ণ করলো। আমরা এই ১৮ বছরের এ পত্রিকাটি প্রকাশের সময় বরাবর একটি উপলব্ধিকে সযতনে ধারণ করেছি। সে উপলব্ধিটি ছিল : 'একটি পত্রিকাও হতে পারে একটি আন্দোলন'। সুস্পষ্টভাবেই 'মাসিক কমপিউটার জগৎ'-এর আন্দোলনের ক্ষেত্রটি ছিল সুনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট এ ক্ষেত্রটি হচ্ছে : তথ্যপ্রযুক্তি খাত। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অগ্রগমন এ দেশে নিশ্চিত করার জন্য আমরা 'কমপিউটার জগৎ'কে ব্যবহার করেছি একটি হাতিয়ার হিসেবে। এক্ষেত্রে আমরা নানাধর্মী তৎপরতার মধ্য দিয়ে সে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলাম। 'তথ্য প্রগতির জন্য'। কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি খবর প্রকাশে এ আপ্তবাক্যটি মাথায় রেখেছি। কোনো নেতিবাচক খবর প্রকাশে আমরা রীতিমতো ছিলাম অনীহ। তাই ইতিবাচক খবরগুলোই স্থান পেয়েছে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিটি সংখ্যায়। তেমনি মন্তব্যধর্মী লেখালেখিতেও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখতে আমরা থেকেছি দায়িত্বশীল। তবে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের ভুলপথে চলার তাগিদ তুলে ধরতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিনি। তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি সব মহল ও কর্তৃপক্ষের জন্য ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা। প্রয়োজনে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য আমরা প্রকাশনার বাইরে নানা ধরনের প্রতিযোগিতা, সংবাদ সম্মেলন, মেলা, প্রতিভাবানদের জাতির সামনে উপস্থাপন, বর্ষসেরা প্রযুক্তি-ব্যক্তিত্ব ঘোষণা ইত্যাদি ধরনের নানা তৎপরতাও চালিয়েছি সমান্তরাল। আসলে আমাদের সামগ্রিক কর্মসাফল্যসূত্রে মাসিক কমপিউটার জগৎ যেমনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এদেশের সর্বাধিক বিক্রীত প্রযুক্তি- সাময়িকী হিসেবে, তেমনি এটি দেশব্যাপী বিতর্কাতীতভাবে স্বীকৃত 'তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ' গণমাধ্যম হিসেবে।

তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় হাতিয়ার ছিল আমাদের প্রতিসংখ্যার সম্পাদকীয়গুলো। এ সম্পাদকীয়গুলোর মাধ্যমে আমরা জাতির সামনে তথ্যপ্রযুক্তির জন্য অনেক করণীয় ও দাবি তুলে ধরেছি, তেমনি সংশি-ষ্টদের বিবেচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার তাগিদও উপস্থাপন করেছি। এই সুদীর্ঘ ১৮ বছরে আমরা সর্বমোট ২১৬টি সম্পাদকীয় প্রকাশ করেছি। যে কোনো পাঠক এ সম্পাদকীয়গুলো পাঠে যেমনি আমাদের দেশের প্রযুক্তি খাতের একটা সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন, তেমনি উপলব্ধি করতে পারবেন আমাদের সম্পাদকীয় পরামর্শগুলো কোথায় কোন মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে, আর কোথায় কোথায় কিভাবে উপেক্ষিত হয়ে জাতি হিসেবে আমরা ক্ষতির মুখে পড়েছি। একটিমাত্র লেখায় আমাদের এই ১৮ বছরের সম্পাদকীয় বক্তব্যের বিস্তারিত তুলে আনা সম্ভব নয়। তবে এর একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনে প্রয়াস পাবো এ লেখায়। এর মাধ্যমে একজন পাঠক লক্ষ করতে পারবেন, আমরা যথাসময়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে যথাপদক্ষেপটি নেয়ার জোরালো তাগিদ যেমনি জানিয়েছি, তেমনি সমাজকেও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার আহ্বান রেখেছি। নিচে এবারে আমাদের সম্পাদকীয় বক্তব্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপিত হলো।

মে, ১৯৯১ : 'বিগত ২-৩ দশকের বিবর্তনে কমপিউটার আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার বিস্ময়কর অবদান মানুষের জীবন ও সভ্যতার সব ক্ষেত্রকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করছে। কমপিউটার এখন ব্যবস্থাপনায়, সরকারি প্রশাসনে, শিল্পে, শিক্ষা গবেষণায়, চিকিৎসায়, যুদ্ধে, যোগাযোগ ব্যবস্থায়, এমনকি বিনোদনে ব্যবহার হয়ে প্রযুক্তি পৃথিবীকে হাজার হাজার বছর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সূচনা হয়েছে কমপিউটার বিপ-বের। এ বিপ-বে যোগ দেয়ার অন্যতম অর্থ হচ্ছে কমপিউটার শিক্ষার ও কমপিউটারায়নের ব্যাপক প্রসার। 'কমপিউটার জগৎ' প্রকাশনা এ বিপ-বে বাংলাদেশকে সম্পৃক্ত করার প্রত্যয়ে আমদের বলিষ্ঠ প্রয়াস।'

জুন, ১৯৯১ : 'জনগণের মুখ্য দাবি দেশে ব্যাপক কমপিউটারায়ন। তাদের দাবি এক্ষেত্রে সরকারের সব বিভাগের স্থবিরতা কাটাতে হবে। কোনো রকম আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় যেনো এ গতি না থামে, সে ব্যাপারে সবাই সোচ্চার। মন্ত্রী পরিষদ সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও কেনো গত দুই বছরেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কমপিউটার শিক্ষা চালু করা হলো না, কেনো বিশ্ববাজারে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও সফটওয়্যার রফতানির কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হলো না, কেনো অন্তত সহজ প্রযুক্তি যন্ত্রাংশের উৎপাদনও এখানে হচ্ছে না, এ ব্যাপারে সংশি-ষ্ট সব পক্ষের একটা সমন্বয় দরকার। কমপিউটারায়নের বড় বাধা কমপিউটার পণ্যের ওপর করারোপ। এর ওপর কর বাড়ানো হলে, আইটি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এ হবে এক অপূরণীয় ক্ষতি।'

জুলাই, ১৯৯১ : 'ক্ষয়িষ্ণু ও বাতিল প্রযুক্তি প্রচলনে উৎসাহিত করলেও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম বাহন ভবিষ্যৎজয়ী কমপিউটারের ওপর অযৌক্তিকভাবে কর বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। জনগণ এর তীব্র বিরোধিতা করছে। জনগণ তথ্যপ্রযুক্তির সুফল থেকে জাতিকে বঞ্চিত করার পদক্ষেপ চান না। জনগণ কমপিউটারের পর বর্ধিত কর চান না। আমরাও কমপিউটারায়ন প্রসার বন্ধ করার এ ব্যবস্থার অবসান চাই। আশা করি সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে সচেতন জনগণের আহ্বানে সাড়া দেবে?'

আগস্ট, ১৯৯১ : 'দেশের জনগণের হাত থেকে কমপিউটারকে সরিয়ে রাখার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা কমপিউটার রাজ্যের বিজ্ঞানী, উদ্যমী ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, চাকরিজীবী ও ছাত্রসহ সবস্তরের নাগরিকদের কাছ থেকে যে সুচিন্তিত ধারণা ও পরামর্শ পেয়েছি, তা বিশে-ষণ করে আমরা এই ভেবে শঙ্কিত যে, চরম অজ্ঞতা অথবা দেশের বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র কালজয়ী এ প্রযুক্তির সুফল থেকে দেশ ও জনগণকে বঞ্চিত করেছে। কমপিউটারের ওপর ট্যাক্স বাড়িয়ে এর প্রচলন কমিয়ে এ প্রযুক্তির সুফল থেকে সাধারণ দেশবাসীকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ : 'সরকারের রাজস্ব বিভাগকে সাধুবাদ। দেরিতে হলেও কমপিউটার আমদানির ওপর ধার্য কর কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশে বর্তমানে যে কমপিউটারায়নের প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা হঠাৎ থমকে দাঁড়ানোর মুখোমুখি হয়েছিল গত বাজেটপরবর্তী কমপিউটারের ওপর আমদানি কর বাড়ানোর সিদ্ধান্তে। আপাতত সে আশঙ্কা থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়া গেল।'

অক্টোবর, ১৯৯১ : 'গত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিপ-ব ঘটেছে তাতে বিশ্বব্যাপী তৈরি হয়েছে কোটি কোটি ডলারের ডাটা এন্ট্রির বাজার। দুর্ভাগ্য, এখনো এ বাজারে আমাদের প্রবেশ ঘটেনি। অথচ এমন কোনো জটিল ব্যাপার ছিল না আমাদের পক্ষে এ বাজারে প্রবেশের সুযোগ করা। আমরা নিশ্চিত এক ধনাত্মক প্রভাবে প্রভাবিত হতো আমাদের দুর্বল অর্থনীতি। এ ব্যাপারে সরকারের সংশি-ষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ ও ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমরা সরকারের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি।'

নভেম্বর, ১৯৯১ : 'কমপিউটার জগৎ-এর জন্মলগ্ন থেকেই আমরা একটা ▸

বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে আসছি। সেটি হলো– 'আধুনিক প্রযুক্তির কমপিউটার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছে স্বর্ণ-সম্ভাবনার দ্বার। তবে এ সুযোগকে কাজে লাগাতে দেশে সরকার সঠিক দিক-নির্দেশনা ও পরিকল্পনা, ছড়িয়ে দেয়া আধুনিক এ তথ্যপ্রযুক্তি জনগণের মাঝে। তবে এটা স্পষ্ট এক্ষেত্রে রয়েছে সরকারি দিকনির্দেশনা ও নীতিমালার অভাব। দেশ ও জনগণের স্বার্থে এ সমস্যাগুলো ত্বরিত সমাধানে আমরা সরকারি সহায়তার প্রত্যাশী।'

ডিসেম্বর, ১৯৯১ : 'যে শীতল স্থবিরতা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে বাংলাদেশকে তা কি এবারেও তার হিমশীতল থাবায় বিনষ্ট করতে যাচ্ছে একটি স্বর্ণ-সুযোগকে? আমরা ভীত। গত কয়েক মাস ধরে দেশের সর্বত্র সুধীমহলে যে ডাটা এন্ট্রি শিল্পের কথা উচ্চারিত হচ্ছে সে ব্যাপারে সরকার এখনো নীরব।'

জানুয়ারি, ১৯৯২ : 'বড় দুর্ভাগা এ দেশ। অতীতে অপরিমেয় সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো হয়নি এখানে। দায়িত্বে যারা ছিলেন তারা সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করতে। কিন্তু সময় কি বদলেছে? অবস্থাদৃষ্টে অনুমান দৃঢ় হয়– না বদলায়নি। এখনো উল্টা উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ। কমপিউটার তথা ডাটা এন্ট্রি শিল্প স্থাপনে দেশের বর্তমান চালচিত্রের কি অভাবিত পরিবর্তন ঘটতে পারে সে সম্পর্কে গত কয়েক মাস ধরে কমপিউটার জগৎ এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হলো, অনেক অভিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা ছাপা হলো। কিন্তু হলে কি হবে? অবস্থা তথৈবচ। সমগ্র দেশে নাকি জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এই কি তার নমুনা। কর্তাব্যক্তিরা একবার ভেবেও দেখলেন না কী সুযোগ আর অমিত সম্ভাবনা থেকে আমরা বঞ্চিত হতে যাচ্ছি। এর জবাব কে দেবে?'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ : '৫২-র অঙ্গীকার ছিল মাতৃভাষার ও স্বাধীনতার। কমপিউটার শুধু মাতৃভাষাকেই ধারণ করেনি, আন্তর্জাতিক ও গজদন্ত মিনার ছেড়ে কমপিউটার গণমানুষের দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছে। দুর্জয় স্বাধীন অস্তিত্বে জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্মাণে কমপিউটার বাংলাদেশে দুখী মানুষের হাতিয়ার হতে চলেছে। স্বাধীনতার স্বপ্নকে সবচাইতে সৃষ্টিশীলভাবে ধারণ করেছে কমপিউটার। কিন্তু এ সরকারের কিছু সংস্থা ও স্বার্থান্ধ কিছু ব্যক্তির কারণে এ রাষ্ট্রভাষা, জ্ঞান ও মুক্তির বাহন হিসেবে কমপিউটারকে ধারণ করতে পারছে না। সকল আকাঙ্ক্ষা ও সৃষ্টিশীলতা নস্যাৎ করে রাষ্ট্রকে বন্ধ্যা করে তোলার চক্রান্তের সামনে গুমরে উঠছে বুয়েটের তরুণ, ভবিষ্যতের ওপর বিশ্বাসে স্নিগ্ধ তরুণ, প্রবাসী বিজ্ঞানীসহ অনেক মানুষ।'

মার্চ, ১৯৯২ : 'একথা সত্য, বাইরে থেকে কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি করে এখানে বসে সংযোজন করে পূর্ণাঙ্গ কমপিউটার তৈরি করে জাতীয় আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ক্ষীণ। বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। আমরা যে গণকমপিউটারের কথা বলছি, তাতে এ ধরনের প্রকল্প খুবই সহায়ক হবে। জনগণের হাতে কমপিউটার চাইলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যন্ত স্থূল পর্যায়ে কমপিউটার ব্যবহার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কমপিউটারের দাম কমাতে হবে। দেশের কমপিউটার সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এ উদ্যোগ নিতে পারে।'

এপ্রিল, ১৯৯২ : 'আমাদের সামর্থ সীমিত। তবুও স্বদেশ ও জাতির সেবায় আমরা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করছি। গ্রাম-গ্রামান্তরে যে শিশুরা রয়েছে, কমপিউটার স্পর্শ করার সাহস ও স্বপ্নে তাদের জাগিয়ে তোলার জন্য আমরা গ্রামীণ ছাত্রছাত্রীদের কমপিউটার পরিচিত প্রকল্প শুরু করেছি। কমপিউটার শিক্ষার তালিম প্রচার করছি। অফুরান সম্ভাবনা সামনের জনগণের সাথে পথিকৃৎ সাহসী ও সৃষ্টিশীল মানুষ নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবই।'

মে, ১৯৯২ : 'একটি মাঝারি শক্তির দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তোলার মতো সহায়সম্পদ এ জাতির থাকা সত্ত্বেও শিল্প, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতায় আমরা দুর্দশায়। এ সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে কমপিউটার জগৎ জাতীয় পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠে জগৎ জয়ের আধুনিকতম প্রযুক্তি আয়ত্ত করার জন্য উন্নতমানের শিক্ষা, নতুন প্রজন্মের লাখ লাখ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের জন্য ডাটা এন্ট্রিসহ কমপিউটার সার্ভিস শিল্পের প্রসার, দেশের কমপিউটার ও নবশতাব্দীর বিশ্বমুখী জীবন সংস্কৃতি নির্মাণ এবং জনগণ ও নতুন প্রজন্মকে পরমুখাপেক্ষী ও বেদনার্ত অবস্থায় ফেলে রাখার আমলাতান্ত্রিক ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক লক্ষ্যহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পথকে তুলে ধরছে। এখন লক্ষ্য, স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও সংকল্প রূপায়ণের পালা।'

জুন, ১৯৯২ : 'সামনে সংসদের বাজেট অধিবেশন। কমপিউটারের সাথে সংশি-ষ্ট সবাই ভাবছেন কর কাঠামো কেমন দাঁড়াবে এবারের বাজেটে। আমরা বলি ট্যাক্সমুক্ত করা হোক কমপিউটার আমদানি।'

জুলাই, ১৯৯২ : 'পশ্চিমবঙ্গে ডাটা এন্ট্রি, কমপিউটার সার্ভিস ও সফটওয়্যার শিল্পের লোকেরা যখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমতল বিশ্বমানে উত্তরণের জন্য মরিয়া, তখন বাংলাদেশ সরকার, সংস্থা ও পথিকৃৎরা উৎকণ্ঠাহীন। নয়া অর্থবছরের মধ্যে কমপিউটার সার্ভিস শিল্পের ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষণার জন্য আমরা সরকার প্রধানের প্রতি অনুরোধ রাখছি।'

আগস্ট, ১৯৯২ : 'বর্তমান বিপন্ন সময়ে সমাজের বিপন্নতাবোধ ও এর বেদনা সম্পর্কে সজাগ থেকে আমরা তাগিদ জানিয়ে বলছি– 'আপন দেশ, জাতি, দেশ ও প্রশাসনকে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহায়তা করা শিক্ষিত ও সৎ মানসিকতার অধিকারী কমপিউটারবিদদের দায়িত্ব। তাদের অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন ও প্রশাসনিক কমপিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের। এ ব্যাপারে দেরি করার কোনো কারণ নেই।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ : 'বিশ্বজুড়ে কমপিউটারের দাম কমছে। পিসির দর নেমে এসেছে ৫-৮শ' ডলারে। বাংলাদেশে পিসির দর সে অনুপাতে কমছে না। বেশি দামের কারণে বাংলাদেশে সরকারি-বেসরকারি খাত পিসি কেনায় আগ্রহী হচ্ছে না। বিদেশের মতো কম দামে কমপিউটার পেতে চাই নতুন প্রজন্ম ও অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। আমরা চাই সরকার এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ নেবে।'

অক্টোবর, ১৯৯২ : 'দেশে প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা সমাজের সমানে হাজির করেছে কমপিউটারের বিস্ময়কর শিশু, দুরন্ত কিশোর, সাহসী ও প্রত্যয়ী সংগঠক তরুণেরা। কমপিউটার জগৎ এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নতুন সাহসে সমৃদ্ধ হয়েছে নিজেও। আমাদের প্রবীণ, তরুণ ও নবীন প্রজন্মের সামনে আজ প্রশ্ন : আমরা প্রযুক্তির দাস হবো, না প্রযুক্তির প্রভু হয়ে স্বাধীনভাবে বিশ্ব পরিসরে জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবো? আমরা শিল্পবাণিজ্য, অর্থনীতি, প্রযুক্তির রাজ্যে প্রবীণদের দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব ও নতুন প্রত্যাশা করছি।'

নভেম্বর, ১৯৯২ : 'আমাদের জাতীয় স্বপ্ন, লক্ষ্য, কর্মসূচি ও সাবাস্ত-স্বীকৃত: জাতীয় কর্মপদ্ধতির অভাবটাই আমাদের সবচাইতে বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, অগ্রণী ব্যক্তিমানুষ ও দিশারী উদ্যমী এসব ক্ষেত্রে সবেমাত্র ধারণা তুলে ধরতে শুরু করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির নতুন স্তরে উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির দাসত্ব মুক্তির জন্য চাই পাঁচসালা পরিকল্পনা।'

ডিসেম্বর, ১৯৯২ : 'সমগ্র জাতির লাখ লাখ মেধাবী মানুষের মননশীল ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানকে ধারণ করে তার ভিত্তিতে সমস্যারাজি সমাধানের একটা প্রায়োগিক বিস্ফোরণ ঘটাতে হলে সুপার কমপিউটার ও সিডিরমের স্তর স্পর্শ করা ছাড়া আমাদের কোনো পথ নেই। হীনতা ও সঙ্কীর্ণতার দিকে অগ্রসর না হয়ে সুপার কমপিউটার যুগে প্রবেশই হোক আমাদের অগ্রযাত্রার লক্ষ্য। জাতির স্বপ্ন ব্যাপক অগ্রগতির। একথা আমরা যেনো না ভুলি।'

জানুয়ারি, ১৯৯৩ : 'এবার ভুল করলো বাংলা একাডেমী। কীবোর্ড প্রমিতকরণে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে একাডেমীর প্রশাসনিক দফতর। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়েও। কী জবাব দেবে বাংলা একাডেমী আমরা তা জানি না। কিন্তু আমরা এটুকু বুঝি, এ ঘটনা দেশীয় প্রযুক্তির উৎকর্ষ ও বিকাশে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বিশ্বের অন্য কোনো দেশ যেখানে একটি ভাষার জন্য প্রচলিত কীবোর্ডের সংখ্যা একের অধিক নয়, সেখানে বাংলাদেশে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের বাণিজ্যের ঘোলোকলা পূরণের অভিপ্রায়ে প্রসব করে চলেছে একের পর এক কীবোর্ড। এ মানসিকতার যতদিন না পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন বিশ্বপ্রযুক্তি যতই এগিয়ে যাক না কোনো, বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে না আমাদের।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩ : 'ভাষা আন্দোলনের ৪০ বছর পরও সরকার ও সরকারি সংস্থা একটি জাতীয় বাংলা কীবোর্ড হাজির করতে পারেনি। এ ব্যর্থতার ডালি মাথায় বয়ে আরেক ফেব্রুয়ারিতে হাজির হয়েছি আমরা। বাংলাভাষায় কীবোর্ড ৬ বছরেও কেনো হয়নি। রাষ্ট্র ও ভাষা ঐতিহ্যের হেফাজতকারী সরকারের কাছে এ আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

মার্চ, ১৯৯৩ : 'আমরা গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ করছি, শুধু স্থবিরতাই নয়, এক ধ্বংসবাদী পশ্চাৎমুখী নৈরাজ্য কমপিউটার প্রযুক্তির অগ্রগমনকে গ্রাস করতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের বিচক্ষণ মানুষ এদিকে মনোযোগী না হলে বহু কষ্টে গড়ে তোলা কমপিউটারমুখী জনঅভ্যাস ও পরিবেশ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগে কমপিউটার যন্ত্র-সরঞ্জাম সংগ্রহের টেন্ডার জমা দেয়ার দিন একদল নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসী কাগজপত্র ছিন্নভিন্ন করে দৈহিক হামলা চালিয়েছে এ ব্যবসায়ের সাথে জড়িত শিক্ষিত-মার্জিত অগ্রসর মানুষের ওপর। আমরা শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন রাখছি : এটি কিসের আলামত?'

এপ্রিল, ১৯৯৩ : 'কমপিউটার জগৎ তার প্রকাশনার দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ করলো। 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'– কমপিউটার জগৎ-এর এই বিস্ময়কর ধ্বনিতে দু'বছর আগে চমকে উঠেছিলেন আমাদের বিজ্ঞজন মহল। আজ তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গত এক বছর আমরা আমাদের বারোটি সংখ্যায় সে ধ্বনির সাথে একথাটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি– কমপিউটার হচ্ছে রাজনীতি, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, শিল্প, প্রকাশনা, দুর্যোগ মোকাবেলাসহ একবিংশ শতকের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন গড়ার বাস্তব হাতিয়ার।' ▶

মে, ১৯৯৩ : 'গত তিন বছর ধরে আমরা দেখছি, সরকার ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আদায়ের ফন্দিফিকির ছাড়া কমপিউটার নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা করেনি। অযৌক্তিক বিধিকানুন ও নিষ্ক্রিয়তায় কমপিউটার কাউন্সিল এখাতে বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে। টিভিতে এ সরকার কমপিউটার ও বিজ্ঞানের সব নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। বিরোধী দলও এ ব্যাপারে নীরব। তাদের প্রশ্রয়ে এক ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নতুন শতকের বরণের জন্য যখন মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালছেন, তখন আমরা বৈশাখি মেলায় কমপিউটার নিয়ে গিয়ে সৃষ্টি করেছি নতুন ঐতিহ্য। আমরা বিশ্বাস করি, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের মতোই তথ্যপ্রযুক্তির নবশতাব্দীর সংগ্রামও শুধু জনগণই এগিয়ে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী শাসক ও ক্ষমতাবানদের কোনো অবদান থাকবে না।'

জুন, ১৯৯৩ : 'প্রায় এক কোটি শিক্ষিত বেকারের দেশে কর্মসংস্থানের জন্য বিলীয়মান পাট ও অন্যান্য শিল্পায়নের স্থলে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে ওঠা প্রচেষ্টার প্রতি কোনো আগ্রহ এ সরকারেরই নেই, নতুন বাজেটেও অর্থমন্ত্রী তা জানিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির বদলে সরকারের শাসনমেয়াদ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার অর্থসংগ্রহের তাগিদ সরকারের কাছে বড়।'

জুলাই, ১৯৯৩ : 'বর্তমান যুগকে বলা হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির যুগ এবং এ সময়টা জ্ঞানচর্চার। এ যুগের মূল চালিকাশক্তি কমপিউটার। এটি এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ সত্যের উপলব্ধি থেকে আমরা কমপিউটার জগৎ ১৯৯১ সাল থেকে নিরলসভাবে কাজ করছি। জনগণ এবং সরকারের ভেতরে ও বাইরে। সচেতন করে তুলতে চেয়েছি সবাইকে। পরামর্শ দিয়েছি সরকার ও বিরোধী দলকে। পথ বাতলিয়েছি বেকারত্ব দূর করার এবং পথ দেখিয়েছি অভাবনীয় অর্থ আয়ের। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ করা গেছে, জনগণ যতটুকু সাড়া দিয়েছে তার কিঞ্চিৎভাগও সাড়া পাওয়া যায়নি সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো থেকে।'

আগস্ট, ১৯৯৩ : 'বাংলাভাষার বাংলাদেশ নয়, হিন্দুভাষী ভারত কমপিউটারে বাংলা বর্ণমালার তথ্য বিনিময় কোড আইএসও তথা 'আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থা' থেকে অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। এ খবরটি জানতে পেরে সমগ্র জাতি স্তম্ভিত ও মর্মাহত । এর পরেও বাংলাদেশ সরকার কথা বলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগও অনুশোচনায় জর্জরিত হচ্ছে না, এটাই এদের আসল পরিচয়। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর রক্তঝরা দিনগুলোর অঙ্গীকার থেকে এদেশের রাষ্ট্র, সরকার, প্রতিষ্ঠান কতদূর বিচ্যুত হয়েছে, এ ঘটনা হচ্ছে তার একটি প্রমাণ। কতিপয় লোকের দায়িত্বে অবহেলার কারণে পুরো জাতির ললাটে এর মাধ্যমে পরাজয়ের চিহ্ন অঙ্কিত হলো, যা হওয়ার কথা ছিল না।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ : 'আমরা আশাবাদের অনন্ত সাগরে আমাদের জাতীয় স্বপ্নকে সরকারি করে পাল তুলেছি ভবিষ্যৎ অভিযাত্রার বজরায়। নেতিবাচকতার বিসর্গও আমাদের নেই। কিন্তু এই সরকার ও প্রশাসনের কাছে জনগণের প্রত্যাশা যখন অপমানিত ও উপেক্ষিত হয়ে মাথাকুটে মরছে এবং আত্মশক্তিতে উত্থানের ক্ষেত্র নির্বাচন করছে, তখন এ মন্ত্রণালয় গঠন যদি মৃতপ্রায় পুরাতন বিজ্ঞানমন্দিরগুলোতে লোলচর্মবিজ্ঞানকে আয়ুষ্মান করার জন্য ধূপধুনা জ্বালানোর আয়োজন হয়, আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু আমাদের স্পষ্ট দাবি, মৃতবিজ্ঞানের গোরে জাতির সকরুণ সহায়সম্পদ ও মনোযোগ ব্যয় না করে আমাদের নীতিনির্ধারকেরা নববিজ্ঞানের দুয়ারে যদি আলো জ্বালেন, একটি জীবনমুখী জোয়ারের সৃষ্টি হতে পারে।'

অক্টোবর, ১৯৯৩ : 'ঠেকে ঠেকে শেখা, হাতের আন্দাজে পথ খোঁজা কোনো বুদ্ধিমান জাতির কাজ নয়। কিন্তু আমাদের জনগণ যা বোঝেন আজ, সেটা সরকারের বুঝে উঠতে ৫-৭ বছর এমনকি ১০ বছর লেগে যায়। এটি এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। এ অবস্থা সবচেয়ে বেশি বাধা কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে। শুধু কলতাভিবিলিতির জন্য নয়, সার্বিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তির জন্য ব্যাংকখাতের কমপিউটারায়ন দরকার। আমরা জোর দিয়ে বলেছি, কমপিউটার শুধু কর্মসহায়ক যন্ত্র নয়, অতীতের কাগজ-কলমের মতো নতুন যুগের নতুন সভ্যতার ধারণ ও বিকাশের মাধ্যম হয়েও উঠেছে।'

নভেম্বর, ১৯৯৩ : 'পাশের দেশগুলোতে উন্নত যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এক সাড়া জাগানো গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এখন। এ সময় আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত অভিলাষের বাইরে জাতীয় কোনো অগ্রগতির খবর নেই। অতীতের মনোবেদনা, মীমাংসার অযোগ্য খাতগুলোর সঙ্কট, পশ্চাৎপদতা ও খুবই অনগ্রসর কর্মকাঠামো নিয়ে আমাদের সরকারের পর সরকারগুলো ব্যস্ত। অথচ এ সময়েই ইউরোপ ও এশিয়া অতিক্রম করে নতুন সভ্যতার ঢেউ আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য বদলাচ্ছে না।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৩ : 'বাংলাদেশে বহু প্রত্যাশিত ই-মেইল সার্ভিস শুরু হয়েছে বেসরকারি উদ্যোগে। জরুরিভিত্তিতে দেশে ই-মেইল প্রবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ কমপিউটার জগৎ জনমত গঠন ও সরকারকে আহ্বান জানিয়ে আসছিল। বলা হয়েছিল ইসি, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তানসহ বাণিজ্যিক অংশীদার এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এদেশ থেকে বিপুল তথ্য লেনদেনের জন্য ই-মেইল প্রবর্তন জরুরি। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ই-মেইলের ব্যাপারে একটি মন্ত্রিসভা সাবকমিটি গঠন করে ত্বরিত প্যাকেট সুইচিংয়ের অনুরোধ জানাই।'

জানুয়ারি, ১৯৯৪ : 'বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি সার্ভিস শিল্পের বিকাশ ও সম্ভাবনা এখনো শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও হাইস্পিড ডাটা লিঙ্ক চ্যানেল প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করছে। ফাইবার অপটিকের জাতীয় টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বঙ্গোপসাগরের তলদেশে স্থাপনের পরিকল্পনাধীন FLAG বিশ্ব ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪ : 'কমপিউটার কাউন্সিলের কর্তাব্যক্তি একজন প্রকৌশলী। রাজধানীর সরকারি স্কুলে কমপিউটার প্রবর্তনের আলোচনাসভায় তিনি শিক্ষকদের বলেছেন, 'কমপিউটার শয়তানের বাক্স। এটা থেকে দূরে থাকুন। কারণ, কমপিউটার চর্চার কারণেই ক্যালিফোর্নিয়া শহরে দাঙ্গার গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা বুঝে উঠতে পারি না, তিনি কোন সংস্কৃতির ধারক। এদেশে বায়ান্ন, একাত্তর, শস্য-বিপ-ব, কর্মসংস্থান যেমন সরকার সৃষ্টি করেনি, তেমনি তথ্যযুগ সরকারি স্থাপনা থেকে জন্ম নেবে না।'

মার্চ, ১৯৯৪ : 'যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান এর ২৪ হাজার কোটি টাকার ডাটা এন্ট্রির কাজের একটি অংশ করিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশে এসে দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আনুষ্ঠানিক অভিপ্রায় জ্ঞাপনের দলিল সম্পাদন করেছে। অনিশ্চয়তা ও দুর্যোগের মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ এভাবে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার যখন উন্মোচন করেছে, তখন আমাদের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, ই-মেইলের অনুপস্থিতি ও সরকারের গরজের অভাবে এ কাজ ফিরে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর যদি এ ব্যাপারে সামান্যতম মনোযোগ দিত, তাহলে ৪ কোটি টাকার নয়, ৪০০ কোটি টাকার কাজ ধরে দশ হাজার তরুণ কাজে বসতে পারতো '৯৪-র এই মার্চে।'

এপ্রিল, ১৯৯৪ : 'আরেকটি বছর অতিক্রম করলো কমপিউটার জগৎ। এই একটি বছরে উচ্চতর কমপিউটারপ্রযুক্তি এগিয়েছে উন্নত বিশ্বে ৫০ বছর। পাশের দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে বিশ বছর। আমরা এগুতে পারিনি একটি মাসও। বিশ্বের গতায়ু রাজনৈতিক মানচিত্রের সীমানা ভেঙে একটি একক বিশ্ব পরিবার গড়তে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেট ও ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে প্রকল্প। আমরা এখনো সুখনিদ্রায় বিভোর।'

মে, ১৯৯৪ : 'কমপিউটার জগৎ চতুর্থ বর্ষে উপনীত হলো। এ তিন বছরের অভিজ্ঞতা থেকেও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, টেলিযোগাযোগ যখন কমপিউটার, টিভি, ই-মেইলের সাথে যুক্ত হয়ে উঠেছে, তখন এ খাতটিকে সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকারখাত হিসেবে গ্রহণ করা ছাড়া বাংলাদেশের আধুনিক শিক্ষা ও অর্থনীতির জরামুক্তি অসম্ভব।'

জুন, ১৯৯৪ : 'অর্থমন্ত্রী বাজেটের মূল অংশে বলেছেন, 'স্বল্পমূল্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা ছাড়া আমরা কমপিউটারপ্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারবো না এবং বৈশ-িবক যোগাযোগ ব্যবস্থায় অংশগ্রহণও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে টেলিফোন ব্যবস্থা নির্মাণ এবং ডাটা ট্রান্সমিশনের অনুমতি দেয়ার নীতি ঘোষিত হয়েছে বাজেটে। বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তি, কমপিউটার, টেলিযোগাযোগ এবং অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের এ উচ্চারণ জাতিকে আশ্বস্ত করবে।'

জুলাই, ১৯৯৪ : 'বিশ্বের বুকে এক কর্মবাদী সভ্যতায় মানুষ যখন জাগছে, তখন নতুন অর্থনীতির বাহন হয়ে উঠছে এই আধুনিক ও সুলভ যোগাযোগ। প্রযুক্তিকে ছড়িয়ে দেয়ার তাগিদে সমগ্র এশিয়া যখন স্পন্দমান তখন আমাদের তার কর্তৃপক্ষ ও সরকার এক চরম অক্ষমতায় দেশ ও জাতিকে স্থাণু করে রেখেছে। সরকার টিঅ্যান্ডটি ও কিছু মেকী কোম্পানি একটা নতুন যুগের বিশাল কান্ডকে তাদের সঙ্কীর্ণ বন্ধ্যা নালীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে আনতে চেষ্টা করছে– এটা এক বেদনাদায়ক হাস্যকর প্রক্রিয়া।'

আগস্ট, ১৯৯৪ : 'উন্নয়ন ও উত্তরণের অজস্র পথ ও পন্থার মধ্যে কমপিউটার, টেলিযোগাযোগ, অফিস অটোমেশনের সমন্বিত ইনফো পদ্ধতি সবচাইতে দক্ষ ও কার্যকর। এ ব্যবস্থা মগজের ওপর চাপ কমায়, জাতিকে বুদ্ধিমান ও শক্তিমান করে এবং জনগণকে সক্রিয় করে। সমগ্র বিশ্ব ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্যস্রোতের বিশ্বআবর্তে বিশ্বকে এক মহা রাজপথে এনে ফেলছে, তখন ই-মেইল ও গ্রাউন্ড স্টেশন বেসরকারি খাতে প্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে বাংলাদেশ তার পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে পারে। বিশ্বের ১২ হাজার ডাটাবেস ও সুপার হাইওয়ের সাথে এ জাতিকে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব করবে না সরকার, এ আশা করতে পারি।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ : 'আমরা তথ্যযুগের পদাতিক নবীন প্রজন্মের পদধ্বনি শুনছি। ►

আমরা কমপিউটার নিমগ্ন শিশু সৈনিকদের মধ্যে একবিংশ শতাব্দী জয়ের স্বপ্ন রেখে তাদের প্রতি আমাদের ও জাতির অতুল স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই এবং সমৃদ্ধ দেশে গ্রাম-শহর জনপদে তথ্যযুগের শিশু সৈনিকদের গড়ে তোলার অঙ্গীকার করি।'

অক্টোবর, ১৯৯৪ : 'দ্রুত যোগাযোগের জন্য সব দেশে রয়েছে হাইস্পিড কমিউনিকেশন। এদেশবাসী বঞ্চিত সেটা থেকেও। কমপিউটার জগৎ এ যাবৎ প্রায় অর্ধডজন সাংবাদিক সম্মেলন করেছে, এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় ইদানিং লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবে কে? জনসভার পর জনসভায় জনগণের প্রতি যাদের দরদ মাইক নিয়ে আছড়িয়ে পড়ে, কে বুঝাবে তাদের, তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া আজ কোনো দেশই চিন্তা করতে পারে না উন্নয়নের কথা।'

নভেম্বর, ১৯৯৪ : 'অবাধ বিশ্ববাণিজ্যের গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফিরেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু এ মরণ ফাঁসের মধ্য থেকে বিজয়ীর মতো উদ্ধারের লাভের হাতিয়ার 'ট্রেড পয়েন্ট' গড়ে তোলার ব্যাপারে এ মন্ত্রী বা সরকারকে একটিবারও কথা বলতে শোনেনি জনগণ। উন্নত বিশ্বের ক্রেতারা কে, কখন, কোথায় আমাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো কিনতে আগ্রহী, প্রতি মুহূর্তে তা যাচাই করে সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে যোগাযোগ ঘটানোর কমপিউটারাইজড ব্যবস্থাটা গড়ে তোলা যে অপরিহার্য, এটা ছাড়া অবাধ্য বাণিজ্য যে আমাদের উৎপাদকদের পণ্যকে ফেলে রেখে বিদেশী পণ্য আমাদের বাজার গুছে নেবে, তা বুঝবার মতো শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না। ডাটা প্রসেসিং শিল্পের ক্ষেত্রেও এ অজ্ঞানতার কর্তৃত্ব আমরা দেখেছি।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৪ : 'কমপিউটার জগৎ ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার শিল্প, ই-মেইল ও ট্রেডনেট প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়েছিল। নয়া বাণিজ্যিক বিপ-বে আমাদের পাট, চামড়া, সিরামিক, গার্মেন্টস শিল্প ইত্যাদি নাদান রফতানিযোগ্য পণ্য নিয়ে যেহেতু বিশ্ববাজারে অনিবার্য প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, সেহেতু বিপুল অর্থ ও সময় সাশ্রয়ী লাভজনক ইন্টারনেট যুক্ত হওয়ার বিকল্প দেখি না।'

জানুয়ারি, ১৯৯৫ : 'বিগত বছরে দেশের প্রযুক্তিতে রাজনৈতিক অঙ্গনের হাজারো হতাশা-বঞ্চনার মাঝে দুয়েকটা আশার আলোও ঝিলিক দিয়েছে। সারাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যাবলীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্কসমৃদ্ধ কমপিউটার সেল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দেরিতে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কমপিউটারায়ন এবং এইচএসসি ও এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে কমপিউটার বিজ্ঞানের প্রচলনের পদক্ষেপ গ্রহণ আশার সঞ্চার করেছে। এ জন্য কমপিউটার জগৎ সংশি-ষ্ট সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছে।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫ : 'বাংলাভাষার জন্য আন্তর্জাতিক একটি তথ্য বিনিময় কোড তৈরির যোগ্যতা এদেশের অনেকের ছিল এবং আছে। কিন্তু সরকার সময়মতো কাজ না করায় এদেশ ভারতের কোড ও তার প্রযুক্তির নিচে চাপা পড়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মনীষাসম্পন্ন মানুষের বদলে কর্মচোরা আমলাদের ওপর ভর করে সরকার জাতিকে পরাভবের পথে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতির পাশাপাশি এ জাতির আপন বাংলাভাষার অহঙ্কার খুন করে এরা যখন একুশের নাম উচ্চারণ করে, তখন ধিক্কার উচ্চারণ হয়তো সমীচীন।'

মার্চ, ১৯৯৫ : '৬ কোটি ভোটারের নির্বাচনী পরিচয়পত্র তৈরির এক বিশাল ডাটাবেজ সৃষ্টির কাজে হাত দিতে যাচ্ছে সরকার। বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রথা, সামাজিক-রাষ্ট্রীয় তথ্যসমারি এবং বিকাশমান তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের জন্য এ পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ পদক্ষেপকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাতে গিয়ে আমরা একটি কারণে সংশয়ে ভুগছি এবং জাতীয় গুরুত্ববহ এ কাজের বিশালত্ব, তাৎপর্য এবং এর কারিগরি প্রায়োগিক দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা কাজ ডাগকটনের আগে এ কাজটি জাতীয়ভাবে সম্পাদন করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ মহল, নির্বাচন কমিশন, আগ্রহী প্রতিষ্ঠান, কমপিউটার সমিতি ও পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ মহলের মধ্যে একটি বৈঠক দাবি করছি। কারণ, এতে শুধু অর্থ ও কাজের প্রশ্ন জড়িত নয়– এর সাথে জাতীয় প্রযুক্তি, মেধা ও ক্ষমতার গুরুতর পরীক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত।'

এপ্রিল, ১৯৯৫ : 'বিগত চারটি বছর ছিল কমপিউটার জগৎ ও কমপিউটার আন্দোলন প্রসারে জনগণের বিপুল সাড়া ও অগ্রগতির বছর। বিপরীতে এ চার বছর হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি আন্তর্জাতিক অবকাঠামোর সাথে জাতীয় অবকাঠামোর সংযোগ রচনা, লোকবল তৈরি ও তথ্যপ্রযুক্তির কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন ও মন্ত্রিসভার শোচনীয় ব্যর্থতার বছর। আমাদের জনগণ দেখেছে, যুগসংক্রান্তির দায়িত্ব পালন না করে কদর্য সরোবরে ডুব দিয়ে সরকার ও প্রশাসন নিজেদের খুদকুঁড়া খুঁজছে, এতে গরল উঠছে দেশজুড়ে।'

মে, ১৯৯৫ : 'টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সামাজিক অগ্রগতি পিছিয়ে পড়েছে দারুণভাবে। সরকার টিঅ্যান্ডটির স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে জনগণকে ইন্টারনেটের চাইতে ৯ থেকে ২০ গুন বেশি খরচে বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে বাধ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা রীতিমতো মানবাধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার আধুনিক ধারণার ও পরিপন্থী।'

জুন, ১৯৯৫ : 'আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও এর ওপর কিন্তু কায়েমী স্বার্থকে ব্যবসায় ও টুপাইসের লোভে কর্মসূচিকে বিকৃত কানাগলিতে পুরে ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চলে। তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এটা কম হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রবণতাটি খুবই প্রবল। আমাদের নীতিনির্ধারকরা ধাপে ধাপে সামান্য থেকে উচ্চতর বাস্তবে যাবার নীতি গ্রহণ করলে এসব বিকৃতির বাহকরা সুযোগ পাবে না।'

জুলাই, ১৯৯৫ : 'নির্বাচন কমিশন বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ না করে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, মুদ্রণ ও তথ্যসংকলনের সমস্ত উচ্চাভিলাষী কাজটিকে ইতোমধ্যেই লক্ষ্যহীন ও সীমিত করে ফেলেছে। সরকার ৩০০ কোটি টাকার বিপুল বরাদ্দ দান করা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন মূল কাজের দশ ভাগের এক ভাগ নিজ দায়িত্বে গুটিয়ে ফেলেছে। আমরা মনে করি, ডাটাবেজে তথ্য প্রস্তুত করে তা সংরক্ষণ করলে এই ক্ষতি খানিকটা কাটিয়ে ওঠা যাবে। ডাটাবেজ গড়ে তোলার একটা বিরাট সুযোগ যেন আমরা অবহেলায় না হারাই।'

আগস্ট, ১৯৯৫ : '২৪ আগস্ট জগৎ কাঁপিয়ে দশ কোটি ব্যবহারকারী ও ১৩০ বিলিয়ন ডলারের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে বদলে দিতে পিসির নতুন অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৯৫ সারাবিশ্বে একযোগ ব্যবহার ও অপারেশনে আসছে। বিশ্বজুড়ে ব্যবহারের কোটি কোটি পিসির ৮০ শতাংশেই যেহেতু মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হয়, সেহেতু নতুন শতাব্দী লাভের মতো কমপিউটার বিশ্ব উইন্ডোজ ৯৫ নিয়ে উৎসবমুখর। বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি ও কমপিউটার বেচে যারা খায়, আশ্চর্য উইন্ডোজ ৯৫ নিয়ে তারা কোনো টু শব্দটি করেননি। কী নিদারুণ দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আটকা পড়েছে, তা এ ঘটনা থেকেও বোঝা যায়।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ : 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ বেশকিছু মৌলিক জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে একটি ঐকমত্য তৈরি করে তারপর রাজনীতির বিভেদ খেলা চলুক, এ দাবি আমরা জানিয়ে আসছি। কারণ, বিজ্ঞানরহিত অজ্ঞানতার যাত্রা গণমৃত্যু ও বিপর্যস্ত রাষ্ট্র ছাড়া আমাদের আর কিছুই উপহার দেবে না।'

অক্টোবর, ১৯৯৫ : 'টিঅ্যান্ডটি কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুত আন্তর্জাতিক ভিস্যাট সার্ভিস এ বছরের ডিসেম্বরে চালু করলে একদিকে যেমন উচ্চগতিতে বিশ্বব্যাপী তথ্য লেনদেনের সুযোগ ঘটবে, অন্যদিকে বহুল আলোচিত ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে ইন্টারনেটের অনলাইন সুযোগ পাওয়া যাবে। ভিস্যাট সংযোগের পর '৯৬-এর মাঝামাঝিতে ডাটা এন্ট্রিগুলো পুরোদমে শুরু করে ডিসেম্বরের মধ্যে যেনো বিশ্ব সফটওয়্যার বাজারে আমরা দৃঢ় পদচারণা করতে পারি তার জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নিতে হবে।'

নভেম্বর, ১৯৯৫ : 'দেরিতে হলেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশ কমপিউটার যুগে প্রবেশ করেছে। দেশের যুবসমাজ কমপিউটার শিক্ষার ওপর সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করছে। আমরা তরুণ কমপিউটার শিক্ষার্থীরা যেনো অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষার সময়ে একটা কমপিউটারের মালিক হতে পারে, সে জন্য দেশের ব্যাংকগুলোকে শিক্ষার্থীদের সহজশর্তে ঋণ দিতে হবে। প্রাইম ব্যাংক এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়ায় আমরা তাদের স্বাগত জানাই। সফটওয়্যার শিল্পের বিকাশেও ঋণদান কর্মসূচির বন্দোবস্ত প্রয়োজন।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৫ : 'ইন্টারনেট ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ও অনলাইন ইন্টারনেট সংযোগের অভাবের প্রেক্ষাপটে কমপিউটার জগৎ সব জন্য গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী অগ্রসর চিন্তার প্রতিষ্ঠান ও মানুষকে নিয়ে জানুয়ারি, '৯৬ সালে দেশব্যাপী ইন্টারনেট দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রযুক্তিপীঠ, ভার্সিটি শিক্ষক সংগঠনসহ বিপুলসংখ্যক আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাড়া পাচ্ছি আমরা। 'ইন্টারনেট হাতিয়ার এই মুহূর্ত সরকার'–এ প্রশ্নে একটা গণভোট নিলেও নিঃসন্দেহে এ দাবি জয়লাভ করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর নীরবতা দুঃখজনক। এর বিরুদ্ধে সচেতন মানুষ প্রতিবাদে উচ্চকিত না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।'

জানুয়ারি, ১৯৯৬ : 'কমপিউটার জগৎ ইন্টারনেট সপ্তাহে বিজ্ঞান ও কমপিউটার প্রযুক্তির ওপর একটি সার্বজনীন ইন্টারনেট ইউজার গ্রুপ কমপিউটার–মডেম-টেলিফোন-চিঠিপত্রভিত্তিক অনলাইন তথ্য ও জ্ঞানকেন্দ্র ভার্সিটি ও জাতির জন্য উন্মুক্ত করতে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, জাতির অগ্রগমনের সর্বাধুনিক পথটা কেবল নিঃসম্বল জ্ঞানতাড়িত মানুষকে বাঁধতে হবে কেনো? সরকার এত কিছু বোঝে, উত্তরণের মূল কাজটি বোঝে না কেনো? আশা করি এ সপ্তাহটিতে কমপিউটারকে কমিউনিকেশনের হাতিয়ারে পরিণত করতে সরকারও এগিয়ে আসবে।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ : 'ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ইয়াজউদ্দিনের আন্তরিকতায় কমপিউটার জগৎ আয়োজিত ৩০ জানুয়ারির ইন্টারনেট সপ্তাহের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইন্টারনেট সংক্রান্ত ইউজিসি কমিটির শ্রদ্ধেয় সদস্যবর্গ সর্বসম্মতিক্রমে এ দেশের ▶

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ইন্টারনেট স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। পরদিন ইউজিসির অনুষ্ঠানিক সভায় সে প্রস্তাব বিনা বাধায় পাস হয়। এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, আগামী মার্চের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটওয়ে স্থাপিত হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইন্টারনেটের বিস্ময়কর ভুবনে প্রবেশাধিকার দেয়া হবে, ধন্যবাদ ইউজিসিকে।'

মার্চ, ১৯৯৬ : 'এদেশে মেধাবী কমপিউটারবিদ গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে আমরা মরহুম বিজ্ঞানী মফিজ চৌধুরীর নামে যে কমপিউটার ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম, তার পুরস্কার সারাদেশের কৃতী শিশুদের হাতে তুলে দেয়ার সুযোগ গত প্রায় ৪ মাস ধরে আমরা পাচ্ছি না হরতাল, অবরোধ, অসহযোগের কারণে। রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ড শিশুদের শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। আমাদের এই রাজনীতিবিদরা সিভিল ও ননসিভিল প্রশাসনের নামে স্বাধীনতাউত্তর ২৫টি বছর ধ্বংস করে এখন দেশকে জাতিরাষ্ট্রের ভগ্নস্তূপে পরিণত করার কারবালাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে।'

এপ্রিল, ১৯৯৬ : 'আমরা আশা করবো, তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ এ যুগকে সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে রূপায়ণের অঙ্গীকার দিয়ে রাজনীতিকরা ও দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারকে দেশের এ জনআকাঙ্ক্ষার সমীপবর্তী করবে। আমরা একদিন শঙ্কিত স্বরে 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' বলে আওয়াজ তুলেছিলাম। আজ সারাদেশে ঘরে ঘরে তথ্যপ্রযুক্তির দুর্গ গড়ে উঠেছে।'

মে, ১৯৯৬ : যোগাযোগ যুগপৎ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আসে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের হাত-পা বেঁধে রেখেছে টিঅ্যান্ডটি বোর্ড ও ক্ষমতার কিছু প্রকল্প ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ এদের ভার্চুয়াল কলোনি। এমন কিছু ব্যক্তিই বাংলাদেশে অগ্রগতির পথ আগলে বসে আছে ভূতের মতো এবং এ ভূতেরাই নানা রাজনৈতিক দলকে গোঁড়া বানিয়ে ক্ষমতার লড়াই লড়ে। প্রযুক্তি ও জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে বসে আছে যেসব শক্তি, তারাই এদেশের মূল সঙ্কট।'

জুন, ১৯৯৬ : 'দেরিতে হলেও ইন্টারনেটের সাথে সংযোগের সুযোগ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভিস্যাট ব্যবহারের অনুমতি দান এবং জুলাই থেকে দেশের প্যাকেট সুইচ চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা টিঅ্যান্ডটি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

জুলাই, ১৯৯৬ : 'বাংলাদেশে ইন্টারনেট অফলাইনের পর অনলাইনের প্রবর্তন হয়েছে। ইন্টারনেটকে সত্যিকারের জাতীয় অগ্রগতির বাহন করতে হলে, ইন্টারনেটের জন্যই হাজার হাজার দক্ষ মানুষ সরকার পড়বে। আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে জাতীয় শিক্ষাঙ্গনের সংযোগ পাবার জন্য জরুরি। এ দুই চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বা ভার্সিটির মাধ্যমে দেশের সব স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিকে অনলাইনে আনার রাষ্ট্রীয় নীতি, নেতৃত্ব ও বিনিয়োগ দাবি করছি আমরা।'

আগস্ট, ১৯৯৬ : 'ভার্সিটিতে ইন্টারনেট না দিয়ে বৈধ অবৈধতার আলোআঁধারী কী খেলা চলছে, তা জাতীয় স্বার্থে অনুধাবন করুন। এ অন্ধকারের মধ্যে জাতিকে অগ্রসর হতে হবে, এ নির্মম ও করুণ উপসংহার টানতে এ সরকার ও জনগণকে বাধ্য করবেন না। জ্ঞানজগতের নাগরিকদের পরামর্শ নিয়ে একটা কর্মপরিকল্পনা স্থির করে সংসদকে বুঝান। প্রশাসন-উন্নয়ন শিক্ষাকে তথ্যপ্রযুক্তির আওতায় এনে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণ করতে হবে।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬ : 'পাশের দেশ ভারতের প্রশাসন ও রাজনীতিতে কমপিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে সেই রাজীব গান্ধীর সময় থেকেই। সম্প্রতি তাদের সাংসদদের জন্য কমপিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। এবং সাংসদরা তাদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় যেনো অন্তত একটি কমপিউটার দেন, সে নীতিও ঘোষিত হয়েছে। এ সূত্র ধরেই আমাদের সংসদ ও প্রশাসনে কমপিউটারের ব্যবহার আরো বাড়ানোর আবেদন করছি।'

অক্টোবর, ১৯৯৬ : 'বাংলাদেশে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রায় শতভাগ বাজার হাত করার জন্য পাশের দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এদেশে বিশদ অনুসন্ধান ও জরিপ চালাচ্ছেন। ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের মতো কমপিউটার পেরিফেরালস ও সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দিকে প্রতিবেশী দেশের পণ্য ও লোকজনের উল্টো স্রোত এক বছরের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে বলে এখাতের শিল্পোদ্যোক্তা, বণিক ও পেশাজীবীরা শঙ্কিত। এ পরিস্থিতিটা সৃষ্টি হয়েছে বিগত সরকারগুলোর 'আমরা প্রযুক্তিবিষয়ক এসব জটিল বিষয় বুঝি না' বলে সরে দায়িত্ব এড়ানোর পরিণামে।'

নভেম্বর, ১৯৯৬ : 'দেশের সরকার তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখবে, আর সরকারের সাথে তাল মেলাবে এনজিওগুলো–এটাই হওয়ায় উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে এর বিপরীত। সরকার যেন স্থবির আর এনজিওগুলো এগিয়ে যাচ্ছে দৃঢ় পদক্ষেপে। অকারণে এনজিও আতঙ্কে ভোগার সময় ফুরিয়ে এসেছে, এবার তাদের কাজ থেকে শেখার পালা।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৬ : 'পাশের দেশের স্কুলগুলো পর্যন্ত যখন ইন্টারনেটের আওতাভুক্ত হচ্ছে, সে সময় আমাদের দেশে কোনো 'জাতীয় আইটি পলিসি' পর্যন্ত হয়নি। এ পশ্চাৎপদতা আমাদের রাজনীতিবিদদের, নীতিনির্ধাকদের।'

জানুয়ারি, ১৯৯৭ : 'প্রযুক্তি সম্পর্কিত আরেকটি সাবধান বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ধীরে ধীরে বছর গড়িয়ে আমরা এগুচ্ছি শতাব্দী পরিবর্তনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে। তবে ২০০০ সালের আগমনে কোনো প্রতিষ্ঠানের কমপিউটার যেন 'তারিখ সংক্রান্ত জটিলতায়' পড়ে অচল না হয়ে পড়ে সেজন্য এখন থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ : 'একথা অনস্বীকার্য, সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারলে তথ্যপ্রযুক্তি খাতটি দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রাখতে পারে। আমাদের এখন প্রয়োজন নীতিনির্ধারণে দূরদর্শিতা ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। যদি তথ্যপ্রযুক্তির মতো বিশাল সম্ভাবনাময় খাতটি অবহেলিত থেকে যায়, যদি এখনই একটি সুচিন্তিত তথ্যপ্রযুক্তি-নীতি প্রণয়ন করা না হয়, যদি তথ্য-অবকাঠামো নির্মানের নীতিনির্ধারকরা যথার্থ উদ্যোগ না নেন–তবে দেশের 'হামাগুড়ি অর্থনীতি' কখনোই দু'পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারবে না।'

মার্চ, ১৯৯৭ : 'সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তার সরকার খুব শিগগিরই নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা করবে, যার লক্ষ্য হবে কৃষি, শিল্প, শিক্ষাসহ সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা ঘটানো। আর প্রধানমন্ত্রীর এই প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের ঘোষণার ক'দিনের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে ১২টি স্বায়ত্তশাসিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা করে দেশের স্থবির জরাজীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে স্বপক্ষের শক্তি হিসেবে মাসিক কমপিউটার জগৎ প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই যুগোপযোগী ও সময়োচিত সিদ্ধান্তকে জোর সমর্থন ও অভিনন্দন জানাচ্ছে।'

এপ্রিল, ১৯৯৭ : 'ভাবতে অবাক লাগে, মনে হয় এই তো সেদিন 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগানকে সামনে রেখে পয়লা মে '৯১ সালে যাত্রা শুরু করেছিল কমপিউটার প্রযুক্তি বিষয়ে বাংলাদেশের প্রথম নিয়মিত পত্রিকা 'কমপিউটার জগৎ'। শুধু জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রথাগত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যেই আবদ্ধ থাকেনি এ পত্রিকাটি, কমপিউটার নামের যন্ত্রটিকে জনগণের কাছে বিলাসদ্রব্যের পরিবর্তে কর্মব্যস্ত জীবনের প্রাত্যহিক অনুষঙ্গ হিসেবে পরিচিত করে তোলার জন্য এগিয়ে গেছে প্রথাবদ্ধ জার্নালিজমের বাঁধ ভেঙ্গে– নিজ দায়িত্ব ও খরচে সাংবাদিক সম্মেলন, প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আর প্রদর্শনীর আয়োজন করে বোদ্ধামহলের স্বীকৃতি লাভ করেছে– এটি শুধু একটি পত্রিকাই নয়, বরং দেশে কমপিউটারপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে একটি চলমান আন্দোলন।'

মে, ১৯৯৭ : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'-এর সাথে সাথে 'শিশুদের হাতে কমপিউটার চাই' স্লোগানটিও আজকের প্রেক্ষাপটে অধিক গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ করে। মাইক্রোসফটের 'Catch Them Young'-এর মতো বাংলাদেশ থেকে 'Get Us Young' স্লোগানটি সামনে রেখে আমাদের শিশু প্রতিভাদের হাতে কমপিউটার ও সফটওয়্যার তুলে দিয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশে এগিয়ে আসুন।'

জুন, ১৯৯৭ : 'আর ক'দিনের ভেতরেই বাজেট ঘোষণা দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে নতুন সরকারের কাছে মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর আবারো একটি পুরনো আবেদন থাকবে– জনগণের হাতে সাশ্রয়ী দামে কমপিউটার দেয়ার ব্যবস্থা করুন এবং দেশেও যেনো একটি সুসংহত কমপিউটার শিল্প গড়ে ওঠে সে পদক্ষেপ নিন।'

জুলাই, ১৯৯৭ : '১২ জুন জাতীয় সংসদে ঘোষণা করা হয়েছে '৯৭-৯৮ অর্থবছরের বাজেট। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকার কতটুকু সচেতন? প্রাক-বাজেট মাসগুলোতে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে অবশ্য এমন ধারণা জন্মেছিল যে, সরকারের বোধ করি এ ব্যাপারে সচেতনতার কমতি নেই। তবে অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত বাজেট অবশ্যই আমাদের সে 'ভুল ধারণা' বেশ সাফল্যের সাথে ভেঙ্গে দিয়েছে। এবারের বাজেটে তথ্যপ্রযুক্তিপণ্যের ওপর কর আরোপের আগে অর্থমন্ত্রী ব্যাপারটি নিয়ে কোন কোন সংস্থার সাথে আলোচনা করেছেন, সেটিও আমাদের জানতে ইচ্ছে করে।'

আগস্ট, ১৯৯৭ : 'বিনোদন ও রাজনীতিকেন্দ্রিক অসংখ্য পত্রিকা বাজারে থাকা সত্ত্বেও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক ১২/১৩টি পত্রিকা বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে। মাত্র ৭ বছরে এ পরিবর্তন জনগণের রুচি-মনন এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের এক বলিষ্ঠ সূচনা বলেই আমরা মনে করি। আমরা আনন্দিত যে, অবশেষে সচেতন হতে শুরু করেছে এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের মানুষ। নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে তথ্যপ্রযুক্তির জাদুকরী সম্ভাবনার কথা এরা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে। এরচাইতে বড় প্রাপ্তি আমাদের কাছে আর কী হতে পারে?'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ : 'আমাদের সরকার কমপিউটার শিক্ষিত জনবল তৈরি এখনো ভালো করে শুরুই করতে পারেনি। এ দেশে জনবল তৈরি শুরু হবে কবে, কবেই বা সরকার বুঝবে বিশ্বব্যাপী দক্ষ জনশক্তির বিপুল চাহিদা রয়েছে, আর কবেই বা ▶

সম্ভাবনাময় বাজার ধরার জন্য তৎপর হবে– তার কোনোটাই আমাদের জানা নেই।

অক্টোবর, ১৯৯৭ : 'কমপিউটারায়নের অবস্থা নাজুক হওয়া সত্ত্বেও এদেশে কমপিউটারের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ খুবই আগ্রহী। এ আগ্রহের প্রকাশ ঘটে তখন, যখন একজন মধ্যবিত্ত বাবা তার সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও তার সন্তানকে একটা কমপিউটার কিনে দেন। কিন্তু গুটিকয়েক অসাধু কমপিউটার ব্যবসায়ীর জন্য হয়তো কখনো তাকে হতাশ হতে হয়, যখন সে প্রচারিত ও ঘোষিত সেবা পায় না। সম্প্রতি দেশে এমন কিছু ঘুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে বলে আমরা অভিযোগ পেয়েছি। বর্তমানে কিছুসংখ্যক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারও নানাভাবে জনগণকে প্রতারিত করছে। আমাদের কমপিউটার শিল্প এখন বিকাশমান। এ মুহূর্তে কমপিউটার নিয়ে প্রতারণা হলে তা ব্যাকফায়ার করবে।'

নভেম্বর, ১৯৯৭ : 'সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ও কমপিউটারভিত্তিক সচেতনতা শুরু হয়েছে বলেই কিন্তু আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। সে দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা এবারে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মানবসম্পদ উন্নয়নের দিকে। বস্তুত প্রায় ৭৮ লাখ বেকারের এই দেশটিকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার পথে পরিচালিত করতে চাইলে 'প্রযুক্তি-অশিক্ষিত' জনগোষ্ঠীকে 'প্রযুক্তি-প্রশিক্ষিত' লোকবলে রূপান্তরের কোনো বিকল্প নেই।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৭ : 'দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দিন দিন যত বেশি সম্ভাবনা ও এর প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে, বোধ করি তত বেশি বাড়ছে একে নিয়ে অসাধু প্রকাতা। কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে যুগ-প্রাচীন পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান, কমপিউটার বিপণিগুলোর পুরনো যন্ত্রাংশ গছিয়ে দেয়া– এসবেরই কিছু খণ্ড চিত্র।'

জানুয়ারি, ১৯৯৮ : 'নতুন একটি বছর শুরু হলো। বাংলাদেশে যারা কমপিউটারপ্রযুক্তির সাথে যুক্ত তাদের জন্য অনেক আশা নিয়ে এসেছে ১৯৯৮। কারণ, বিগত বছরের শেষের দিকে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে দেশে। ওইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আশানুরূপ পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে শিগগিরই বিশ্বমানে পৌঁছাতে পারবে বলে আমরা আশা রাখি।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮ : 'এখন যখন বাংলাদেশেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তখন কমপিউটার তথা তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর শিল্পখাত এবং এর প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলো প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। গত ৪ জানুয়ারি সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সফটওয়্যারের ওপর থেকে সব ধরনের শুল্ক কমানোর এবং কমপিউটার ও হার্ডওয়্যারের ওপর ৫% শুল্ক কমানোর। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তাতে কমপিউটারের দাম খুব একটা কমবে না। কাজেই কমপিউটারের মূল্য কমানোর এবং সফটওয়্যার শিল্প রফতানিমুখী করার জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন।'

মার্চ, ১৯৯৮ : 'তথ্যপ্রযুক্তির দুয়ারে আমাদের নিজস্ব বাংলাভাষা ক্রমেই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ছে। কমপিউটারে বাংলা তথ্য কোড হিসেবে আইএসও-কে ভারতের আসাম রাজ্যের অহমিয়া মিশ্র বাংলা কোড গৃহীত হয়েছে। তাদের উইন্ডোজ এনটি সফটওয়্যারের ভার্সন ৬.০-এ অহমিয়া বাংলা যুক্ত করতে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, অচিরেই এ ধরনের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সফটওয়্যারেও এ ধরনের বাংলা কোড ব্যবহার হবে, ফলে বাহাদুর ভাষা শহীদের সন্তানেরা কমপিউটার বিশ্বে ভিনদেশীয় বাংলা কোডে তথ্য বিনিময় করতে বাধ্য হবে– এ লজ্জা আমরা কোথায় লুকাবো?'

এপ্রিল, ১৯৯৮ : 'সময়ের পরিক্রমায় এরই মাঝে কেটে গেছে ৭টি বছর। তবে আমরা কিন্তু মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হইনি আমাদের অঙ্গীকার, স্লোগান ও সংগ্রামের কথা। অজ্ঞানতা আর অহেতুক আশঙ্কার অচলায়তন ভেঙ্গে জনগণকে তথ্যপ্রযুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়ার সংকল্প নিয়ে আমরা যে যাত্রা শুরু করেছিলাম, আজো তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি।'

মে, ১৯৯৮ : 'এখন সরকারের উচ্চতর নীতিনির্ধারক মহল উপলব্ধি করেছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ছাড়া একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যাবে না। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশন, অত্যাধুনিক ইন্টারনেট যোগাযোগ এবং সুলভে কমপিউটার প্রাপ্তি নিয়ে সমস্যা আছে। অথচ অন্যান্য সার্ক দেশ যখন উদ্যোগ নেয়, তখন থেকে উদ্যোগী হলে এ অবস্থা হতো না।'

জুন, ১৯৯৮ : 'বহুদিন যাবৎ বাংলাদেশে কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি মেধার বিচ্ছুরণ দেখে এসেছি আমরা। '৯২ সালে কমপিউটার জগৎ আয়োজিত প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় রুম্মান, মিশো, প্রশ্ন, উচ্ছ্বাস, মনির-এর মতো অসাধারণ মেধাবী কিশোর ও বালকদের আবির্ভাব দেখেছে বাংলাদেশ। এদের অনেকের ঘরেই কমপিউটার ছিল না। মিশো আজ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও বাংলাদেশের ইতিহাস সমগ্রের ওপর অসাধারণ সফটওয়্যার তৈরি করছে এসএসসি পাস করার আগেই। তার ভবিষ্যত যতই বৃহত্তর হবে, ততই বাংলাদেশ গভীর বেদনার সাথে জানবে, মিশো উচ্চতামের কারণে সমগ্র কৈশোরে একটি নিম্নমানের কমপিউটারও কিনতে পারেনি।'

জুলাই, ১৯৯৮ : 'বাংলাদেশে কমপিউটারভিত্তিক শিল্পখাত গড়ে উঠতে কতদিন লাগবে? প্রশ্নটি সেসব লোককে ভাবাচ্ছে যারা সরকারি আনুকূল্য ছাড়াই এদেশে প্রাথমিকভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গত ৮ বছর ধরে এরা শুধু অভিজ্ঞতার ভিত্ত আস্বাদই পেয়েছেন। এক বছরও হয়নি এরা কিছু সুখবর পেতে শুরু করেছেন। এখন নতুন উদ্যোক্তারাও সাহস নিয়ে এগিয়ে আসতে চাইছেন। অর্থাৎ অনুকূল একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এ দাবি করা যাচ্ছে না।'

আগস্ট, ১৯৯৮ : 'বর্তমান যুগ কমপিউটারের যুগ। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের প্রায় প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্ররাই কমপিউটার সায়েন্স পড়ছে। আমরা সবচেয়ে উপযুক্ত সময়ে আমাদের সবচেয়ে উপযুক্ত মেধাগুলোকে সবচেয়ে উপযুক্ত একটি সাবজেক্টে পাচ্ছি। পৃথিবীর অনেক দেশের অবস্থাই কিন্তু এমন নয়। তবুও মনে রাখতে হবে এটা বাংলাদেশ– স্বদেশের আলোতে প্রতিভা বিকাশের ভাগ এদেশের সন্তানেরা পায় না। বাংলাদেশে বাস করে কেউ ফজলুর রহমান খান হতে পারেনি। পেন্টিয়াম ডিজাইনারদের এ দেশ ধরে রাখতে পারে না। রিয়াজ হকরাও দেশের মায়া কাটান বড্ড তাড়াতাড়ি।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ : 'বহু বাক-বিতণ্ডার পর এখন পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি, একটি ন্যাশনাল কীবোর্ড কোড সেট। বিডিএস-১৫২০। এই কোড সেটকে বিভিন্ন সফটওয়্যারের উপযোগী করে তোলার জন্য দরকার একটি ইন্টারফেস ডিজাইন। নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে, সে ডিজাইন এখনো প্রকল্প প্রস্তাবের গণ্ডি পেরিয়ে আলোর মুখ দেখেনি। বহু দেন-দরবার করে আইএসও'র ইউনিকোড নামের কমিটির সদস্যদের দয়ায় ১২৮ অক্ষরের একটি অক্ষর-ব-ক পাওয়া গেছে। অথচ উপযুক্ত ইন্টারফেস না থাকায় সে ব-কেও কোনো বাংলা কোড পাঠানো যাচ্ছে না। সেই সাথে বাংলাদেশের বাংলা আজো কমপিউটার বিশ্বে সর্বজনগ্রাহ্যতা পাচ্ছে না। অবশ্য উপরওয়ালারা এখনো হবে-হচ্ছে বলে চলেছেন।'

অক্টোবর, ১৯৯৮ : 'এই শতাব্দীর ভয়াবহতম বন্যা হয়ে গেল, এ বন্যার সময়ে ও পরবর্তী পুনর্বাসন কর্মসূচিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে খুবই সীমিত। অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোই রয়ে গেছে তথ্যপ্রযুক্তির আওতার বাইরে। শুধু আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, পানির উচ্চতার তথ্য বিশে-ষণ এবং বিশেষ একটি ওয়েবসাইট খুলে বিশ্ববাসীকে সাহায্যের আবেদন জানানোই যে তথ্যপ্রযুক্তির সব কাজ নয়, এটাও এদেশের অনেক নীতিনির্ধারক বুঝতে পারেননি। এখনো পারছেন না।'

নভেম্বর, ১৯৯৮ : 'আমরা মনে করি, বিজ্ঞানসম্মত ও ব্যবহারকারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি কীবোর্ড প্রমিত হিসেবে ঘোষণা করা এবং ইউনিকোড বাংলার জন্য নির্ধারিত স্ল-টে আমাদের বাংলা ভাষার কোডসেটকে প্রতিষ্ঠা করা খুবই জরুরি। অন্যথায় এ গাফিলতির জন্য আমাদের অপূরণীয় সীমাহীন দুর্ভোগের মোকাবেলা করতে হবে।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৮ : 'আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ করছি, সম্প্রতি ডাক ও তার মন্ত্রণালয় ই-মেইল ব্যবহারের ওপর ৫% অতিরিক্ত কর ধার্যের নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে আগে জারি করা ১৫%সহ এখন থেকে ই-মেইল ব্যবহারকারীদের ২০% হারে কর দিতে হবে। আইএসপিগুলো একজন গ্রাহকের ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের চার্জ একই সাথে ধরে থাকে। এর ফলে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছাত্র ও গবেষকদের ওপর এই বাড়তি কর কার্যকর হচ্ছে, তথ্য বিনিময় পুরোপুরি ইন্টারনেটনির্ভর হওয়ায় রফতানিমূলক ডাটাএন্ট্রি শিল্প ও মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপমেন্ট আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।'

জানুয়ারি, ১৯৯৯ : 'দেশে আজ কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরির প্রেক্ষাপট নির্মিত হয়েছে। এখন প্রয়োজন এ ভূমিতে সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে মেধার সযত্ন লালন। আর সেজন্য চাই সর্বোচ্চসংখ্যক কমপিউটার পেশাজীবী তৈরির সর্বাত্মক পদক্ষেপ। বোদ্ধা, গুণীজন ও নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান রইলো বিষয়টি ভেবে দেখার।'

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯ : 'বছরের পরিক্রমায় আবার এসেছে ভাষা আন্দোলনের মহান মাস ফেব্রুয়ারি। ভাষার সম্ভ্রম রক্ষার যে গুরুদায়িত্ব আমাদের ওপর ছেড়ে গিয়েছিলেন আমাদের পূর্ব-প্রজন্মের ভাইয়েরা, সচেতনতা ও সময়োচিত পদক্ষেপের অভাবে সে সম্ভ্রম রক্ষায় আমরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কমপিউটার জগৎ সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে ইউনিকোডে বাংলাভাষার ব্যাপারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থানকে সোচ্চার ও একাট্টা করতে– কিন্তু আমাদের সুচিত সে স্ফুলিঙ্গ নীতিনির্ধারকদের হিমশীতল চেতনায় কোনো বহ্নিশিখাই তৈরি করতে পারেনি।'

মার্চ, ১৯৯৯ : 'এদেশে কমপিউটারের সৃষ্টিশীল কাজগুলো আপন নামে সংরক্ষণের কোনো মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়ন করা হয়নি। এখন দিন যতই যাচ্ছে, ততই এক শোক মূর্ছনার মতো এই শূন্যতা মর্সিয়ার মতো যুগের বিলাপ ও কান্নার শোর হয়ে দেখা দিচ্ছে। ছোট্ট মিশোরা তাদের সমগ্র প্রচেষ্টা দিয়ে যে ▶

আশ্চর্য প্রোগ্রাম লিখে এনেছিল এবারের মেলায়, তাও কপি হয়ে যাচ্ছে বিনা উলে-যে। এই চৌর্যবৃত্তির কাছে সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে বার বার এবং নিঃশেষে কোরবান হতে বলার মধ্যে কোনো যুক্তি বুদ্ধি খুঁজে পাই না।'

এপ্রিল, ১৯৯৯ : 'কমপিউটার জগৎ কমপিউটার শিক্ষা ও কমপিউটারের ব্যবহার বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম থেকেই লক্ষ্য স্থির করে এগোতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে মনে রাখতে হবে, আমাদের আর্থিক সঙ্গতির বিষয়টি। গরিবের ঘোড়া রোগ নয়, সীমিত সম্পদের সুষ্ঠুতম ব্যবহারেই কেবল সীমা-উত্তরণ ঘটানো সম্ভব, তাই এক্ষেত্রে বে-হিসেবী হলে চলবে না।'

মে, ১৯৯৯ : 'আজ থেকে আট বছর পূর্বে কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার শুরু। প্রত্যেকটি সংখ্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এক বা একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা-সম্ভাবনার কথা কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে খুবই গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আবেগের কোনো স্থান নেই। বাস্তবতার নিরিখে সবকিছু মূল্যায়ন করতে হয়। তাই গতানুগতিক সাংবাদিকতার চেয়ে ভিন্ন ধারার এই প্রকাশনার কাজ কষ্টসাধ্য, তারপরও গর্ববোধ হয় এই জন্য যে, গতানুগতিক সাংবাদিকতা পাল্টিয়ে আমরা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এক নতুন ধারার কমপিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সাংবাদিকতার সৃষ্টি করতে পেরেছি।'

জুন, ১৯৯৯ : 'দেখতে দেখতে আবার আরেকটা বাজেটের সময় ঘনিয়ে এলো। কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক ও কর প্রত্যাহারের পর দেশের ছাত্রছাত্রী, পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের ভেতরে কমপিউটারের ব্যাপারে যে প্রবল আগ্রহ ও সচেতনতা তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এবারের বাজেট সরকার ও জনগণের উভয়ের কাছেই নতুন গুরুত্ব বহন করে।'

জুলাই, ১৯৯৯ : '১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেট সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। একুশ শতকে প্রবেশের অর্থনৈতিক চাবিকাঠি থাকার কথা ছিল এ বাজেটে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তি খাতের ব্যাপারে ন্যূনতম দিকনির্দেশনাহীন এ বাজেট কি আদৌ সে চাবিকাঠি ধারণ করতে পেরেছে? আমাদের প্রস্তাব ছিল কমপিউটারের ওপর ধার্য করা অবচয় হার উচ্চহারে ধার্য করার।'

আগস্ট, ১৯৯৯ : 'বাস্তবতার রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত এখন বাংলাদেশ। চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সম্ভাবনার একেকটি ট্রেন। ভাটা এন্ট্রি ওয়াইটুকে, ইউরো মানি কনভার্সন-এর চলমান যন্ত্র সকেট। দ্বিধাবিভক্ত বাংলাদেশ। উদ্যোক্তরা সরকারকে বুঝাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগে ভবিষ্যতে অর্থনীতির কতটুকু সুফল বয়ে আনতে পারে। আর সরকার উদ্যোক্তাদের কাছে জানতে চাইছে ঠিক কতটুকু, কবে দেয়া হলে সত্যিই কী পরিমাণ রাজস্ব সরকারের কোষাগারে জমা পড়বে। এই আত্মঘাতী বাক্যালাপের ফাঁক গলিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে মূল্যবান সময়। পিছিয়ে পড়ছে গোটা দেশ।'

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ : 'আইডিবি ভবনে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে হার্ডওয়্যার ব্যবসায় ও সফটওয়্যার বিনির্মাণের প্রথম একীভূত স্থাপনা 'কমপিউটার সিটি'। বিসিএস কর্মকর্তাদের একান্ত পরিশ্রমের সফল এ কার্যক্রমের শুরু উপলক্ষে ১১-২৫ সেপ্টেম্বর কমপিউটার মেলা চলবে আইডিবি ভবনে। পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার পার্ক না হওয়া পর্যন্ত এ ভবনেই প্রাথমিক অবস্থায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পার্ক স্থাপনের প্রস্তাব কার্যকর করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে প্রকাশ। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে এ ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।'

অক্টোবর, ১৯৯৯ : 'বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রস্তাবিত কপিরাইট আইনটি সম্প্রতি নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়ায় দেশের কমপিউটার শিল্পসংশি-ষ্ট সবার দীর্ঘদিনের একটা দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে। কমপিউটার জগৎ প্রথম থেকেই মেধাস্বত্ব আইন প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। কিন্তু নানা অজুহাতে আইনটি সংসদ পর্যন্ত পৌঁছেনি। অবশেষে যখন দেশের কার্যকর আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে, তখন আমাদের অবশ্যই স্বাগত জানানোই স্বাভাবিক।'

নভেম্বর, ১৯৯৯ : 'বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও উন্নয়নের কাজের সহযোগিতার জন্য একটি সুপার কমপিউটার অচিরেই বাংলাদেশে আসছে। এ ধরনের একটি দাবি কমপিউটার জগৎ অনেক আগে থেকেই করে আসছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শক্তিশালী কমপিউটার নতুন নয়। আণবিক শক্তি কমিশনের মেইনফ্রেমটি ছিল দক্ষিণ-এশিয়ায় ষাটের দশকের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের সম্পদ। শক্তিশালী কমপিউটারের যথাযথ ব্যবহারে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারতাম। তা আমরা পারিনি।'

ডিসেম্বর, ১৯৯৯ : 'তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে রাজনীতিবিদেরা দেশের মানুষের কাছে আরো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন। হতে পারেন রাজনীতির রোল মডেল। যেমনটি হয়েছেন ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের তথ্যপ্রযুক্তিপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তার প্রয়াসে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগমন আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সমপর্যায়ে। আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে সে উপলব্ধি করে আসবে, সেটাই এখন ভাববার বিষয়। সে উপলব্ধি যত তাড়াতাড়ি আসবে ততই মঙ্গল।'

জানুয়ারি, ২০০০ : 'শুধু জনসচেতনতা নয়, নতুন মিলিনিয়ামের শুরুতে দেশের তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোর ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। হাইস্পিড ডাটা ট্রান্সমিশনের সুবিধাসম্পন্ন একটি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক আমাদের অনেক দিনের দাবি। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। দুঃখের বিষয়, এর কোনোটিই বাস্তবায়নের প্রথম ধাপটিও পেরোতে পারেনি। নতুন মিলিনিয়ামে আমরা অবশ্যই এসব অবকাঠামোর বাস্তবায়ন দেখতে চাইব।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০০ : 'কমপিউটারের ক্ষেত্রে আমাদের অর্ধেক কাজ বাকি। এখনো হরফ বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা স্নাতক-এর সাক্ষাৎ পাইনি। বাংলা ও ভারত এক্ষেত্রে সমান প্রতিযোগী। এ প্রতিযোগিতার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে বাংলা দাবি এখন নিছক খণ্ড ত(ৎ)-এর রূপ অবয়বকে চিহ্নিত করেছে। এক্ষেত্রে ভালো একটা নিরসন ঘটে গেলে তা বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেরই উপকার সাধন করতে পারে। কারণ, হরফ বিন্যাসে ভারতের সমস্ত বিন্যাস মেনে নিয়ে বাংলাদেশ শুধু খণ্ড ত-এর ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছে। আমরা চলমান এ বিরোধের একটা সমাধান পেতে চাই।'

মার্চ, ২০০০ : 'ভিস্যাট ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিটিটিবির নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়ার বিষয়টি ডাটা এন্ট্রি ও সফটওয়্যার শিল্প বিকাশে কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহারের খরচ কমানোর একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। মূলত এরূপ শিল্প বিকাশে এখনো আনুষঙ্গিক এমন অনেক কাজ রয়েছে, যা বিটিটিবির ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভরশীল। তাই সংশি-ষ্ট সবার স্বার্থেই নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে সবার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

এপ্রিল, ২০০০ : 'আজ থেকে দীর্ঘ ৭ বছর আগে টেলিযোগাযোগ ফাইবার অপটিক ক্যাবলের অপরিসীম ক্ষমতা কাজে লাগানোর যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব কমপিউটার জগৎ দিয়েছিল, এতগুলো বছর পেরিয়ে যাবার পরও সরকার শেষ পর্যন্ত এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে উদ্যোগী হয়েছে বলে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ফাইবার অপটিক ও ভিস্যাট সমন্বিত টেলিকাঠামো চাই।'

মে, ২০০০ : 'বিশ্বজনীন অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পাল্টে দেবে গোটা বিশ্ববাসীর জীবনযাত্রা। আমাদের সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এখন থেকেই এ প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হন, তাহলে ব্রডব্যান্ড প্রযুক্তির বিশ্বব্যাপী সুফলও আমরা ঘরে ওঠাতে পারবো। যেমন পারছে শুধু উন্নত দেশগুলোই নয়, আমাদের প্রতিবেশী দেশসহ এশিয়ার বেশ কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ।'

জুন, ২০০০ : 'আমাদের দেশে অবিলম্বে একটি আইটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই মন্ত্রণালয়ে বিসিসিসহ সংশি-ষ্ট দফতর ও বিভাগসমূহ রাখা যেতে পারে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইটিসংশি-ষ্ট কর্মকাণ্ডকে এই মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা যেতে পারে। সরকারের আইটি পরিকল্পনা, আইটির সাথে আইনের পরিবর্তন, আইটি প্রকল্প যেমন আইটি ভিলেজ, আইটি পার্ক, সফটওয়্যার পার্ক, শিক্ষায় কমপিউটারের প্রয়োগ বা স্কুল-কলেজে কমপিউটার শিক্ষা চালুকরণ প্রকল্প, বিশেষ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সরকারের আইটি চাহিদা নিরূপণ, আইটিসংশি-ষ্ট টেলিকম প্রকল্প যেমন উপগ্রহ ও ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপন এবং বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সরকারের সমন্বয়, সবকিছুর জন্যই এই মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করতে পারে। এটি হতে পারে একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস।'

জুলাই, ২০০০ : 'তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে সংসদ সদস্য ও অর্থনীতিবিদ পর্যায়েও সচেতনতা শুরু হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের নিচ দিয়ে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের জন্য বাজেটে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি বলে অর্থনীতিবিদরা যেমন সরকারের সমালোচনা করছেন, তেমনি তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরকারদলীয় সদস্যরাও সংসদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রেখেছেন। সরকারের সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ, আলোচনা-সমালোচনা সবকিছু তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে সংশি-ষ্ট মহলের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। তার পরও অদ্ভুত জড়তায় ভুগছে বাংলাদেশ। অবস্থা দেখে মনে হয়, আন্তরিকতা ও নেতৃত্বের অভাব রয়েছে। নইলে প্রাস্ট সেক্টরে প্রাস্ট আসতে দেরি হবে কেনো?'

আগস্ট, ২০০০ : 'ডিজিটাল ডিভাইড। আইটি গ্যাপ। সহজ ভাষায় প্রযুক্তিকেন্দ্রিক বিভক্তি। বিত্তবান-বিত্তহীন, ক্ষমতাহীন-ক্ষমতাশীলদের মধ্যে বিভক্তি। সমাজের একটি অংশ প্রযুক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, প্রযুক্তি ব্যবহারে সমর্থবান। অপর অংশ প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত। এ দুয়ের অংশের মধ্যে দূরত্বই ডিজিটাল ডিভাইড। এ ডিজিটাল ডিভাইড রোধে সচেতন মানুষ চাই।'

সেপ্টেম্বর, ২০০০ : টেলিযোগাযোগের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভাগটি শুরু থেকেই দেশের এক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে আসছে। ফ্যাক্স মেশিনের আমদানি ও ব্যবহারের ওপর খবরদারি থেকে শুরু করে আইএসপি হয়ে এটি আজ ইন্টারনেটপ্রযুক্তি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সম্ভবত সে কারণে এ সংস্থার সাম্প্রতিক এক বার্ষিক প্রতিবেদনে VOIP প্রযুক্তিকে ▶

অভিযুক্ত করা হয়েছে শত কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতির কারণ হিসেবে। দুরভিসন্ধিমূলক এই হিসেবের মারপ্যাঁচটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত সংস্থার সততাকেই প্রশ্নের মুখোমুখি করে তুলেছে।'

অক্টোবর, ২০০০ : 'বাংলাদেশে কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা আয়োজনের পথিকৃৎ কমপিউটার জগৎ দেশের প্রথম কমপিউটার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বরে। অত্যন্ত আনন্দের কথা, দীর্ঘ দু'বছর বিরতির পর সরকার ও বুয়েটের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে আবার আয়োজিত হচ্ছে জাতীয় কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। কমপিউটার জগৎ এ ধরনের উদ্যোগকে শুধু স্বাগতই জানায় না, পাশাপাশি এটুকু আশা করে যে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে আরো ঘন ঘন সারাদেশে আয়োজিত হবে প্রোগ্রামিংসহ বিভিন্ন ধরনের কমপিউটারসংশি-ষ্ট প্রতিযোগিতা। আর মিডিয়ার কল্যাণে ধীরে ধীরে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়বে কমপিউটার শিক্ষিত জনবল তৈরির একটি সুস্থ সংস্কৃতি। অনাগত সে সুদিনের প্রতীক্ষা এখন আমাদের।'

নভেম্বর, ২০০০ : 'এ দশকের শুরু থেকেই আমরা বার বার জোরালোভাবে বলে আসছিলাম বাংলাদেশ পারে এর কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন আনতে। কলসেন্টার, ডাটা ট্রান্সক্রিপশনের মতো সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি তৈরির জন্য সরকারি-বেসরকারি উভয় দিক থেকেই উদ্যোগের সূচনা ঘটা উচিৎ। ইন্ডাস্ট্রিই বাংলাদেশের জনগণের তৃণমূল পর্যায়ে সম্পৃক্ত করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তিক বিপ-বের সাথে। আমরা সর্বান্তকরণে এ ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তনকে স্বাগত জানাই।'

ডিসেম্বর, ২০০০ : 'তথ্যপ্রযুক্তির জগতে একটি নতুন থিম বা অভিডিয়ার প্রচলন ঘটেছে। সেটি হলো 'আইটি ফর কমন ম্যান'। সাধারণ মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি। কমপিউটার, ইন্টারনেট আর ই-কমার্স যেনো শুধু সমাজের বিত্তবান মানুষের প্রযুক্তি না হয়ে ওঠে। এ প্রযুক্তিকে পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে।'

জানুয়ারি, ২০০১ : 'মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত এবং জাতীয় সংসদের ২০০১ সালের প্রথম অধিবেশনে সাধারণ আলোচনার জন্য নির্ধারিত আমাদের 'শিক্ষানীতি ২০০১'-এ শেষ পর্যন্ত 'তথ্যপ্রযুক্তি' যোগ করা হয়েছে। যদি আমরা 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো'– এই প্রবাদে তুষ্ট হই, তবে বিষয়টি খুশির। নতুন সংযোজিত একটি অধ্যায়ে কমপিউটার শিক্ষা থ্রাস্ট সেক্টরের গুরুত্ব পেতে যাচ্ছে। এ খবরে আমরা আনন্দিত হতে পারি। কমপিউটারের এটি দ্বিতীয় থ্রাস্ট সেক্টর। প্রথমটি সফটওয়্যার। নিঃসন্দেহে এটি এক পরম সুসংবাদ।

ফেব্রুয়ারি, ২০০১ : 'কমপিউটার জগৎ পাঠক-সাধারণের নিশ্চিত জানা আছে, আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ পত্রিকাটি প্রকাশ করে যাচ্ছি। সে বিষয়টি আমাদের লোগোতে ব্যবহৃত স্লোগান থেকে স্পষ্ট। স্লোগানটি হচ্ছে : কমপিউটার জগৎ হচ্ছে 'বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ'। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে সেই তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যটা কী? আমাদের সে চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে একটি 'দক্ষ প্রযুক্তিপ্রজন্ম' সৃষ্টি করা। সে লক্ষ্যে আমরা নিশ্চিত একদিন পৌঁছে যাবো– সে দৃঢ়তা আমাদের আছে।'

মার্চ, ২০০১ : 'ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ– এ তিনটি দেশ এক সময় ছিল এক শাসনের অধীন। সময়ের রথে চড়ে আজ পৃথক তিন দেশ। তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রাধান্য সুদৃঢ় করার জন্য তিনটি দেশের মধ্যে চলছে এখন নীরব প্রতিযোগিতা। কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় আমরা পেছনে পড়ে আছি। ভারত-পাকিস্তান অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ভারত-পাকিস্তান পারছে, আমরা পারছি না। গবেষণা ও উন্নয়ন ছাড়া আমরা কোনো খাতেই এগিয়ে যেতে পারব না।'

এপ্রিল, ২০০১ : 'এই দশ বছরে এ পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের মিশন ছিল সুনির্দিষ্ট : তথ্যপ্রযুক্তি বিপ-বের সুফল বাংলাদেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া। তথ্যপ্রযুক্তি যে শুধু অভিজাতদের ভোগের বিষয় নয়, সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। সেই সাথে তথ্যপ্রযুক্তির সমূহ সম্ভাবনার কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছে দেয়া। এবং বাংলাদেশে একটি দক্ষ প্রযুক্তিপ্রজন্ম সৃষ্টি করে তাদের প্রযুক্তির মহাসড়কে পৌঁছে দেয়া। এ কাজটি করতে গিয়ে আমাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই শুরু করতে হয়েছে এক দম শূন্য থেকে।'

মে, ২০০১ : 'যদি প্রশ্ন তোলা হয় ইন্টারনেটের চালচিত্রটি কেমন? এর সরল ও অকপট জবাব : ইন্টারনেটের চালচিত্রটি সার্বিকভাবেই বিবর্ণ, বিপর্যস্ত। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনাবলী এরই প্রমাণবহ। তাহলে ইন্টারনেট খাতে আমাদের ভাবনাটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? আমরা কি এ খাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবো? এর যথার্থ জবাব হবে : না, ইন্টারনেট খাত থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নেবো না। বরং এর বিদ্যমান অর্থনৈতিক বাজার ধারা পরিস্থিতির বাইরে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করতে হবে।'

জুন, ২০০১ : 'আমরা ভিওআইপি তথা আইপি টেলিফোনিকে গ্রহণ করি আর না করি, এর পদচারণা শুরু হয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। এর বিকাশ ঘটছে দ্রুত। বাস্তবতার নিরিখে অনেক দেশ স্বাগত জানিয়েছে আইপি টেলিফোনিকে। ব্যয়বহুল পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক-এর বিকল্প হিসেবে চলছে এর ব্যবহার। আমরাও চাই আইপি টেলিফোনি ও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগমন।'

জুলাই, ২০০১ : 'সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যদি আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার্থীদের এইচ-ওয়ান বি ভিসা পাওয়ার ব্যাপারে যথাযোগ্য করে গড়ে তুলতে পারি, তবে এর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তাদের চাকরি পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে এ ভিসা পেতে হলে চাই কমপিউটার বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অথবা কমপক্ষে একটি প্রকৌশল ডিগ্রি। যদি কারো সে ডিগ্রি না থাকে, তবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাকে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে হবে।'

আগস্ট, ২০০১ : 'মাল্টিমিডিয়ার সমূহ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের নানা দুর্বলতা কাটাতে হবে। আমাদের অনুধাবনে আনতে হবে, আজকের পৃথিবীতে মাল্টিমিডিয়া এক প্রবল পরাক্রমশালী একটি প্রযুক্তিধারা। একে এড়িয়ে চলা কিংবা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বোকামিরই নামান্তর। তাই আমাদের প্রযুক্তি শিক্ষায় মাল্টিমিডিয়ার সংশি-ষ্টতা আরো জোরালো করতে হবে।'

সেপ্টেম্বর, ২০০১ : 'তথ্যপ্রযুক্তি তথা আইটি শিক্ষা ছাড়া সামনে এগিয়ে চলার কোনো পথ নেই। এ কথাটি আমাদের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে স্বীকৃত। সব মহলেই আইটি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করা হয়। সবারই তাগিদ সর্বশক্তি কাজে লাগিয়ে জাতীয়ভাবে আমাদের নেমে পড়তে হবে আইটি শিক্ষা প্রসারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পদ্ধতি, কোন কৌশল নিয়ে আমাদের এগুতে হবে আইটি শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য?'

অক্টোবর, ২০০১ : 'সাইবার অ্যাটাক মোকাবেলায় আমাদের সাইবার নিরাপত্তার বিন্যাস জোরালো করতে হবে, ভৌত নিরাপত্তার মূল্যায়ন পরীক্ষা করতে হবে, নীতিনির্ধারক ও সাইবার রেসপন্স টিমের মধ্যে বহুধা যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, ভাইরাস সিগনেচার হালনাগাদ করতে হবে, নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট অকেজো করে দিতে হবে। এছাড়াও রয়েছে এ ব্যাপারে আরো কৌশলগত কিছু দিকনির্দেশনা।'

নভেম্বর, ২০০১ : 'আইটি খাতের সাম্প্রতিক মন্দা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা গৌণ হলেও এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের জন্য দেশে একটি স্বতন্ত্র আইটি মন্ত্রণালয় গঠন যে অপরিহার্য সে তাগিদ আমরা বার বার উচ্চারণ করেছি। আপাতত আলাদা আইটি মন্ত্রণালয় গঠনে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলে অন্তত আলাদা আইটি বিভাগ গঠন করে এক্ষেত্রে প্রাথমিক পদক্ষেপের সূচনা করা যেতে পারে।'

ডিসেম্বর, ২০০১ : 'আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক শক্তিতে পরিণত করতে হলে চাই একটি বাস্তবভিত্তিক কার্যকর তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা চলছে। তারই অংশ হিসেবে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ দেশে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণয়নে সরকারের কাছে একটি সুপারিশমালা পেশ করেছেন। দেশে ইতোমধ্যেই একটি খসড়া তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এই তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালাকে বাস্তবভিত্তিক নীতিমালায় রূপ দেয়ার জন্য একটি যথাযথ কর্মপরিকল্পনা দরকার। এক্ষেত্রে ভিসিসিআই প্রণীত সুপারিশমালা বা রূপরেখা প্রণয়নে কমপিউটার জগৎ-এর একটি প্রতিনিধিদল সহযোগিতা যুগিয়েছে।'

জানুয়ারি, ২০০২ : 'যেকোনো দেশে যেকোনো খাতের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনা। জাতীয় ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক মহল এই দিকনির্দেশনা যতটুকু সক্ষমতা আর সফলতার সাথে দিতে পারবে, সে জাতির অগ্রগমন ঠিক ততটুকু গতি পাবে। জাতি দেশ হিসেবে ঠিক একই কথা আমাদের চেতনায় প্রযোজ্য। কিন্তু বাস্তবতাদৃষ্টে মনে হয় আমরা এক্ষেত্রে ততটা সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারি নি। পারিনি যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে। দিকনির্দেশনা দিতে। ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সাথে আমাদের সংযুক্ত করতে না পারার ব্যর্থতা এমনই একটি নির্মম উদাহরণ।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০২ : 'নব্বইয়ের দশকের শুরুতে FLAG প্রকল্পের ফাইবার অপটিক ক্যাবল লাইনের সাথে বাংলাদেশের সংযুক্তির এক মহাসুযোগ এসেছিল। তখন বাংলাদেশ এ সংযোগ গড়ে তুলতে পারতো বিনে খরচায়। আমলারা তা হতে দেয়নি। পরবর্তী সময়ে সদ্যবিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকার বিএসসিএন নামে এ সম্পর্কিত একটি প্রকল্প নেয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ বিদায়ের আগে এর কোনো কূলকিনারা করে যেতে পারেনি। বিএনপি সরকার আবার ক্ষমতায়। আশা করবো বর্তমান সরকার এবার অন্তত যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কাটিয়ে বাংলাদেশকে সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্তির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেবেন।'

মার্চ, ২০০২ : '১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে বসেছিল আইসিটি টাস্কফোর্সের সভা। বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের দ্রুত প্রসার ও ►

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রেখেছেন। তাদের প্রস্তাবের উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে–তথ্যপ্রযুক্তিকে পুরোপুরি বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ার অংশ হিসেবে টেলিফোন খাতকে উন্মুক্ত করে দেয়া এবং সরকারি খাতে সাবমেরিন ক্যাবল লাইন না বসিয়ে বেসরকারি উদ্যোগে তা বসানোর সুযোগ করে দেয়া। তারা ২০০৬ সাল নাগাদ তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ১৫ হাজার কোটি টাকার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে দেড় লাখ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় উলি-খিত প্রস্তাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য রয়েছে।'

এপ্রিল, ২০০২ : 'কমপিউটার জগৎ-এর এক যুগ পূর্তির এ দিনে আমরা উচ্চারণ করতে পারি : কমপিউটার জগৎই সমৃদ্ধির হাতিয়ার কমপিউটারকে জনগণের হাতে পৌঁছে দেয়ার আন্দোলনের সূচনা করে।'

মে, ২০০২ : 'বাংলাদেশে এখন শুধু আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার ডেভেলপই হচ্ছে না, বিশ্ববাজারে তা রফতানিও হচ্ছে। বিশ্বের অন্তত ১৩টি দেশে সফটওয়্যার রফতানি করে বাংলাদেশ বছরে ১০০ কোটি টাকারও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। স্থানীয় বাজারের জন্যও উন্নতমানের সফটওয়্যার ডেভেলপ করছে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো। এক্ষেত্রে সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বেশকিছু সাফল্যের নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো এখন বাইরে থেকে কাজ আনছে–এটাই এখন বাস্তবতা।'

জুন, ২০০২ : 'নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই কমপিউটার জগৎ বার বার জোরালোভাবে বলে আসছে, তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা তথা আইটি এনাবলড সার্ভিস সম্প্রসারণে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়া দরকার। এ বিষয়টি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারকসহ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।'

জুলাই, ২০০২ : 'সেরা একশ' ব্যবসায়-সফল তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি তালিকার শীর্ষ দশটির সাতটিই এশিয়ার। এশিয়ার কোম্পানিগুলোর এ সাফল্য দেখে আমাদেরও আশাবাদী হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি এশীয় দেশগুলো যদি পারে, তবে আমরা কেনো পারবো না। আমরা নিশ্চয় এ প্রত্যয় ব্যক্ত করতে পারি : 'আমরাও পারবো'।

আগস্ট, ২০০২ : 'আসলে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় দুটি প্রয়োজন হলো, সরকারের নিজস্ব কমপিউটারাইজেশন এবং আইটি নীতি প্রণয়ন ও কপিরাইট বাস্তবায়ন। এর সাথে বিদেশে বাজার সন্ধান, মার্কেটিং মিশন, দেশের একটি সুন্দর ইমেজ গড়ে তোলা, অবকাঠামো গড়ে তোলা, আইটি শিক্ষার প্রসার ও মান বাড়ানো ইত্যাদি। সঠিক পদক্ষেপ নিলে নিঃসন্দেহে এ খাতে বাংলাদেশ হাজার হাজার কোটি টাকা পাবে।'

সেপ্টেম্বর, ২০০২ : 'বিশ্বের সর্বোচ্চ খ্যাতিমান তথ্যপ্রযুক্তিবিদ ও সর্বোচ্চ ধনী ব্যক্তি বিল গেটস বাংলাদেশে আসছেন। আমাদের প্রত্যাশা বিল গেটস বাংলাদেশেও একটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করবেন।'

অক্টোবর, ২০০২ : 'বাংলা কীবোর্ড প্রমিতকরণ হয়নি। মাত্র ২ হাজার ডলার দিয়ে বাংলাদেশ এখনো ইউনিকোড কনসোর্টিয়ামের সদস্য হতে পারেনি। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার তৈরির কোনো উদ্যোগও নেয়া হয়নি। আমরা মনে করি, এসব ক্ষেত্রে ত্বরিত ও কার্যকর ব্যবস্থা এখনই নেয়া উচিৎ।'

নভেম্বর, ২০০২ : 'আমরা মনে করি দেশে এখন ইন্টারনেট বিকাশের সময়। ক্রেতারা অনেকটা না জেনেই বাজওয়ার্ড হিসেবে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। এমন একটি পরিস্থিতিতে যেকোনো ধরনের প্রতারণা বিপরীত ফল দিতে পারে। সুতরা আমরা আইএসপি, তাদের সমিতি এবং সংশি-ষ্ট সবার কাছে অনুরোধ করবো ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটকে কেউ যেনো প্রতারণার হাতিয়ার না বানায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।'

ডিসেম্বর, ২০০২ : 'বাংলাদেশে সীমিত পর্যায়ে ই-গভর্নেন্স চালু হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বলা দরকার, ই-গভর্নেন্স চালুর সূচনাপর্বেই এর নিরাপত্তার প্রতি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। নইলে ভাইরাস, হ্যাকার ও ওয়ার্মগুলোর পাল-ায় পড়ে আমাদের আমলাদের মধ্যে প্রযুক্তির প্রসারণ প্রশ্নে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, যা আমাদের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'

জানুয়ারি, ২০০৩ : 'স্বাগতম প্রত্যাশার নতুন বছর ২০০৩। বিদায় সাফল্য-ব্যর্থতার বিগত বছর ২০০২। ২০০২ সালে আমরা যা পেয়েছি, তা আমাদের আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু ২০০২ সালে আমাদেরকে একটি দুঃখজনক সত্যিকেও জানতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষার জন্য বাংলাদেশ প্রণীত কোডিং উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক মানসংস্থা আইএসও ভারত প্রণীত কোডকে বাংলা ভাষার মান হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভারত বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে বাংলার জন্য আমাদের কোডিং, কীবোর্ড, বানান, ব্যাকরণ, বর্ণপঞ্জি, পরিভাষা কোষ ইত্যাদি সব কিছুকে বর্জন করে বাংলা ভাষায় কমপিউটারায়ন সম্পন্ন করছে।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ : 'মায়ের ভাষার জন্য ১৯৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারিতে যে আত্মত্যাগের মহান নজির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলাম। সে গৌরব আজ ম-ান হতে বসেছে বাংলা কমপিউটিংয়ে আমাদের দৈন্য দেখে। সত্যিই বাংলা কমপিউটিংয়ে অমার্জনীয়ভাবে পিছিয়ে যাওয়াটা চরম লজ্জাজনক।'

মার্চ, ২০০৩ : 'গোটা বিশ্বে যখন আউটসোর্সিংয়ের জোয়ার, তখন এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান পেছনের সারিতে। অথচ এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। কারণ, আমাদের রয়েছে অসাধারণ মেধা আর বুদ্ধিমত্তাসমৃদ্ধ এক তরুণ প্রজন্ম। বাইরে এরা সে সক্ষমতা প্রমাণ করতে পেরেছে। আমেরিকায় আমাদের তরুণদের উদ্ভাবনা ও সৃজনশীলতা স্বীকৃত ও প্রশংসিত। তার পড়েও কেনো আমাদের এ ব্যর্থতা। আসলে আমাদের রয়েছে সঠিক নীতি-সিদ্ধান্ত ও দিকনির্দেশনার অভাব। কমপিউটার জগৎ আউটসোর্সিংয়ের তাগিদ দিয়ে সেই ১৯৯১ সালের অক্টোবরে 'ডাটা এন্ট্রি : কর্মসংস্থানের অফুরান সুযোগ দ্বারপ্রান্তে' শীর্ষক প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করে সে সুযোগ গ্রহণের কথা তুলে ধরে একটি দিকনির্দেশনা দেয়।'

এপ্রিল, ২০০৩ : 'কমপিউটার জগৎ-এর এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করা হয়েছে ইরাকে ডিজিটাল যুদ্ধ বিষয়টি নিয়ে। এর মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি, প্রতিটি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে কমপিউটার, আইসিটির সর্বসাম্প্রতিক সুযোগ কাজে লাগানোর ব্যাপারে। নইলে ব্যর্থ হতে বাধ্য সব প্রতিরক্ষা আয়োজন।'

মে, ২০০৩ : 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই– এ স্ে-াগান নিয়ে আমরা আমাদের প্রকাশনার শুরু করেছিলাম কার্যত এদেশে আইসিটি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার একটি সুনির্দিষ্ট মিশন নিয়ে। সে আন্দোলন প্রশ্নে এই তেরো বছর আমরা ছিলাম যথার্থ অর্থেই আপোষহীন। কমপিউটার জগৎ-এর প্রায় প্রতিটি প্রচ্ছদ কাহিনী আমরা সাজাতে সচেষ্ট ছিলাম জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে।'

জুন, ২০০৩ : 'জানা গেছে, সরকার দেশের ১০ হাজার স্কুলে ইন্টারনেটসহ কমপিউটার সুবিধা দেয়ার জন্য ব্র্যান্ড পিসি সরবরাহ করবে। স্কুলসমূহে ব্র্যান্ড পিসির বদলে ক্লোন পিসি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম ছিল। কারণ, এতে আমাদের প্রচুর অর্থের সাশ্রয় হতো।'

জুলাই, ২০০৩ : 'মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণপুরুষ, প্রেরণাপুরুষ, কাণ্ডারি, বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের সূচনাকারী-ধারকবাহক-অগ্রপথিক, একজন সৎ ও কর্মনিষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা, মহান শিক্ষক, আদর্শ পরিবার-কর্তা, প্রচারবিমুখ দেশকর্মী– ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করা যায় যাকে, সেই মানুষটি আজ আর আমাদের মাঝে নেই। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি জগতের অলিগলিতে ছিল যার সুদীর্ঘ, নীরব ও নিরহঙ্কার বিচরণ, সে অলিগলিতে হয়তো সশরীরে তার পদচারণা আর চলবে না, তবে আমাদের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে যে আগামী প্রজন্ম, তাদের মাধ্যমে চিরজাগরূক থাকবে তার নীতি-আদর্শ। তিনি হবেন তাদের শক্তির এক আধার। হবেন প্রেরণার উৎস।'

আগস্ট, ২০০৩ : 'অধ্যাপক আবদুল কাদের স্মরণে আয়োজিত বিভিন্ন স্মরণসভায় বক্তারা মরহুমের সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন, তার মূলকথা হচ্ছে– তিনি ছিলেন এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের প্রেরণাপুরুষ, সত্যিকারের শক্তি, কাণ্ডারি, সর্বোপরি অগ্রপথিক।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৩ : 'আগামী ১০-১২ ডিসেম্বরে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতিসংঘের উদ্যোগে তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্ব সম্মেলন। বাংলাদেশ এ সম্মেলনে অংশ নেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে একটি সরকারি প্রতিনিধিদল ছাড়াও বেসরকারি প্রতিনিধিদল সত্যিকারের অভিজ্ঞতা অর্জনে সচেষ্ট থাকবে। নিছক একটা ভ্রমণে যেনো তা পরিণত করা না হয়। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রচনা করতে হবে প্রযুক্তিখাতের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা। এ হোক অভিজ্ঞতা অর্জনের যথার্থ ক্ষেত্র।'

অক্টোবর, ২০০৩ : 'সন্দেহ নেই, নিজস্ব স্যাটেলাইট আমাদের প্রয়োজন আছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের কথাই ধরা যাক। বাংলাদেশে বৈধ আইএসপির সংখ্যা কমপক্ষে ৭০টি। এর মধ্যে সেরা দশটি আইএসপি গড়পড়তা ব্যবহার করছে ৩ এমপিবিএস ব্যান্ডউইডথ। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের চাহিদা সর্বনিম্ন ৯০ এমপিবিএস। সর্বোচ্চ ১৫০ এমপিবিএস। এক মে.বা. একমুখী ব্যান্ডউইডথ খরচ পড়ে ৪ হাজার মার্কিন ডলার। সে হিসেবে এর পেছনে আমাদের প্রতিমাসে খরচ ৩ লাখ ৬০ হাজার থেকে ৬ লাখ ডলার। এদিকে দিন দিন বাড়ছে ইন্টারনেটের ব্যবহারের পরিধি। আমাদের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর জন্যও যোগাতে হয় উপগ্রহ খরচ। অতএব আমাদের প্রয়োজন নিজস্ব স্যাটেলাইট।'

নভেম্বর, ২০০৩ : 'ভাইরাস মোকাবেলা করে তথ্যপ্রযুক্তির যথার্থ ব্যবহার ▶

সম্ভব– এটুকু আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এজন্য তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারীদের মধ্যে থাকা চাই যথার্থ সচেতনতা ও উদ্যোগ আয়োজন। কমপিউটার জগৎ সাধারণ ব্যবহারকারীদের সচেতন রাখার জন্য সময়ে ভাইরাস সম্পর্কে প্রচ্ছদকাহিনীর লেখা প্রকাশ করছে। সাম্প্রতিক ভাইরাস আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠায় এবারের প্রচ্ছদকাহিনী ভাইরাস নিয়ে।'

ডিসেম্বর, ২০০৩ : 'তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন ছিল একটি তরুণ প্রযুক্তিপ্রজন্ম। অতীতে সে প্রযুক্তিপ্রজন্ম তৈরি করতে আমরা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছি। এখন প্রয়োজন সে ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা। সোজা কথায় আমরা চাই একটি দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন আইটি জনশক্তি।'

জানুয়ারি, ২০০৪ : 'আমরা জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রে সব সময় সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিতে পারি না। তেমনি অনেক পরিকল্পনায় থাকে নানা ধরনের ভুলভ্রান্তি। এর ফলে অনেক প্রকল্পই বাস্তবায়নের মুখ দেখে না। তথ্যপ্রযুক্তি খাতও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই সজাগ হওয়া দরকার, যাতে ভবিষ্যৎ সব পরিকল্পনা যথাযথ যাচাইবাছাই করে গ্রহণ করা হয়।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ : 'মুদ্রণপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগে আমরা অনেকটা সফল হলেও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগে আমরা অনেকটা পিছিয়ে। সেই সাথে দুঃখের সাথে বলতে হয়, আইসিটি নীতিমালায় বাংলাভাষা প্রয়োগ প্রশ্নে কোনো উলে-খ নেই। আমরা বাইলিঙ্গুয়াল হবো, না ইউনিলিঙ্গুয়াল হবো, তার কোনো দিকনির্দেশনা নেই। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।'

মার্চ, ২০০৪ : 'পাশের দেশ ভারতে মোবাইল ফোনের কলরেট আমাদের দেশের তুলনায় অনেক কম। বাংলাদেশে মোবাইল ফোন কলচার্জ অনেক বেশি। এই চার্জ কমানোর জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করতে একটি সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়েছে। আমরা আশা করবো, মোবাইল ফোন রেট কমিয়ে আনার জন্য ফোন কোম্পানিগুলো ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সদিচ্ছা নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিতে দ্রুত এ গিয়ে আসবে।'

এপ্রিল, ২০০৪ : 'অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত ২৭ মার্চ বাংলাদেশ আরো ১৫টি দেশের সাথে সাবমেরিন ক্যাবল চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০০৫ সালের জুনের মধ্যে যাতে জনগণের হাতে অতি উঁচু গতিসম্পন্ন কম খরচের ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সুবিধা পৌঁছানো যায়, সে লক্ষ্য নিয়েই এ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলো। সব অজ্ঞতাকে পায়ে দলে আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সব সুফলকে কাজে লাগানো জন্য যথাসময়ে যথাসিদ্ধান্ত নেবো। তাই হোক আমাদের শপথ।'

মে, ২০০৪ : 'দেশে একটি হাইটেক পার্ক গড়ে তোলার জন্য গত ২৪ এপ্রিল ২৩১ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে। ২৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাইটেক পার্ক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়। এশিয়ার উন্নত দেশগুলোর হাইটেক পার্কের আদলে এ পার্কটি নির্মিত হবে। আমরা এ পার্কের দ্রুত ও সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।'

জুন, ২০০৪ : 'বাজেট আসন্ন। অনেকের কাছে এ সংখ্যা পৌঁছার আগেই বাজেট ঘোষিত হবে। এ বাজেটকে সঙ্গত কারণেই আমরা আইসিটি ফ্রেন্ডলি চাইবো। সরকার অতীতে যেসব ভুল করেছে, তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, তা আমাদের কাম্য নয়।'

জুলাই, ২০০৪ : 'এরই মধ্যে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের বাজেট। এ বাজেট এবার আইসিটি খাতের সংশি-ষ্টদের হতাশ করেছে। আইসিটি খাতকে ট্রাস্ট সেক্টর হিসেবে বলে বেড়ালেও অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় আইসিটি খাত নিয়ে একটি লাইনও খরচ করেননি। সাধারণ মানুষকে জানানো হয়নি আইসিটি খাত সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ অঙ্ক। কিংবা কোনো দিকনির্দেশনা।'

আগস্ট, ২০০৪ : 'শেষ পর্যন্ত আমলারা তাদের অদূরদর্শিতার বিষয়টি আঁচ করতে পেরে 'শিয়াল মেরে বিকেলে' উদ্যোগী হলেন দেশকে তথ্যপ্রযুক্তি মহাসড়ক তথা ফাইবার অপটিক ক্যাবলে সংযোগ দেয়ার জন্য। সে সূত্রে দেশবাসী আবারো শুনলো আশার বাণী। ২০০৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফাইবার ক্যাবল সংযোগ পাবো। তাও মন্দের ভালো। না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াটাও ভালো।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৪ : 'শেষ পর্যন্ত মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য কপিরাইট আইন পরিপূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে। গত ১৬ আগস্ট মন্ত্রী পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে 'কপিরাইট সংশোধনী আইন, ২০০৪' অনুমোদিত হয়েছে, জাতীয় সংসদের আগামী অধিবেশনে তা পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভালোয় ভালোয় তেমনটি ঘটলে আইসিটি পণ্যের ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের রক্ষাকবচ পরিপূর্ণতা পাবে।'

অক্টোবর, ২০০৪ : 'চিকিৎসার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য বায়োমেডিক্যাল ইনফরমেশন, উপাত্ত ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার, প্রয়োজনের মুহূর্তে তথ্য-উপাত্ত দ্রুত ফিরে পাওয়া ও সংরক্ষণ এসবের সমন্বিত বিজ্ঞানের একটি শাখা হচ্ছে হেলথকেয়ার ইনফরমেটিক্স। এর কাজের প্রয়োগক্ষেত্র, এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, কারা কোথায় এ কাজ করছে ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে আমরা এক্ষেত্রে বাইরে থেকে কাজ নিয়ে আসতে পারি। আমাদেরকে এজন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।'

নভেম্বর, ২০০৪ : 'গুণীজনদের কথা– 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যখন পথ হারায়, দর্শন তখন পথ দেখায়। আর দর্শন যখন পথ হারায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি তখন পথ দেখায়।' কিন্তু নানা দর্শনের ঠেলাঠেলিতে আমরা যখন আজ দিশেহারা, তখন পথ দেখাবার দায়িত্বটুকু এসে পড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ওপর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পথ ধরেই আমাদের নিতে হবে দেশকে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নেবার জন্য।'

ডিসেম্বর, ২০০৪ : 'বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প দেশের আইটি শিল্পের এক উলে-খযোগ্য অংশ। বাংলাদেশের আইসিটি খাতের রফতানি ৩৮ শতাংশ আসে সফটওয়্যার রফতানি থেকে। আইসিটি রফতানি খাতে অবশিষ্ট অবদান আইসিটি কনসালট্যান্সি ও প্রসেসিং সার্ভিস খাতের। বাংলাদেশের সফটওয়্যার পণ্য আইসিটি বাজারে এসেছে একটু দেরিতেই। এখনো এ শিল্পে কোম্পানির সংখ্যা হাতেগোনা। রফতানিকারক সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো সীমিত।'

জানুয়ারি, ২০০৫ : 'প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২০০৫ সালকে 'বিজ্ঞান গ্রন্থবর্ষ' ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণা দেয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী এ বছরে আরো বেশি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক বই লেখা, অনুবাদ ও প্রকাশ করার জন্য সংশি-ষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে আমরা বলতে চাই, 'বিজ্ঞান গ্রন্থবর্ষ ২০০৫' সফল হোক।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ : 'বাংলা কমপিউটিংয়ে আরো অনেক কাজ এখনো বাকি। বাংলা ভাষায় ডাটাবেজ তৈরি, লাইব্রেরি ক্যাটালগ তৈরি, ভূমি জরিপের ফলাফল, কৃষি তথ্যভাণ্ডার, যোগাযোগ তথ্য ডাটাবেজ তৈরির মতো অনেক কাজ বাকি। বাংলা কমপিউটিংয়ে অসমাপ্ত কাজগুলো করতে এবং বাংলা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে টিকে থাকতে আমাদেরকে রীতিমতো লড়াই করতে হবে।'

মার্চ, ২০০৫ : 'বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি এমন একটা খাত, যেখানে সরকারি সিদ্ধান্ত হয় বটে, তবে এর বাস্তবায়ন নিয়ে বাস্তবে জোটে নানা ঝুট-ঝামেলা। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয় না। টিঅ্যান্ডটির মোবাইল ফোন ও ভিওআইপি তারই উদাহরণ।'

এপ্রিল, ২০০৫ : 'আমাদের এই চৌদ্দ বছর পূর্তি সংখ্যাটি প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি 'আর্থসামাজিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি'। কারণ, আমাদের লক্ষ্য একটাই, জাতিকে তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে সচল রাখতে চাই।'

মে, ২০০৫ : 'সামনে মাত্র আর ক'টা দিন। এরপর আমরা আসন্ন অর্থবছরের জন্য নতুন এক জাতীয় বাজেট পাবো। দেশের আইসিটি খাতসংশি-ষ্টরা আসন্ন বাজেট নিয়ে এবার রীতিমতো আশঙ্কায় আছেন। শোনা যাচ্ছে, এবার প্রযুক্তিপণ্যের ওপর কর বাড়ানো হবে। কিংবা নতুন নতুন প্রযুক্তি পণ্যকে করা হবে শুল্ক তালিকার অন্তর্ভুক্ত। তবে আমরা একথা নিশ্চিত বলতে পারি, অর্থমন্ত্রী যদি নতুন করে আইসিটি খাতের ওপর করের বোঝা চাপান, তবে তা হবে গোটা জাতির জন্য আত্মঘাতী।'

জুন, ২০০৫ : 'কৃষি ও আইসিটি খাতের জন্য দেয়া ৩০০ কোটি টাকার ইইএফ ফান্ড থেকে আইসিটি খাত কার্যত কোনো উপকৃত হতে পারেনি। এ তহবিল সিংহভাগ অব্যবহৃতই থেকে গেছে নানা কারণে। অভিযোগ আছে, কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতিষ্ঠান এ তহবিল থেকে টাকা নেয়ার সুযোগ পেলেও সাধারণ উদ্যোক্তারা সে সুযোগ পায়নি। আগামী বাজেটে এ তহবিল বরাদ্দ অন্যভাবে আসা দরকার, যাতে আইসিটি খাতের উপকার হয়।'

জুলাই, ২০০৫ : 'এবারো অর্থমন্ত্রী সফটওয়্যার পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব করেছিলেন বাজেটে এবং সে কর প্রত্যাহার না করার ব্যাপারে তিনি একটি শক্ত অবস্থানও নিয়েছিলেন, এমন অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে এই ১০ শতাংশ কর প্রত্যাহার করা হয়েছে বাজেটে। এজন্য অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী মোবারকবাদ পাবার দাবিদার।'

আগস্ট, ২০০৫ : 'অ্যানিমেশন শিল্পে বাংলাদেশ দুটি সুবিধাজনক অবস্থান রয়েছে। প্রথমত, আমরা কম খরচে বাইরের দেশগুলোকে অ্যানিমেশন যোগান দিতে পারি। দ্বিতীয়ত, আমাদের আছে অনেক ফাইন আর্টস গ্র্যাজুয়েট ছাড়াও কিছু সৃজনশীল স্বল্পশিক্ষিত আঁকিয়ে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিলে এরাই হয়ে উঠতে পারেন দক্ষ অ্যানিমেটর।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৫ : 'যেকোনো ক্ষেত্রে চাকরির জন্য যেমনি কমপিউটারের জ্ঞানার্জন অপরিহার্য, তেমনি মানুষের ব্যক্তিজীবনে কমপিউটার সাক্ষরতাজ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। দ্রুত ও দক্ষতার সাথে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসম্পাদনের জন্য কমপিউটার সাক্ষরতার কোনো বিকল্প নেই। অতএব স্কুল পর্যায়ে আইসিটি বিষয়কে ঐচ্ছিক না রেখে বাধ্যতামূলক করা উচিত ছিল। আশা করি, সংশি-ষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত আমাদের নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টি ভেবে দেখবেন।'

অক্টোবর, ২০০৫ : 'বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স কার্যকর চালু করতে হলে আমাদের কিছু কৌশলগত নীতি অবলম্বন ও আত্তকরণীয় রয়েছে। এগুলোর বিস্তারিত উলে-খ রয়েছে আমাদের চলতি সংখ্যার প্রচ্ছদ কাহিনীতে। আমরা আশা করবো, দেশের নীতিনির্ধারক মহল এ বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।'

নভেম্বর, ২০০৫ : 'সম্প্রতি সরকার দেশের দরিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যে পিআরএসপি অনুমোদন করেছে, এতে আইসিটি যেভাবে অবহেলিত তাতে দক্ষ প্রযুক্তিপ্রজন্ম গড়ে তোলার স্বপ্নই অপূর্ণ থেকে যাবে। অতএব আইসিটি প্রশ্নে পিআরএসপি নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে বৈকি।'

ডিসেম্বর, ২০০৫ : 'সম্প্রতি ঢাকায় আধাদিনের বাংলাদেশ সফর করে গেলেন প্রযুক্তির বরপুত্র ও জ্ঞানভিত্তিক নয় অর্থনীতির প্রবাদপুরুষ বিল গেটস। মাইক্রোসফটের কর্ণধার বিল গেটসের এ সফরের সময় আমাদের বিশেষ করে মনে পড়ছে এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের আরেক বরপুত্র তথা কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আবদুল কাদেরের কথা। ৩১ ডিসেম্বর তার ৫৬তম জন্মবার্ষিকী। বিল গেটসের সফর সময় তাকে মনে পড়ছে এ কারণে যে, বিল গেটস আজ ঢাকায় আসলেন যে জ্ঞানভিত্তিক নয় অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্য নিয়ে, মরহুম আবদুল কাদের স্বপ্ন দেখতেন সেই অর্থনীতির ফসল ঘরে তোলার।'

জানুয়ারি, ২০০৬ : 'সম্প্রতি বেশ ক'টি জাতীয় দৈনিকে আইসিটিমন্ত্রী মঈন ও কতিপয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গবেষণার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ তুলে খবর প্রকাশ হয়েছে। অভিযোগটি মারাত্মক। অবিলম্বে এর সুষ্ঠু তদন্ত দরকার।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ : 'গত ৩০ জানুয়ারি মাইক্রোসফট 'বেঙ্গলি ইন্ডিয়া' নামে বিশ্বের প্রথম 'বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাক' প্রকাশ করেছে। এটি কমপিউটারে বাংলা ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা মাইলফলক নিশ্চয়। তবে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে বাংলাকে 'বেঙ্গলি ইন্ডিয়া' কিংবা 'বেঙ্গলি বাংলাদেশ' নামে আখ্যায়িত করে কেনো এভাবে ভাগ করা হবে? এর যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই না। তাছাড়া মাইক্রোসফটের বাংলা ফন্টের নাম রাখা হয়েছে 'বৃন্দা'। কেনো এর নাম রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুল হলো না? তাও আমাদের বোধে আসে না।'

মার্চ, ২০০৬ : 'গত বছরের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্তি পেলো। এর সরবরাহ ও বন্টন কিভাবে হবে, এক্ষেত্রে কী নীতিমালা হবে, তা এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ প্রসঙ্গে সংশি-ষ্ট কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ রয়েছে আমাদের এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে। এ পরামর্শগুলো সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় আনবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

এপ্রিল, ২০০৬ : 'আমরা কমপিউটার জগৎ-এর দেড় দশক পূর্তির লগ্নে সংশি-ষ্ট সবাইকে নিশ্চিত করতে চাই কমপিউটার জগৎ এর অনুসৃত নীতি থেকে কখনো সরে দাঁড়াবে না। পাঠকদের সাথে সৎ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেই অব্যাহত থাকবে এর আগামী দিনের পথ চলা।'

মে, ২০০৬ : 'এমনিতেই আমাদের বাজেট বরাদ্দ অতি নগণ্য। চলতি ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের তুলনায় বিজ্ঞান ও আইসিটি খাতে বরাদ্দ ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দেয়া হয় মাত্র ২২৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয় ১৮ কোটি, ওই ১৮ কোটি টাকা লুটপাটের যে খবর এবার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে, তা সত্যিই লজ্জাজনক। আমরা চাইবো, বরাদ্দের অর্থ যেনো যথার্থভাবে সংশি-ষ্ট খাতে ব্যয় হয়, সেটুকু যেনো নিশ্চিত করা হয়।'

জুন, ২০০৬ : 'আমাদের হাতে আছে একটি চমৎকার আইসিটি নীতিমালা। এতে বলা আছে, আইসিটি খাতে বরাদ্দ দেয়া হবে কমপক্ষে জিডিপির এক শতাংশ। আজ পর্যন্ত আমরা এর বাস্তবায়ন করতে পারিনি। বাজেটে আইসিটি খাতে নিচু অঙ্কের বরাদ্দ থাকায় এ খাতে আমরা গতিশীলতা আনতে পারছি না।'

জুলাই, ২০০৬ : 'নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েও আমরা সফটওয়্যার শিল্পে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এরই মধ্যে আমরা সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়েছি। এটি আমাদের সফটওয়্যার শিল্পে এক নতুন গতি সৃষ্টি করবে, তাতে সন্দেহ নেই। যাই হোক, আমাদের সফটওয়্যার শিল্পের সম্ভাবনার সাথে সাথে আছে কিছু বাধাও। তা-ই তুলে ধরা হয়েছে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে। আশা করি, দায়িত্বশীলেরা এতে তুলে ধরা সুপারিশগুলো বিবেচনা করে দেখবেন।'

আগস্ট, ২০০৬ : 'তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে ছোট-বড়, ধনী-গরিব প্রতিটি দেশের জন্য খুলে দিয়েছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের অমিত সম্ভাবনার দুয়ার। তথ্যপ্রযুক্তি খাতটি একটি জ্ঞানভিত্তিক খাত। শ্রমঘন কিংবা মূলধনঘন খাত নয়। এখানে প্রয়োজন একটি শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত আইটি জেনারেশন। সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে যে জাতি একটি প্রযুক্তিপ্রজন্ম গড়ে তুলতে পারবে, সে জাতির পক্ষেই তথ্যপ্রযুক্তির ফসল পুরোপুরি ঘরে তোলা সম্ভব।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৬ : 'তথ্যপ্রযুক্তি ব্যক্তি কিংবা জাতীয় জীবনে এগিয়ে যাবার সর্বোত্তম হাতিয়ার। সমৃদ্ধি অর্জনের প্রধানতম বাহন। তবে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সামগ্রিক সচেতনতা। এ সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য এ সচেতনতা সৃষ্টিতে আমরা ব্যক্তি ও জাতীয় উভয় পর্যায়েই এখনো পিছিয়ে আছি।'

অক্টোবর, ২০০৬ : 'জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে 'তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন ২০০৬'। আশা করা যাচ্ছে, এখন থেকে এদেশের মানুষ বৈধ আইনী উপায়ে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ পাবে। ই-কমার্স ও ভিওআইপি এখন চলতে পারবে পুরোপুরি বৈধভাবে।'

নভেম্বর, ২০০৬ : 'ইন্টারনেট। তথ্য বিনিময়ে যুগান্তকারী এক বৈপ-বিক ব্যবস্থা। এটা কেনো দেশবিশেষের কিংবা কোনো অঞ্চলবিশেষের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা নয়। এটি একটি বিশ্বব্যবস্থা। তাই ইন্টারনেট গভর্নেন্স নিয়ে যে বিতর্ক তার অবসান হওয়া দরকার এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই।'

ডিসেম্বর, ২০০৬ : 'আমরা মনে করি, ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন সত্যিকারের প্রযুক্তিবান্ধব ব্যক্তিত্ব। সে কারণেই জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ড. ইউনূসকে তার আইসিটিবিষয়ক উপদেষ্টার সম্মানে আসীন করেছেন। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন আন্দোলনের শরিক হিসেবে আমরা তাকে প্রযুক্তিবান্ধব বিশেষণে আখ্যায়িত করতেই বেশি পছন্দ করি। চলতি সংখ্যায় সে প্রযুক্তিবান্ধব ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেই তুলে ধরেছি একটি লেখায়।'

জানুয়ারি, ২০০৭ : 'তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের গতিহীনতা অসহনীয় পর্যায়ে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে রয়েছে আমাদের একটি আইসিটি টাস্কফোর্স। বছর পেরিয়েও এ টাস্কফোর্সের বৈঠক বসে না। এ টাস্কফোর্স থেকে আসে না প্রয়োজনীয় কোনো পদক্ষেপ। ফলে এ খাতে বছরের পর বছর আমাদের ব্যর্থতার পাল-া শুধুই ভারি হচ্ছে।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ : 'তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করতে চাইলে এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। তবে সহজেই অনুমেয়, এ গবেষণা খুবই ব্যয়বহুল। এ গবেষণা দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হয়। এ কারণে এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগ অপরিহার্যভাবে এসে যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সরকারি পর্যায়ে এ নিয়ে ব্যাপক কোনো গবেষণার কথা শোনা যায় না।'

মার্চ, ২০০৭ : 'বাংলাদেশের অসংখ্য মেধাবী তরুণ দেশ-বিদেশে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এরা দেশমাতৃকার টানে নিজ দেশে আসতে চান, দেশে বসে কাজ করে দেশের অর্থনীতির ভিতকে সুদৃঢ় অবস্থানে নিতে চান। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু কিছু ক্ষেত্রের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও জটিলতার কারণে তা হচ্ছে না।'

এপ্রিল, ২০০৭ : 'গবেষণা ও উন্নয়ন বা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট এ শব্দযুগলের সাথে আমরা বেশ পরিচিত। একটি আরেকটির পরিপূরক। গবেষণা ছাড়া যেমন উন্নয়নের আশা করা যায় না, তেমনি উন্নয়নের আশা করলে গবেষণা বাদ দিলে চলে না। প্রযুক্তি যখন বিবেচ্য হয়, তখন প্রযুক্তি গবেষণাকে আনতে হয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে। এক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতা দুর্ভাগ্যজনক পর্যায়ে।'

মে, ২০০৭ : 'আমরা গত ২১ এপ্রিল কমপিউটার জগৎ-এর পক্ষ থেকে 'আইসিটি খাতে বাজেট বরাদ্দ' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করি। উদ্দেশ্য, এর মাধ্যমে সংশি-ষ্ট অভিজ্ঞজনদের পক্ষ থেকে আসন্ন বাজেটে করণীয় নির্দেশ করা। সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী, পেশাজীবীদের অংশ নেয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক তাগিদসহ দিকনির্দেশনা পেয়েছি, গোলটেবিলে অংশ নেয়া অভিজ্ঞজনদের সম্মিলিত তাগিদ হচ্ছে, বাজেটে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিতে হবে।'

জুন, ২০০৭ : 'এখন আমাদের জাতীয় জীবনে 'দুর্নীতি' নামের উপসর্গটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। চারদিকে দুর্নীতি দমন নিয়ে হই-চই। সর্বত্র একই আলোচনা দুর্নীতি হঠাও। নানাজন নানাভাবে, যে যেমন পারছে এ ব্যাপারে নানা মত, অভিমত আর সুপারিশ তুলে ধরছেন, কিন্তু কেউ বলছেন না, দুর্নীতি দমনে প্রযুক্তি হতে পারে আমাদের প্রধানতম হাতিয়ার। কেউ বলছেন না ই-ডেমোক্র্যাসি চালু করে এক্ষেত্রে আমরা সবচেয়ে বেশি সাফল্য আনতে পারি।'

জুলাই, ২০০৭ : 'আমাদের প্রতিবেশী দেশ ও রাজ্যগুলো যখন নানা ধরনের কর্মসূচি নিয়ে তাদের তথ্যপ্রযুক্তিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা নতুন কোনো কর্মসূচি তো পাচ্ছিই না, বরং বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোর ভবিষ্যৎ গহিন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনো আমাদের ভাবতে হয় হাইটেক পার্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে।'

আগস্ট, ২০০৭ : 'আন্টাড সম্প্রতি ঢাকায় প্রকাশ করেছে 'স্বল্পোন্নত দেশ রিপোর্ট ২০০৭'। এতে বাংলাদেশের সংশি-ষ্ট রিপোর্টও পেশ করা হয়। এ রিপোর্টে একটি অতি মূল্যবান তাগিদ তুলে ধরে বলা হয়– বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও ▶

উদ্ভাবন আজ অপরিহার্য, এগুলো বিলাসিতা নয়। রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশ ক্রমেই জ্ঞান-বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের নীতিনির্ধারকদের এ রিপোর্ট পড়ে দেখা দরকার।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৭ : 'সফটওয়্যার কমপিউটার প্রযুক্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার হচ্ছে এদেশে অবাধে। ফলে আমরা সফটওয়্যারের গুরুত্বের কথাটি ভুলে আছি। একটা সময় আসবে যখন আমাদেরকে পয়সা দিয়ে কিনে লাইসেন্সড সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে বিকল্প হতে পারে ওপেনসোর্স। ওপেনসোর্স সফটওয়্যারই হতে পারে আমাদের প্রতিদিনের কমপিউটিংয়ের অন্যতম বিকল্প।'

অক্টোবর, ২০০৭ : 'সময় ও প্রযুক্তি। এ দুয়ের সম্পর্ক অতি গভীর। প্রযুক্তির সাথে চলার সারকথা হচ্ছে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলা। নিজেদের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার উপযুক্ত করে তোলা, আর এজন্য প্রয়োজন যথাসময়ে যথাপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির পথ সুগম করা। আর এক্ষেত্রে সফটওয়্যারের প্যাটেন্ট একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ধীরগতি রীতিমতো পীড়াদায়ক।'

নভেম্বর, ২০০৭ : 'অর্থনীতিতে একটা কথা আছে : প্রতিটি মন্দার পর আসে একটি অর্থনৈতিক চাঙ্গাভাব। অর্থনীতির মতো তথ্যপ্রযুক্তির বাজারেও একথাটি সত্যি। সে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পণ্যের বাজারই হোক, আর তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট চাকরির বাজারই হোক। একথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মন্দা চলার সময়টায় পরবর্তী সময়ে আসা সুযোগটাকে যথাযথ কাজে লাগানোর ব্যাপারে একটি সতর্ক প্রস্তুতি নেয়ার তাগিদ আপনা-আপনি আমাদের সামনে হাজির হয়।'

ডিসেম্বর, ২০০৭ : 'এ বছরেই আমাদেরকে দু-দুটি বন্যা আর শক্তিশালী সিডরের মতো একটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।'

জানুয়ারি, ২০০৮ : 'গত ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য টেকসই তথ্য ও জ্ঞানপদ্ধতি বিনির্মাণের লক্ষ্যে উদ্বোধন করা হলো 'বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্কের মিশন ২০১১' কর্মসূচি। লক্ষ্য বাংলাদেশের ৪০ বছর পূর্তির বছর ২০১১-এর মধ্যে সারাদেশে ৪০ হাজার টেলিসেন্টার স্থাপন। বাংলাদেশে টেলিসেন্টার স্থাপনের আন্দোলনকে জোরদার করে তোলার লক্ষ্যে গঠিত 'বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক'-এর এ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই, যদিও মাত্র ৪ বছরে ৪০ হাজার টেলিসেন্টার স্থাপনের বিষয়টিকে অনেকে উচ্চাভিলাষী মনে করছেন।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ : 'এখন প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তি ভাষাকে দিয়েছে অন্যরকম গতির সুযোগ। প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার প্রয়োগের রয়েছে সমৃদ্ধ সুযোগ। স্বীকার করতে হবে, এক্ষেত্রে অতীতে জাতি হিসেবে আমাদের সীমাহীন অবহেলা রয়েছে। এ অবহেলার জের-দুর্ভোগ আমাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই পোহাতে হচ্ছে এখন। তবে দেরিতে হলেও সময়ের সাথে চলতে আমাদেরকে প্রযুক্তিতে বাংলাভাষা প্রয়োগের কাজে হাত দিতে হয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, প্রযুক্তিতে বাংলাভাষার প্রয়োগ পুরোপুরি সম্ভব।'

মার্চ, ২০০৮ : 'আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিখাতে একটি ইতিবাচক উদ্যোগ হচ্ছে বিটিটিবি-পিজিসিবি চুক্তি। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ তথা পিজিসিবির সাথে সম্প্রতি বিটিটিবির যে চুক্তি হয়েছে, তার আওতায় আগামী ৩ বছর বিটিটিবির ফাইবার অপটিক ক্যাবলের ব্যাকআপ হিসেবে কাজ করবে পিজিসিবির ফাইবার অপটিক ক্যাবল। দেশের ভেতরে বার বার ফাইবার অপটিক ক্যাবলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমস্যায় দূর করতে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ চুক্তির ফলে কখনো যদি বিটিটিবির নিজস্ব ফাইবার অপটিক ক্যাবল কাটাও পড়ে, তবুও আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন হবে না। সহজেই আশা করা যায়, এর মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন নিশ্চিত হবে।'

এপ্রিল, ২০০৮ : 'কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠকরা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা এদেশে কমিউনিটি রেডিও চালুর দাবি নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী রচনা থেকে শুরু করে সভা-সেমিনার পর্যন্ত আয়োজন করেছি। এর ফসল হিসেবে সরকার সম্প্রতি কমিউনিটি রেডিওবিষয়ক জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের জন্য লাইসেন্স নিতে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্তও আহ্বান করা হয়েছে। এটি একটি শুভ সূচনা বলে আমরা মনে করি।'

মে, ২০০৮ : 'দেশে আজকের এই সময়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, ব্যবসায়-বাণিজ্যে সবচেয়ে আলোচিত শব্দ 'সংস্কার'। আসলে আমাদের প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সরকার ব্যবস্থা, যে সংস্কারের মাধ্যমে আমরা পেতে পারতাম একটা ই-গভর্নমেন্ট। সেখানে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের ওপর হবে এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে দুর্নীতিবাজদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতো এ প্রযুক্তি। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখছি বহুল আলোচিত সংস্কারে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সংস্কার রীতিমতো অবহেলিত।'

জুন, ২০০৮ : 'আমরা বরাবর আমাদের সম্মানিত পাঠক ও এদেশের সব স্তরের মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের যাবতীয় সম্ভাবনার খবরটি পৌঁছাতে চেষ্টা করে আসছি। তারই অংশ হিসেবে চলতি সংখ্যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে অনলাইন ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ঘরে বসে বিপুল অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা আয়ের সম্ভাবনার নানা দিক তুলে ধরেছি।'

জুলাই, ২০০৮ : 'আমাদের মনে হয়, এবার আমরা ভুল দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে দিকভ্রান্ত একটি বাজেট প্রণয়ন করলাম। আমরা এ পর্যন্ত একটা দর্শনের ওপর ভর করে স্বাধীনতাউত্তর সময়ের প্রতিটি বাজেট প্রণয়ন করে আসছিলাম শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে। এবার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হচ্ছে ঋণের সুদ পরিশোধের খাত। এবারের বাজেটে এই দর্শনগত ভুল পদক্ষেপ আমাদের বাজেট প্রণেতাদের দূরদৃষ্টির অভাবকেই স্পষ্ট করে তুলেছে।'

আগস্ট, ২০০৮ : 'এই তো এ বছর 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম' ২০০৭-০৮ সালের জন্য যে 'গে-বাল ইনফরমেশন টেকনোলজি রিপোর্ট' প্রকাশ করলো তাতে আমাদের নেটওয়ার্ক রেডিনেসকে একদম নাজুক অবস্থায় দেখানো হয়েছে। ১২৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২৩তম স্থানে। এ দুর্বলতা কাটাতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।'

সেপ্টেম্বর, ২০০৮ : 'আমাদের সচেতনভাবে মনে রাখতে হবে, আমাদেরকে প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পের প্রতি সমধিক মনোযোগী হওয়া দরকার। ইতোমধ্যেই আমরা বেশকিছু প্রযুক্তি শিল্প নিয়ে কাজ করছি। তবে ধ্রুপদ প্রযুক্তিশিল্প খাতে আমাদের উদ্যোগ এখনো অনুপস্থিত। যেমন সেমিকন্ডাক্টর শিল্প। এক্ষেত্রে বলতে গেলে আমাদের শুরুটাই হয়নি। এক্ষেত্রেও যে আমাদের উদ্যোগ প্রয়োজন, সেকথা জানাতেই আমরা সেমিকন্ডাক্টরের ওপর এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন তৈরি করেছি।'

অক্টোবর, ২০০৮ : 'গত ১৮ সেপ্টেম্বর আইসিটি রোডম্যাপ সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয়। প্রকাশ করার সাথে সাথে তা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ে। স্টেক হোল্ডাররা এরই মধ্যে অভিযোগ করেছেন, প্রস্তাবিত রোডম্যাপে এমন সব প্রস্তাব আছে, যা আমাদের জাতীয় অনেক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পাশাপাশি এসব প্রস্তাব আমাদের জাতীয় সংহতি বিনাশেও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করবে। রোডম্যাপ নামের এ দলিলে পার্লামেন্টকে 'নন-ফাংশনাল' বলেও উলে-খ করা হয়েছে। এ ধরনের উলে-খ দেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র কি না?'

নভেম্বর, ২০০৮ : 'আমাদের দেশে ই-গভর্নেন্সের একটি উলে-খযোগ্য মাইলফলক হচ্ছে, গত ২৫ অক্টোবর 'লজ অব বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি প্রশংসনীয় ওয়েবসাইট চালু করা। এই ওয়েবসাইটের ঠিকানা : www.minlaw.gov.bd। আমরা এ উদ্যোগের সাথে সংশি-ষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যদের মোবারকবাদ জানাই।'

ডিসেম্বর, ২০০৮ : 'তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলে কৃষকদের তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলতে পারে ই-কৃষি। যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে এলে ই-কৃষি ব্যাপকধর্মী সাফল্য বয়ে আনতে পারে। আর সে বিশ্বাসের সূত্রে আমরা বিজয় দিবসের এ মাসে প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু করেছি 'ই-কৃষি'।'

জানুয়ারি, ২০০৯ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশবাসীকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি সচেষ্ট হবেন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলায়। আমরা মনে করি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার এই উপলব্ধি তার দূরদৃষ্টিরই পরিচায়ক।'

ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ : ' বাংলা যেহেতু পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা, সেহেতু তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে এ ভাষার প্রয়োগ অবশ্যই সম্ভব। এমনি দৃঢ় প্রত্যয়ে যারা প্রত্যয়ী, তারা কাজে নেমে পড়লেন। চললো গবেষণা আর নানামাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বাংলাভাষা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট গবেষণাকে আরো জোরদার করতে হবে।'

মার্চ, ২০০৯ : 'এবারের সংখ্যায় আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনীর বিষয় কনভারজেন্স। কনভারজেন্স প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় নতুন ক্ষেত্র। নতুন তত্ত্ব। এক কমপিউটার, এক ল্যাপটপ, এমনকি একটি স্মার্ট টেলিফোনকেও একযোগে তথ্যপ্রবাহ ও ছবি বিনিময়ের মাধ্যমে পরিণত করেছে কনভারজেন্স। কনভারজেন্স টেলিযোগাযোগের সর্বশেষ রূপ।'

এপ্রিল, ২০০৯ : 'তথ্যপ্রযুক্তি খাত। তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অগ্রগমন এ দেশে নিশ্চিত করার জন্য আমরা 'কমপিউটার জগৎ'কে ব্যবহার করেছি একটি হাতিয়ার হিসেবে। এক্ষেত্রে আমরা নানাধর্মী তৎপরতার মধ্য দিয়ে সে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিলাম। 'তথ্য প্রপতির জন্য'। কমপিউটার জগৎ-এ প্রতিটি খবর প্রকাশে এ আপ্তবাক্যটি মাথায় রেখেছি।'

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মপরিকল্পনা

ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু
অধ্যাপক, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি দিয়ে কমপিউটার, কমপিউটার সফটওয়্যার ও টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য রূপান্তর, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর এবং স্থানান্তর ও তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর এ প্রযুক্তিই বিশ্বে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। আজ থেকে বিশ বছর আগে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ ও স্থানান্তর প্রক্রিয়া যে দুরূহ ছিল, তা আজকের দিনে আমাদের কাছে গল্পের খোরাক সৃষ্টি করে। এভাবেই এখন থেকে দশ বছর পর মানুষ হয়তো আরো নতুনভাবে চিন্তা করবে এবং নতুনভাবে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করবে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেক দেশ এ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে প্রচুর উন্নতিসাধন করেছে। দেরি হলেও বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র প্রসারের উদ্যোগ নিয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও কর্মদক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের দেশের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব। তথ্যপ্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করার জন্য ২০০২ সালে প্রথম জাতীয় আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং তা উচ্চাভিলাষী এবং বাস্তববহির্ভূত হওয়ায় এ নীতিমালার অনেক পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন হয়নি। সুতরাং আমাদেরকে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমান বাস্তবতার আলোকে সঠিক আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে এবং সে লক্ষ্যে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ই-কমার্স

ই-কমার্সের অর্থ অনলাইনে ব্যবসায়ের কার্যক্রম। একজন ক্রেতা কোনো প্রতিষ্ঠানের তৈরি পণ্য এখন অনলাইনে বসেই কেনার অর্ডার দিতে পারছেন। এতে ক্রেতা ঘরে বসেই পেয়ে যাচ্ছেন তার প্রয়োজনীয় পণ্য। ঘরে বসেই ব্যবসায়ের লেনদেন, ব্যাংকিং ইত্যাদি করতে পারছেন। আর দিন দিন তাই তথ্যপ্রযুক্তি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে এধরনের প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের তাগিদ অনুভব করা গেছে। আর এ চাহিদা থেকেই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর প্রকল্প নেয়া খুবই প্রয়োজন। সীমিত হলেও বাংলাদেশে কিছু অনলাইন বুকস্টোর, অনলাইনে টেন্ডার সেন্টার, অনলাইন শপিং মল এবং অনলাইন নিলাম সেন্টার, ই-কমার্সকেন্দ্রিক ব্যাংক, অনলাইন মিউজিক শপ, অনলাইন শাড়ির মল, হোটেল রিজার্ভেশন লক্ষ করা গেছে, যারা ই-কমার্সকে কাজে লাগিয়ে তাদের ওয়েবসাইট গড়ে তুলেছে। কিন্তু তাদের বেশিরভাগই টাকার লেনদেনের কাজটুকু গতানুগতিক পদ্ধতিতেই করে যাচ্ছে। কারণ, আমাদের দেশে এখনও অনলাইন লেনদেনের বৈধতা দেয়া হয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্স হলো সেই সব প্রক্রিয়ার সমষ্টি, যা অফিস-আদালতে গতানুগতিক কাগজনির্ভর নোটিস, জরিপ, বিল এবং কন্ট্রাক্ট বিষয়কে তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক রূপ দান করে অফিসকে কাগজবিহীন অফিসে রূপান্তর করতে পারে এবং এর উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করে। এর ব্যবহার একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মাঝে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হজ অফিস হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যবহুল ওয়েবসাইট দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া বাংলাদেশ সড়ক ও জনপদ বিভাগ সড়ক উন্নয়নের কাজে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জেলাভিত্তিক কার্যক্রম, কন্ট্রাক্টর ডাটাবেজ, টেন্ডার ডাটাবেজ এবং প্রজেক্ট মনিটরিং করে। রাজশাহী সিটি করপোরেশন EBRS (Electronic Birth Registration System) চালু করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে DAM (Department of Agricultural Marketing) দেশের বিভিন্ন বাজারের প্রতিদিনের পণ্যের বাজার মূল্য প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের BANBEIS এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বেশ কিছু ই-গভর্নমেন্টকেন্দ্রিক ওয়েবসাইট লক্ষ করা যায়। বর্তমানে ই-গভর্নেন্সের কার্যক্রমে আমরা বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বেশিরভাগ ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কার্যক্রমগুলো সব মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদাভাবে সম্পন্ন করছে এবং এ কারণে আমাদের অর্থের এবং সময়ের অপচয় হচ্ছে। ই-গভর্নেন্সের সাথে আমাদের প্রয়োজন ই-গভর্মেন্ট, যার মাধ্যমে এক প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের কার্যক্রম বিনিময় করতে পারবে।

তথ্য প্রচার ও প্রসার

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে যেকোনো তথ্য যেকেউ যেকোনো অবস্থানে বসেই তথ্যপ্রযুক্তিসংশি-ষ্ট যোগাযোগ উপাদানের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে যেকোনো তথ্য প্রচার ও প্রসার করতে পারেন। তথ্য প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অফিস-আদালতের তুলনায় অনেক বেশি। ছাত্রছাত্রীরা তাদের কোর্সবিষয়ক যেকোনো সহায়ক তথ্য সহজেই ইন্টারনেট থেকে পেয়ে যাচ্ছে। আর নিজেদেরকে বাইরের বিশ্বের সর্বাধুনিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারছে।

বিশ্বের কোথাও কোনো তথ্যবিষয়ক উদ্ভাবন বা সচেতনতাবিষয়ক তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সবাই জেনে যাচ্ছে। আজ স্বাস্থ্যসেবা অনেকাংশে সহজলভ্য ও সুবিধাজনক হয়েছে। টেলিমেডিসিন একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত।

কর্মসংস্থান

দেশে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা থেকে প্রযুক্তিভিত্তিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত করা যেতে পারে। কারণ, এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ চলছে, আর এক্ষেত্রে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের মাইক্রোক্রেডিট ধারণাটি ব্যবহার করে গ্রামীণফোন ও গ্রামীণ কমিউনিকেশনে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মাইক্রোক্রেডিট ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে বেশ মিল লক্ষ করা যায়। এ দুটি প্রক্রিয়া একত্রে আমাদের দেশের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে এটা আশা করা যায়। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার বাড়ছে, কিন্তু চাহিদার তুলনায় দক্ষ জনশক্তির অভাব লক্ষ করা গেছে। একজন শিক্ষিত বেকার যুবককে দক্ষ জনশক্তির অংশ করা যাবে যদি তাকে সঠিক তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হয়।

তথ্যপ্রযুক্তি বাজার

কমপিউটার ও নেটওয়ার্কভিত্তিক হার্ডওয়্যার তথ্যপ্রযুক্তি মার্কেটকে বেশ প্রভাবিত করে। আর যেহেতু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ কোনো হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নেই তাই এ অংশটুকু প্রধানত আমদানিনির্ভর। হার্ডওয়্যারের ▸

ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোনো ভালো সুযোগ নেই, যাতে করে সে আন্তর্জাতিক বাজারে হার্ডওয়্যার রফতানি করতে পারে। তবে দেশের অভ্যন্তরে হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেই বিষয়ক টেকনিক্যাল কাজে প্রচুর কর্মসংস্থান প্রয়োজন।

দেশে গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলো সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর উৎপাদিত সফটওয়্যারের প্রধান ক্রেতা। সরকার ই-গভর্নেন্স চালু করতে যাচ্ছে এবং এ প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

জনশক্তি

ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে, সিস্টেম অ্যানালিস্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। ফলে এ ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তির অভাবে প্রজেক্ট ব্যর্থতার হার বেড়ে যাচ্ছে। অপরদিকে সফটওয়্যার ক্রেতারা তাদের সফটওয়্যার মেইনটেনেন্স নিয়ে কোম্পানিগুলোর ওপর সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এর কারণ অ্যানালিস্টের মতো সফটওয়্যার সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাও খুব নগণ্য। এর কারণ বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি সঠিকভাবে পরিচালনা করা হয় না। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীকে এ বিষয়ে কোনো প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ দেয়া হয় না।

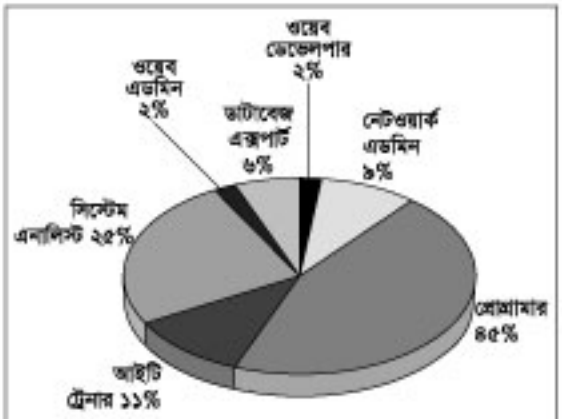

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক জনশক্তির কর্মক্ষেত্র বণ্টন

এ চিত্র থেকে আরো প্রতীয়মান বাজারে বিদ্যমান প্রযুক্তি জনবলের ২% হলো ওয়েব ডেভেলপার। যখন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ই-গভর্নেন্সের দিকে ধাবিত হচ্ছে সে মুহূর্তে ২% ডেভেলপার খুবই সামান্য। তাই এ বিষয়ে প্রচুর প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিৎ। এ মুহূর্তে বাংলাদেশের ১৪% জনশক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক পণ্য বিপণনের সাথে যুক্ত। আর এ জনশক্তির বেশিরভাগই যে দ্রব্য বিক্রি করছে সে সম্পর্কে খুব কম জানে। যেহেতু তারা বাংলাদেশের কোনো স্থানীয় কোম্পানির সফটওয়্যার বিক্রির সাথে যুক্ত, তাই তারা যদি এ বিষয়ে কম জানে, সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজারে ওই সফটওয়্যার ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারবে না। আর এ কারণেই বিশ্বে বাংলাদেশ থেকে তৈরি কোনো সফটওয়্যার তেমন একটা পরিচিতি পায়নি।

কৃষি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারই পারে কৃষিতে আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে। আমাদের দেশের শতকরা ৬২ ভাগ লোক সরাসরি কৃষি কাজের সাথে জড়িত। সুতরাং আমাদের কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে না পারলে আমরা অর্থনীতিতে তথা উন্নতিতে অনেক পিছিয়ে পড়ব। কৃষিকে আধুনিকায়ন করতে সবার আগে প্রয়োজন কৃষকের কাছে সঠিক তথ্যের সহজলভ্য উপস্থাপন। আর এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিই পারে সহজভাবে তথ্যকে সবার জন্য উপস্থাপন করতে। কৃষি বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য কৃষি পণ্যের দৈনন্দিন বাজার দর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য সব কৃষকের জন্য নিশ্চিত করা যেতে পারে।

কৃষিখাতে আমাদের অর্থনীতির জিডিপির পরিমাণ প্রায় ২৩.৫ শতাংশ। দেশের প্রায় ৬২ শতাংশ লোক সরাসরি কৃষিকাজের সাথে জড়িত অর্থাৎ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের জিডিপিতে অবদান মাত্র ২৩.৫ শতাংশ। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রায় সব ওয়েবসাইটে আপ টু ডেট তথ্য রয়েছে–এটা বলা যায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের একটি বিরাট সাফল্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ওয়েবসাইটের তথ্য ইংরেজিতে উপস্থাপন করা, অথচ আমাদের প্রয়োজন সাধারণ কৃষকদের কাছে সহজবোধ্য সঠিক তথ্য, যা হতে হবে বাংলায়।

খাদ্যের সুষম কন্টেন্টের মাধ্যমে আমরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য প্রয়োজন খাদ্যদ্রব্যের সঠিক হিসেবের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা, কখন সার দিতে হবে, কখন কিভাবে কীটনাশক দিতে হবে ইত্যাদি। তথ্য যদি আমরা কৃষকের কাছে সহজে সঠিক সময়ে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে বর্তমানে আবাদযোগ্য জমিতে আরও ফলন বাড়ানো সম্ভব হতো। আমাদের দেশের যেখানে বেশিরভাগ কৃষকই অশিক্ষিত কিংবা অর্ধ-শিক্ষিত, সেক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা কিভাবে কৃষিতথ্যকে সহজলভ্য এবং সহজে উপস্থাপন করতে পারি তার জন্য নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলো নেয়া যেতে পারে : ০১. সব কৃষকের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি সেবা সহজলভ্য করার জন্য এনজিও এবং সরকারকে একসাথে কাজ করতে হবে। ০২. কৃষি তথ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ওয়েবসাইটের বাংলা সংস্করণ থাকতে হবে। ০৩. তথ্যপ্রযুক্তি সেবা প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বাড়াতে সরকারি এবং বেসরকারি সংগঠনকে একসাথে কাজ করতে হবে। ০৪. আমাদের প্রায় ৬২ শতাংশ মানুষ সরাসরি কৃষিকাজের সাথে জড়িত। সুতরাং তাদের সঠিক তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ০৫. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য সরকারের এ খাতে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। ০৬. প্রতিটি গ্রামে তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে কৃষকদের তথ্যপ্রযুক্তি সেবা দেয়া যেতে পারে। ০৭. কৃষি তথ্যের সরবরাহ সহজলভ্য করার জন্য আমরা মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করতে পারি।

বেকারত্ব দূরীকরণে তথ্যপ্রযুক্তি

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এখন দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জানা জনশক্তির প্রয়োজন। এর ধারাবাহিকতায় আমরা যদি জনসংখ্যাকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ করি, তাহলে আমাদের নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে দক্ষ জনশক্তি রফতানি করতে পারব এবং এর ফলে আমাদের যে বেকারত্ব সমস্যা আছে, তা বহুলাংশে দূর করা যাবে। দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে সফটওয়্যার আউটসোর্সিংয়ের মতো কাজে নিয়োজিত করে বেকারত্ব দূরসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা যেতে পারে।

কলসেন্টারে আমাদের সম্ভাবনা

বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও সিস্টেমকে প্রোভাইড করার জন্য যে সিস্টেম তাকে বলা হচ্ছে কলসেন্টার। এই কলসেন্টারের মাধ্যমে বিপিও সার্ভিস প্রোভাইড করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি তাদের গবেষণায় বলেছে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ বিশ্বের বিপিও বাণিজ্যের পরিমাণ হবে ১৮০ বিলিয়ন ডলার।

কলসেন্টার ব্যবসায়ে আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. কলসেন্টার প্রযুক্তিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে উচ্চগতির বিরামহীন ইন্টারনেট সেবা। আমাদের এই সেবা সংযোগের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ০২. আমাদের কলসেন্টারের ব্যবসায় প্রসারের জন্য বিদ্যুৎ লোডশেডিংয়ের জন্য কলসেন্টার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্তদের বাইরে রাখতে হবে। ০৩. আন্তর্জাতিক বাজারের বিপণন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে দক্ষ বিপণনকর্মী তৈরির পাশাপাশি সরকারের দূতাবাসসমূহকে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। ০৪. আমেরিকা এবং ইউরোপের বিপিও বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রসারের জন্য সরকারের দূতাবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করে তাদেরকে আমাদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। ০৫. বিশ্বের বিপিও/কলসেন্টার ব্যবসায় প্রসারের জন্য আমাদের উদ্যোক্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনার জন্য বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। ০৬. সরকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যেমন : যুব প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে অতিসত্বর পরিকল্পনা করা জরুরি। ০৭. কলসেন্টার পরিচালনায় ইংরেজি শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের ব্রিটিশ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ইংরেজি ভাষার জন্য আলাদা আলাদা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলতে হবে।

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশীয় ▸

ব্যাংকিং শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার সর্বক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহার। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সফটওয়্যার। কারণ, সফটওয়্যারের মাধ্যমে সব কিছু ব্যবস্থাপনা করা হয়।

আমরা দেখতে পাই ব্যাংকিং সেক্টর ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির তথা সফটওয়্যার শিল্পের একটি বিশাল বাজার রয়েছে। আমাদের জানামতে এখনো অনেক ব্যাংকেই তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়নি। তবে বেশ কিছু প্রাইভেট ব্যাংক তাদের সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করছে। আমাদের সরকারকে দেশের অভ্যন্তরীণ তথ্যপ্রযুক্তির বাজার নিয়ন্ত্রণ যেন দেশের বাইরে চলে না যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য ব্যাংক খাতে তথ্যপ্রযুক্তির বাজার সৃষ্টির জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাংক খাতে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিশাল বাজার রয়েছে, তা আমাদের স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধরতে হবে। ০২. দেশীয় সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের তৈরি করা আধুনিক ব্যাংকিং সফটওয়্যারের স্থানীয় বাজার নিশ্চিত করতে বেসিসকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ০৩. বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করার মাধ্যমে ব্যাংক প্রতিনিধিদের উৎসাহিত করতে হবে, যেন তারা স্থানীয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাদের আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। ০৪. ব্যাংক খাতকে আধুনিকায়ন করতে স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করে স্থানীয় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেয়ার মানসিকতা গড়তে বেসিসকে বিভিন্ন সভা-সেমিনার আয়োজন করতে হবে। ০৫. দেশে সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের জন্য দেশীয় ব্যাংকগুলোকে সরকারের পাশাপাশি ঋণ সুবিধা বাড়াতে হবে এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশীয় সফটওয়্যারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ০৬. ব্যাংকিং খাতের বাজার যেন বাইরের সফটওয়্যার কোম্পানির হাতে চলে না যায় সেদিকে দেশীয় সফটওয়্যার কোম্পানি, ব্যাংক উদ্যোক্তা এবং সরকারকে এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

প্রায় ১৫ কোটি জনগণের এ দেশে যে স্বল্প পরিমাণ ভূমি আছে তার সুষ্ঠু, পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলসহ শহরাঞ্চলে ভূমিসংক্রান্ত মামলার পরিমাণ অনেক বেশি। এছাড়াও অনেক খাস জমি, জলাধার আছে, যার প্রকৃত হিসাব সরকারের কাছে না থাকার কারণে। এগুলো প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দখল করে রাখে। এরকম বিভিন্ন সমস্যার মুখে আমাদের ভূমি প্রশাসন।

বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত এবং গতিশীল করতে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ঢেলে সাজাতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ। তথ্যপ্রযুক্তি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা গেলে ভূমিসংশি-ষ্ট অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।

সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এবং সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও গতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া প্রয়োজন : ০১. আমাদের দেশের ভূমি প্রশাসনের দুর্নীতি দূর করার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে হবে। ০২. দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলে সহজ ব্যবস্থাপনা ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কারণে দুর্নীতি অনেকাংশে কমে যাবে। ০৩. তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি গড়ে তোলার পাশাপাশি তা সবার জন্য সহজলভ্য করতে হবে। ০৪. দেশের প্রতিটি ভূমি জরিপ অফিসকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। ০৫. ভূমি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজ যেমন জমির মালিকানা হস্তান্তর, রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণ মানুষের হয়রানি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ০৬. দেশের সব জমির মালিককে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাসম্বলিত আইডি কার্ড দেয়া যেতে পারে, যার মাধ্যমে তারা ভূমিসংক্রান্ত সব কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবে। ০৭. ভূমিসংক্রান্ত মামলার সময় এবং খরচ কমানোর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার বিভাগকেও একই কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনা উচিত। ০৮. তথ্যপ্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন যুগ্মসচিব পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ নিয়োগ দেয়া উচিত।

নারীর ক্ষমতায়নে তথ্যপ্রযুক্তি

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য শুধু পুরুষের মাধ্যমে সব সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নারী সমাজকেও অগ্রভাগে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা এবং উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলা। আমরা যদি নারী সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি তাহলে আমাদের অবস্থানকে আরো সুদৃঢ় করতে পারব। আমাদের পাশের দেশ ভারতে দেখা যায় বেশিরভাগ কলসেন্টারে নারীদের সরব উপস্থিতি। আজ যদি আমরা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় নারীদের উৎসাহিত করতে পারি এবং তাদের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করতে পারি, তাহলেই আমার মনে হয় আমরা অতি সহজে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে পারব।

ইউটিলিটি বিল ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তি

সরকার সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইউটিলিটি সার্ভিস দিয়ে থাকে। এ সার্ভিসগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ, পানি এবং গ্যাস সার্ভিস বেশ গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সরকার এ সার্ভিসগুলো জনসাধারণের জন্য দিয়ে থাকে সেহেতু এ সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে যে লোকসান হয়, তা সরকারকেই বহন করতে হয়। বর্তমানে বিভিন্নভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। সরকারের ইউটিলিটি খাতকে আরো গতিশীল ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য নিম্নের সুপারিশগুলো করা হলো : ০১. সরকারের ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করতে হবে। ০২. সরকারের ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের বিল ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য এখনই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ০৩. ইউটিলিটি সার্ভিস যেসব প্রতিষ্ঠান দিয়ে থাকে তাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য এখনই আমাদের তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। ০৪. সার্ভিসসমূহের বিল ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থাপনা দূর করার জন্য বিল ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। ০৫. বিভিন্নভাবে মিটার টেম্পারিং এবং সাইডলাইনের মাধ্যমে ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহের দুর্নীতি করা হয়। সুতরাং বিল ব্যবস্থাপনার এ ধাপে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ০৬. বিল ব্যবস্থাপনার দুর্নীতিই সার্ভিসসমূহের লোকসানের পরিমাণ বাড়ায়। সুতরাং মিটারগুলোকে ডিজিটাল মিটারে রূপান্তর করতে হবে এবং মিটারের রিডিং সরাসরি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হবে। ০৭. ইউটিলিটি সার্ভিসের এ খাতগুলোকে লাভবান খাত হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এখনই প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সব কর্মকাণ্ডকে পরিচালনা করা।

সর্বশেষ মতামত

তথ্যপ্রযুক্তির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল দেশে পরিণত করার জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা যেকোনো পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার পথকে সুগম করে। সর্বোপরি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য আমাদের জনসংখ্যাকে কাজে লাগাতে হবে। বিশাল ঘাতের এবং সম্ভাবনার এ দেশের অর্থনৈতিক মন্দা দূর করার জন্য একমাত্র কার্যকরী উপায় হলো তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরি করা। তথ্যপ্রযুক্তির এই সময়ে ডিজিটাল যুগে প্রবেশের এটাই একমাত্র উৎকৃষ্ট সময়। এ কারণে আমাদের প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি করা, যারা বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি দেবে। সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিটি পর্যায়ে এখন পরিবর্তন দরকার। অতীতের মতো ভ্রান্ত আইসিটি পলিসি নিয়ে এগুলে চলবে না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যোগ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নেতৃত্বে এবং তাদের প্রণীত সময়োপযোগী আইসিটি পলিসি নিয়ে। লক্ষ রাখতে হবে আবারও যেন অতীতের মতো রাজনীতির বেড়াজালে এবারের আইসিটি পলিসির বাস্তবায়ন আটকা না পড়ে। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন।

ফিডব্যাক : *hafizbabu@hotmail.com*

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

ড. আতিউর রহমান
চেয়ারম্যান, উন্নয়ন সমন্বয়

বাংলাদেশ এখন এক কঠিন বাস্তবতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির দৈন্যদশার প্রভাব এদেশে এখনও তেমন অনুভূত না হলেও নিকট ভবিষ্যতে এটা জাতির সামনে যে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এমনি এক সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে একটি নতুন সরকার, যারা ইতোমধ্যেই দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বেশকিছু পরিকল্পনার কথা বলেছে, যার মধ্যে উলে-খযোগ্য হলো 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'।

আমি মনে করি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' একটি সময়ের দাবি, যার গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করে সরকার তার অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রমের মধ্যে একে যুক্ত করেছে। আর এ উদ্যোগের মধ্যে প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো, আধুনিক এ সময়ের অর্থনীতির চাকা প্রযুক্তি ছাড়া নিশ্চল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যারা আজকে শক্তিশালী অর্থনীতির দাবিদার, তারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, বিশ্বায়নের এই যুগে আমাদের চোখের সামনে সবকিছু ঘটলেও জাতি হিসেবে আমরা এখন প্রযুক্তি প্রয়োগের দিক থেকে বেশ পিছিয়েই আছি।

তাই এখন সময় এসেছে স্বপ্ন এবং সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বাস্তব উদ্যোগ নেয়ার, যা জাতির সামনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের দেশজুড়ে যে বিভিন্ন কার্যক্রম আছে সেগুলোকে আধুনিক কমপিউটার নেটওয়ার্ক তথা অনলাইন সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসলে সরকারি সেবাসমূহ সহজেই নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। অন্যদিকে সরকার যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তি পণ্যের সবচেয়ে বড় ভোক্তা তাই সরকারের ডিজিটালাইজেশনের ফলে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবসায় আরও সম্প্রসারিত হবে এবং আরও অনেকে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসবে।

সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে বহুল আলোচিত ই-গভর্নেন্টকে বাস্তবে রূপ দেয়া। আমরা এখন দেখতে পারছি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। তবে এটাকে পরিপূর্ণ ই-গভর্নেন্ট বলা যাবে না। কারণ, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখনও সব নাগরিককে সেবা দেয়া যাচ্ছে না। সম্পূর্ণ ই-গভর্নেন্ট প্রক্রিয়াকে সরকার এবং নাগরিক এই দুই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সরকারকে ই-গভর্নেন্ট রূপে নাগরিকদের কাছে পৌঁছে যাবার জন্য প্রথমে সব মন্ত্রণালয়ে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আর এই প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে।

সরকারি বিভিন্ন তথ্য যা নাগরিকদের কাছে প্রকাশ করা যায় তার ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ এবং চুক্তি, যা সরাসরি নাগরিকদের স্বার্থের সাথে যুক্ত, তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যখন নাগরিকদের মতামত প্রয়োজন হয়, তখন সরকার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ভোটের ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনে সরকারি বিভিন্ন তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু সরকারি কর্মকর্তারা ব্যবহার করতে পারবেন।

এর ফলে ফাইল সংক্রান্ত জটিলতার অবসান ঘটবে এবং একটি মন্ত্রণালয় চাইলে সহজেই অন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য শেয়ার করতে পারবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী যাতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম এবং অগ্রগতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সেজন্য একটি ভার্চুয়াল মনিটরিং সিস্টেম তৈরি করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে একই সাথে পারদর্শী ও উৎসাহী। সে কারণেই আমাদের মনে আশা জাগে, ই-গভর্নেন্স প্রক্রিয়াকে তিনি দ্রুতই এগিয়ে নিতে পারবেন।

নাগরিকদের প্রেক্ষাপটে ই-গভর্নেন্ট বলতে সরকারি বিভিন্ন সেবার ডিজিটাল সংস্করণকে বোঝানো হয়। বর্তমানে এর পরিধি ব্যাপক না হলেও নাগরিকদের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ যেমন– বিল পরিশোধ, টেন্ডার, ট্যাক্স শনাক্তকরণ নম্বর, জন্ম নিবন্ধকরণ এবং নাগরিকত্বের সনদপত্র ইত্যাদি কি করে নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে নজর দিতে হবে। ই-গভর্নেন্ট বাস্তবায়িত হলে সরকারের অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমে যাবে। সাশ্রয় করা সেই অর্থ অন্য খাতে কাজে লাগানো যেতে পারবে।

সরকার ইতোমধ্যে মেশিন-রিডেবল বা ই-পাসপোর্ট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে, যাতে নাগরিকদের পাসপোর্ট পেতে বিড়ম্বনা পোহাতে না হয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গন্তব্যে পৌঁছতে অসুবিধার অবসান ঘটে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে যেকোনো নাগরিক তার জমির মালিকানা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য, এটি বিরাট এক কর্মযজ্ঞ। এজন্য সময় ও অর্থ দুই-ই বেশ লাগবে।

তবে আমরা এখনও দেশে 'অনলাইন পেমেন্ট সিস্টেম' চালু করতে পারিনি, যা একটি গভীর পরিতাপের বিষয়। আর এর ফলে আমাদের দেশে এখনও ই-কমার্স জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ইলেকট্রনিক ট্রানজেকশনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন, যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া এবং সরকারকে এ ব্যাপারে বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে হবে। এরই মধ্যে মোবাইল ফোনকে ব্যবহার করে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেন হতে শুরু করেছে। এ অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরো দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর অর্থ লেনদেনের শক্ত ভিত্তি তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে বিদেশী বিনিয়োগের এক বিশাল ভূমিকা আছে। দেশে আইটি শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির উত্তম প্রয়োগের মাধ্যমে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশী প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সরাসরি তাদের ব্যবসায় শুরু করতে পারে। প্রয়োজন হলে ট্যাক্স হলিডের কথা চিন্তা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের একমাত্র সাবমেরিন ক্যাবলের অবশিষ্ট ব্যান্ডউইডথ যাতে করে সব নাগরিক ব্যবহার করতে পারে সেজন্য সরকারকে ব্যান্ডউইডথের দাম আরও কমাতে হবে এবং টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসের ওপর ১৫ ভাগ শুল্ক কমানোর ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা গোটা জাতির তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের সব স্কুল-কলেজে যাতে কমপিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে সরকারকে

(বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়)

বাংলাদেশের আইটি শিল্পের প্রবৃদ্ধির জন্য নীতিবিবেচ্য

লুনা শামসুদ্দোহা
চেয়ারম্যান, দোহাটেক

বাংলাদেশের সম্ভাবনা নির্ভর করছে একটি প্রজন্ম পরিবেশের ওপর, যা আইটি খাতকে টিকিয়ে রাখবে ও এর প্রসার ঘটাবে। কথা হচ্ছে এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও জনগণের উন্নয়নের জন্য আইটি কী ভূমিকা রাখতে পারে, তা নিয়ে বিস্তারিত বাংলাদেশে চর্চা হয়েছে। আমি আমার বক্তব্য শক্তিশালী আইটি শিল্পের জন্য অপরিহার্য শর্তসমূহের মধ্যে সীমিত রাখব। এ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অনেক কিছুই আমরা তৈরি করতে পারিনি। এ লেখায় আমি সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের ওপর আলোকপাত করবো, যা ইন্ডাস্ট্রি ইকোসিস্টেমের জন্য যথাযথ হবে। উলে-খ থাকবে আউটসোর্সিং ও সম্ভাব্য কৌশল বিষয়েও। সব শেষে উলে-খ করবো সম্ভাবনা ও বেসরকারি খাত বিষয়ে।

আমি মনে করি, এ খাতকে শুধু প্রযুক্তি হিসেবে দেখার বিষয় নয়। এটি অর্থনীতি, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও শাসন সংক্রান্ত বিষয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আইটি নীতিমালা/কর্মপন্থা প্রণয়নে বিভিন্ন শিল্প বিজ্ঞান ও বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বিষয়টি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার প্রকৌশল বিভাগের ওপর কিংবা সরকারের সিস্টেম অ্যানালিস্টদের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি বাংলাদেশের আইটি খাতের ধীর প্রবৃদ্ধির মুখ্য কারণ। ডিজিটাল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি অর্থনীতিতে যে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে সে লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা বাজেট পর্যালোচনায় বিবেচনায় আনতে হবে।

ইন্টারনেট সংযোগ

আইটির সর্বব্যাপিতার জন্য ইন্টারনেট সংযোগ একটি একক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিগত সরকারের নীতি ছিল উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রার ও অবাস্তবায়নযোগ্য। এদের উদ্দেশ্য ছিল হই-চই করা ও অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় চালানো, যা থেকে এরা বিপুল আয় করেছে। কিন্তু আইটি খাতের প্রবৃদ্ধি ঘটতে দেয়নি। বিশ্ব বাণিজ্যে অংশ নেয়ার জন্য ব্রডব্যান্ড রেট অবশ্যই চীন ও ভারতসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আউটসোর্সিং দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সম্প্রতি পরিবর্তিত ব্রডব্যান্ড রেট আগের তুলনায় আশাব্যঞ্জক।

কমপিউটার প্রকৌশলী এবং গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষা

বিগত কয়েক বছরে কমপিউটার প্রকৌশলীদের অপর্যাপ্ত অফটেকের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে ছাত্রভর্তি ব্যাপক কমে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কোর্সসমূহে আরো বেশি করে ছাত্রভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। বর্তমানে ছাত্রভর্তির মানে ব্যাপক পতন ঘটেছে। স্কুল-কলেজে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষায় জোর দেয়া হচ্ছে কম। দ্রুত এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার।

আউটসোর্সিং সম্পর্কে জানা

প্রধান প্রধান শিল্পে আউটসোর্সিং করা কাজ অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন পরিশোধিত মডেল রয়েছে। আইটি আউটসোর্সিং বিজনেস মডেল সম্পর্কে পর্যাপ্ত জানার অভাব পূরণ করতে হবে শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো থেকে know-how কিনে এনে। শিল্প, শিক্ষাঙ্গন ও নীতিনির্ধারকদের জন্য জ্ঞান পাওয়ার যোগ্য করে তুলতে হবে।

ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিত্ব

বিপুলসংখ্যক ব্যবস্থাপনা ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যাতে এরা এ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অর্জন করতে পারেন। যথাযথ ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাবে এ খাতের প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একটি ক্যাডার সৃষ্টি করতে হবে ব্যবস্থাপক, উদ্ভাবক, ব্যবসায় পরামর্শক, প্রধান নির্বাহী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীসহ আইটি বিশেষজ্ঞ, পেশাজীবী আইটি কর্মী, ডিজাইনারদের সমন্বয়ে।

উদ্ভাবনামূলক অর্থায়ন

অন্যান্য দেশে উদ্ভাবনামূলক কাজে অর্থায়নের যোগান ও অনুশীলন যেভাবে চলে, আমাদের দেশে তা করতে হবে। প্রচলিত মডেলে যেভাবে এ খাতে ঋণ দেয়া হয়, তা কার্যকর নয়। এখানে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডিং স্বদেশজাত ও অপর্যাপ্ত। আমাদের নো-হাউ অর্জন করতে হবে। নইলে এখানে প্রবৃদ্ধি ঘটবে না। কোম্পানিগুলো বাইরে চলে যাবে।

বাহ্যিক অর্থায়ন

এ খাতে বৈদেশিক অর্থায়ন বা বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে হবে। এ ধরনের তহবিল আকৃষ্ট করতে কর্পোরেট বিষয়াবলী আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ের অর্থায়নের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগযোগ্য।

বৈদেশিক বিক্রি

বিক্রির মিশন নিয়ে অব্যাহতভাবে বিদেশে বিপণনের জন্য বিভিন্ন মেলায় অংশ নিতে হবে। শুধু একটি বার্ষিক আইটি মেলায় অংশ নেয়া এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সুযোগ-সুবিধা সর্বোচ্চমাত্রায় আদায় করার লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা চালাতে হবে, যাতে করে প্রতিযোগিতামূলক আউটসোর্সিংয়ের স্বাগতিক দেশগুলো বাংলাদেশী পেশাজীবীদের ভিসা সুবিধা দেয়।

বিশেষ ক্ষেত্রে জোর দেয়া

আইটি শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে এবং এসব ক্ষেত্রের প্রবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন দরকার। আইটিইএস, সফটওয়্যার তৈরি ও জ্ঞানভিত্তিক শিল্পক্ষেত্রের কল্যাণের মাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছানোর জন্য সুস্পষ্ট ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এ দুইকে আলাদা আলাদা রেখে বাংলাদেশে কোনোটিরই উপকার বয়ে আনেনি।

ই-গভর্নেন্স

ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান দুর্বলতা হচ্ছে প্রয়োজন নির্ধারণে অযোগ্যতা। অটোমেশন ও পরিবর্তন যে অবদান বয়ে আনতে পারে, সরকার ও স্থানীয়ভাবে দাতা সংস্থাগুলোর বিদ্যমান প্রকল্পের মাধ্যমে তা আনা সম্ভব হয়নি। শিগগিরই এই সক্ষমতা আনা দরকার, যাতে করে প্রত্যাশিত কল্যাণ অর্জন করা যায়। সর্বোত্তম ও প্রতিযোগিতামূলক প্রস্তাবগুলো বাছাইয়ের জন্য মূল্যায়নকারীদের সক্ষমতার অভাবও রয়েছে। সে কারণে প্রপোজাল এওয়ার্ডিংয়ে অপরিমিত বিলম্ব ঘটে। একইভাবে সঠিক মূল্যায়নকারীকেও মূল্যায়নের কাজ দেয়া হয় না। ব্যর্থ প্রকল্পের উঁচু হার এরই একটি পরিণাম।

ইনফরমেশন সিস্টেম পলিসি

যথাযথ ইনফরমেশন সিস্টেম পলিসি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। পাশাপাশি থাকা চাই সরকারের প্রয়োজন-যথাযথ নিরাপত্তা মান। এক্ষেত্রে অনেক কিছু প্রত্যাশা করার আছে।

মেধাসম্পদ

মেধাস্বত্ব নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। সফটওয়্যার কোম্পানি এই একটি মাত্র সম্পদ সৃষ্টি করেছে। মালিকানার স্বীকৃতি দিতে হবে। এর জন্য ন্যায্য রাজস্বও পরিশোধ করতে হবে। নয়তো সব উদ্যোগ হারিয়ে যাবে কিংবা ▸

বাংলাদেশের বাইরে চলে যাবে। প্রকৃতপক্ষে সরকারকে উৎসাহিত করতে হবে বেসরকারি কোম্পানির মেধাস্বত্ব অর্জনের জন্য, যাতে করে এগুলো অন্যান্য জায়গায় বাজারজাত করা যায়। সফল ই-গভর্নেন্স প্রকল্পের জন্য সহযোগিতার একটি প্রক্রিয়ার কথা বিবেচনায় আনা দরকার। বিদেশেও এর সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের প্রকল্পের জন্য বিদেশে আমরা যোগ্যতা অর্জন করেছি এবং সরকারের সাথে সহযোগিতা গড়ে তুলে আমরা উপকৃত হতে পারি।

সরকার ও নতুন ব্যবসায়ের নমুনা

আইটি খাতে নতুন বিজনেস দ্রুত গ্রহণ করতে হবে এবং আইটি কেনার ক্ষেত্রে ক্রয়-প্রক্রিয়া যথাযথভাবে চালু করতে হবে। 'Software as a service' হচ্ছে একটি নতুন নমুনা এবং সরকার তার প্রতিটি বিভাগের জন্য নিজস্ব সফটওয়্যার তৈরি করার প্রত্যাশা করতে পারে না। এটি উন্মুক্ত রাখা চাই বিজনেস মডেলের জন্য। যার মধ্যে থাকবে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব।

উন্নীতকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট

যেহেতু ডিজিটাল কর্মক্ষেত্রে উত্তরণের অর্থ হচ্ছে একটি দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আটকে থাকা, বাধাহীন সার্ভিসের জন্য অর্থ পরিশোধ সুস্পষ্টভাবে কার্যকর করতে হবে, নইলে সরকারি সংস্থার জন্য তা ধ্বংসকর বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। হোস্টিং ও কানেকটিভিটি অর্থ যোগানোর অক্ষমতা মাঝপথে বাধার কারণ হতে পারে, যা এ ধরনের সরকার সামাল দিতে পারবে না।

আউটসোর্সিং

আউটসোর্সিং গন্তব্য-তাড়িত হয় না। আউটসোর্সিং তাড়িত হয় দেশ দিয়ে, অর্থাৎ বিদেশে কাজ স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে। প্রাথমিক বাজার নির্ণায়কগুলো হচ্ছে সম্ভাব্য স্থানে কাজের উৎস সম্পর্কে বিবেচনা ও ধারণা, যেখানে কাজ আউটসোর্স করা যাবে। যেহেতু আউটসোর্সের অর্থ হচ্ছে ব্যয় কমানোতে অবদান রাখা, সেজন্য তা হতে হবে দক্ষতাপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ব্যয়ের। আউটসোর্সিংয়ের বিজনেস মডেল বুঝতে হবে এবং নিয়োগদাতাকে আস্থাশীল হতে হবে যে, কাজের অনুশীলন হয় অধ্যবসায়ের সাথে। যেসব কোম্পানি বাইরে কাজ আউটসোর্স করে, সেগুলো অপ্রত্যাশিত কোনো সুযোগ দিতে পারে না। বাংলাদেশ যতক্ষণ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে না পারবে এবং এর অনুশীলন ও প্রয়োজন সম্পর্কে সতর্ক না হবে, ততদিন বাংলাদেশ একটি অর্থপূর্ণ আউটসোর্সিং ডেস্টিনেশন হওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে না। আমরা বিগত ৭ বছরের সরকারে আইটির সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনো উপলব্ধি লক্ষ করিনি। আমরা ভাবিনি স্বল্প মেয়াদে বাংলাদেশে একটি শিল্প গড়ে উঠতে পারতো এবং তা গড়েও উঠেনি।

বাংলাদেশ মানসম্পন্ন সফটওয়্যারের উৎস

বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে কমপিউটিংয়ের স্বাভাবিক মেধা রয়েছে। এ খাতে অধিকতর ভালো ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে হবে। মেধাবীদের আকৃষ্ট করার কাজে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরো বেশি কাজ করতে হবে। শুধু যোগ্যজনেরাই পারেন মানসম্পন্ন সফটওয়্যার সরবরাহ করতে। এর জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ ও ব্যবসায়িক কৌশল। যথাযথ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলে বাংলাদেশ সফলতা অর্জন করতে পারে। আমার কোম্পানি 'দোহাটেক' যোগান দিয়ে আসছে বিশ্বব্যাংকের সদর দফতরের জন্য পুরস্কার বিজয়ী সলিউশন এবং 'প্যান অ্যামেরিকান হেলথ অরগানাইজেশন'-এর জন্য ইআরপি। দোহাটেকের রয়েছে রাজস্ব অর্জনকারী ই-গভর্নেন্স, কর্পোরেট ম্যাসেজিংয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত সফটওয়্যার, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজরি পোর্টাল এবং প্রোপ্রাইটরি মাল্টি-বায়োমেট্রিক মেচিং সলিউশন। এগুলো সবই করা হয়েছে দেশের বাইরে থাকা বাংলাদেশী প্রকৌশলীদের দিয়ে। আমি অন্তর্ভুক্ত 'কাউন্সিল অব গে-বাল থট লিডার্স'-এ। আমি একজন মাইক্রোসফট রোল মডেল। যুক্তরাজ্যের এক প্রযোজক ও পরিচালক দোহাটেকের ওপর একটি ভিডিওচিত্র তৈরি করেছেন এবং তা ৪৬টি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে। দোহাটেক সুইজারল্যান্ড থেকে দুটি পুরস্কার পেয়েছে। আমি ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের প্রতিষ্ঠিত 'এভিয়ান গ্রুপ ব্রেইনস ট্রাস্ট ফর রেসপনসিবল লিডারশিপ' এবং আইএমডির সাথেও আছি– এ সবকিছুই ঢাকা থেকে সফটওয়্যার উদ্যোগের জন্য। এটি মান ও দক্ষতার প্রতি একটি স্বীকৃতি এবং আন্তর্জাতিক সাথীদের সম্মান।

প্রযুক্তি উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা

প্রগতির অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নয়ন। প্রসারকামী যেকোনো দেশের জন্য তা অবশ্যকরণীয়। সব আধুনিক সরকার তাদের কৌশলে এ বিষয়টিকে সবার আগে রাখে– কোন দেশ প্রযুক্তিগতভাবে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে অর্থনীতির উন্নতি কিংবা অবনতি। অতীতের সরকারগুলোকে দেখিনি এ ব্যাপারে যথার্থ জোর দিতে। অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন চাইলে দেশে উৎপাদন বাড়াতে হবে।

সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন বিষয়ে সবটুকুই করে। সরকার শুধু আলোচনা করে ট্রেড বডিগুলোর সাথে। সেখানে সত্যিকারের কোনো বিবেচ্য বিষয় যেমন আসে না, তেমনি সেগুলো জানার প্রত্যাশাও সেখানে নেই। প্রবৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনাময় স্বল্পসংখ্যক কোম্পানি রয়েছে। সরকার কোম্পানিবিশেষের বক্তব্য শুনতে পারে। বিভিন্ন দেশের কৌশল হচ্ছে, কোনো সম্ভাবনাকেই না হারানো। সরকারের উচিৎ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা এবং উদ্ভাবনামূলক ধারণাকে বাণিজ্যিক মূল্যে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া। শিল্পকারখানাকে খোলাখুলিভাবে প্রবৃদ্ধির দৌড়ে নামতে হবে সম্ভাব্য সবধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য। আমাদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে, আমরা কাজ করি একটি জটিল পরিবেশে এবং আন্তর্জাতিক বিপণন খুবই ব্যয়বহুল। ফলে বাংলাদেশকে আইটি মানচিত্রে স্থান করে দিতে বাংলাদেশের শিল্পের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের উচিত সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু যোগাড় করা। এর জন্য যা খরচ হবে, অর্থনৈতিক অর্জন তার চেয়ে আরো অনেক বেশি হবে।

ফিডব্যাক : *hunadoha@gmail.com*

উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

(৪০ পৃষ্ঠার পর)

উদ্যোগ নিতে হবে। আজকাল পাঠ্যপুস্তক সঠিক সময়ে প্রকাশে জটিলতার সৃষ্টি হয়। আর তাই পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সব পাঠ্যপুস্তকে ই-বুক হিসেবে ওয়েবসাইটে দিতে পারে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা তা ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া বর্তমানে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে এবং এই মোবাইল প-াটফর্মকে ব্যবহার করে বিভিন্ন এডুকেশনাল কনটেন্ট তৈরি করা যেতে পারে, যাতে করে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের শহরকেন্দ্রিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। পল-ী অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং প্রয়োগ নিশ্চিত না করলে ২০২১ সালের উন্নত বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না। পল-ী অঞ্চলে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি কিভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, তা খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়ায় অনুপ্রাণিত করতে হবে। এক্ষেত্রে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই জরুরি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, তথ্যপ্রযুক্তির আবেদনকে শুধু প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না বরং একে একটি আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। আর এজন্য সরকারি নীতিতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তির সুবিধাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পল-ী অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাই সরকারের উচিত এই কাজগুলোর সাথে নিজেকে যুক্ত করে দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা। উন্নয়ন আনে মনের পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন তথ্যপ্রযুক্তির কারণে অনেকটাই ঘটতে শুরু করেছে। এখন সময় এসেছে দিনবদলের সেই আকাঙ্ক্ষাকে আরও কত বিস্তৃত করা যায়, আরও কত দ্রুত করা যায় তাই নিয়ে ভাবার।

বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা

আবদুল ফাত্তাহ্
চেয়ারম্যান, গে-াবাল ব্রান্ড প্রা. লি.

তথ্যপ্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বকে এনে দিয়েছে এক বৈপ-বিক গতি। সে গতির স্রোতে এসেছে উন্নয়ন, যার ফলাফল এই বৈপ-বিক পরিবর্তন। গোটা বিশ্ব যখন তথ্যপ্রযুক্তির স্রোতে উন্নয়নের ধারায় ভাসছে, তখন আমাদের দেশের মতো দারিদ্র্যপ্রবণ দেশেও লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। প্রযুক্তি এখন স্থান করে নিয়েছে আমাদের জীবনযাত্রার অনেক ক্ষেত্রেই। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর আরও বিকাশ যেমন জরুরি, তেমনিই জরুরি সবার জন্য ও সব ক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং প্রযুক্তি-সুবিধা নিশ্চিত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার ব্যবস্থা করা। বিশ্ব যখন তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে চলছে, তখন আমরা স্বপ্ন দেখছি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার, যা একটি যুগান্তকারী প্রচেষ্টা। এ স্বপ্নকে সার্থক, সফল ও বাস্তবায়ন করতে সবার আগে প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা, নীতিমালা প্রণয়ন, আশু ব্যবস্থা গ্রহণ, সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করা এবং পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা চিহ্নিত করে কিভাবে এসব সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করা যায় তার উপায় বের করা।

তথ্যপ্রযুক্তি অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। বাংলাদেশ একটি ছোট অর্থনীতির দেশ। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বিপুল। বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে আমাদেরকে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহের মতো প্রযুক্তিগত উন্নয়নে মনোনিবেশ করতে হবে এবং বর্তমান বিশ্বের প্রযুক্তিগত সুবিধাসমূহের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এ মুহূর্তে তথ্যপ্রযুক্তিই দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত। সস্তা ও নিম্নমানের পণ্যের বাজারজাত, বিস্তার এ সম্ভাবনাময় খাতের হুমকিস্বরূপ। সস্তায় পণ্য কেনার প্রবণতা এদেশের মানুষের খুব বেশি। এ সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছে কিছু বিবেকহীন, স্বার্থান্বেষী, লোভী ব্যবসায়ী। এতে করে মানসম্পন্ন প্রযুক্তি পণ্যের বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থনীতি।

তথ্যপ্রযুক্তির খাতকে এগিয়ে নিতে সরকারের একটি মহতী উদ্যোগ হলো আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক প্রত্যাহার। এতে করে নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্য আমরা সস্তায় সহজে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারছি। তবে পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে এখনও রয়েছে নানান জটিলতা ও হয়রানি। এসব জটিলতা ও হয়রানি দূর হলে আইটি শিল্পে ব্যবসায়ীরা আরো ভালো ভূমিকা রাখতে পারবেন। তাই এক্ষেত্রে সরকারিভাবে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ।

তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে আরেকটি সম্ভাবনাময় খাত হলো সফটওয়্যার। দেরিতে হলেও এ খাতে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে দক্ষ জনশক্তি ও সচেতনতা। মেধা ও প্রজ্ঞার সঠিক পরিস্ফুটন ঘটে সফটওয়্যার শিল্পে। এ শিল্পের জন্য বিরাট কারখানা, দামী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির কিছুই প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি ও সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা। দেশে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন হয়েছে। কিন্তু এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত হয়নি। এতে মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না এবং এ শিল্পে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ক্ষতির মুখে। এতে উদ্যোক্তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। পাইরেসির ভয়াল থাবা এ শিল্পকে ধ্বংস করে দেবে, তাই কপিরাইট আইনের সঠিক প্রয়োগের পাশাপাশি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

গ্রাম ও শহরের সাথে ডিজিটাল ডিভাইড সামগ্রিক উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। গ্রাম তো দূরের কথা ঢাকার সাথে মফস্বল শহরের প্রযুক্তি ব্যবহারের ফারাক অনেক। ঢাকা শহরে যেখানে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর কমপিউটার আছে, সেখানে মফস্বল বা গ্রামে কমপিউটারের প্রবেশ তার ধারেকাছেই নেই, বরং হতাশাজনক। এটি ডিজিটাল ডিভাইড। এটি মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হচ্ছে। দেশের সব জায়গায় কমপিউটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অবস্থা এবং কমপিউটারভিত্তিক কাজের সুযোগ সমভাবে বিস্তার করাতে হবে। এ ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনা সংশি-ষ্ট সব মহলেই ভাবার বিষয়।

পুরুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে আইটিতে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমরা অনেক পিছিয়ে। এদেরকে আইটি শিক্ষায় শিক্ষিত করে কাজ করা ও উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে এবং আইটির সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। অন্যথায় কোনোদিনই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আমাদের দেশে প্রযুক্তি-জানা শিক্ষিত নারী-পুরুষ যোগ্যতানুযায়ী সঠিক কর্মক্ষেত্র, মেধার সঠিক ব্যবহার ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত। যেসব ইঞ্জিনিয়ার আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তি অঙ্গনে কাজ করেন, তাদেরকে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব দক্ষ সেলসম্যান হিসেবে তৈরি করা হয়। মূল সিস্টেমটি কিভাবে কাজ করে, সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই বললেই চলে। কিন্তু সিস্টেমটি কিভাবে ব্যবহারকারীর পণ্য সুবিধা এনে দিতে পারে, তার বর্ণনা দেয়ার মতো দক্ষতা এদের নেই। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এ ধরনের সেলসম্যান নয় বরং দেশের সমস্যাগুলো টেকনোলজি দিয়ে সমাধান করতে পারবেন তেমন উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার খুবই প্রয়োজন।

আউটসোর্সিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা হলো সঠিক যোগাযোগের অভাব এবং ইংরেজিতে দুর্বলতা। তাছাড়া আমাদের ইন্টারনেট স্পিড খুবই দুর্বল। এতো দুর্বল ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি দিয়ে আউটসোর্সিংয়ের কাজ করা কঠিন। এ খাতে সরকারি-বেসরকারি সব মহলকে এখনই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাবনা, সমৃদ্ধি ও সুফল এত বিশাল ও ব্যাপক যে তা ছোট লেখায় বা বক্তব্যে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। সম্ভাবনাময় দিক, করণীয়সমূহ তুলে ধরা এবং সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন ও আধুনিক প্রযুক্তি পণ্যের সঠিক ব্যবহার অনুধাবন করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। কিন্তু নীতিমালা গ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবহারিক প্রয়োগ সবকিছুই নির্ভর করছে সরকার ও সংশি-ষ্ট মহলের ওপর। আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক, বাংলাদেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হোক সে প্রত্যাশা রইলো।

ফিডব্যাক : fattah@globalbrand.com.bd

ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল সরকার

মোস্তাফা জব্বার

ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচী গ্রহণ করা ও সরকারের অঙ্গীকারনামার মাঝে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের কথা থাকায় এখন এই কর্মসূচী কোথায় কোথায় বাস্তবায়ন করা হবে সেটি ভাবনা-চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমি আগেও বলেছি ডিজিটাল বাংলাদেশ তৈরির প্রথম সিঁড়ি হলো 'ডিজিটাল সরকার'।

বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য জনগণের সমৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি দুর্নীতিবান্ধব আমলাতন্ত্র কায়েম করে। এর কোনো জবাবদিহিতা নেই। এটি অথর্ব, অদক্ষ এবং অকার্যকর। সেজন্যই এই সরকার পদ্ধতি বদল করতে হবে। প্রথমেই উদ্যোগ নিতে হবে সরকারের প্রশাসনের কাজ করার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচলিত পদ্ধতি বদলে ফেলার। এই সংস্কারের কাজ করার পদ্ধতির নাম 'ডিজিটাল সরকার'। আমার মতে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রথমেই দরকার ডিজিটাল সরকার। লোকে একে কখনো কখনো ই-গভর্নমেন্ট বলে ভুল করে থাকে। এই বিভ্রান্তিটি তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক কিছু পণ্ডিতও করে থাকেন। তারা প্রধানত বিগত শতকের ই-গভর্নমেন্ট এবং ডিজিটাল সরকারকে এক করে ফেলেন। বিগত শতকে কিছু লোক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে সবকিছুকেই ই বা ইলেকট্রনিক করার কথা ভেবেছিলো। তারা সাধারণ ডাককে ই-মেইল, সাধারণ ব্যবসায়কে ই-কমার্স, প্রচলিত সরকারকে ই-গভর্নমেন্ট ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা বলতো। সেজন্যই সরকারের কিছু তথ্য ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা বা কিছু তথ্য ই-মেইলে আদানপ্রদান করাটাকে ই-গভর্নমেন্ট বলা হতো। যখন তথ্যযুগ প্রিমিটিভ পর্যায়ে ছিলো তখন এসব কথা শুনতে ভালোই লাগতো। কিন্তু এখন তথ্যযুগ সেই পর্যায়ে নেই। একজন আমলা কারো কাছে একটি মেইল পাঠালেন এবং একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু তথ্য ইংরেজি ভাষায় ওয়েব পেজে রাখা হলো, তাতে সরকারের কাজ করার চরিত্র বদলায় না। ২০০১-০৬ সালের বেগম খালেদা জিয়ার সরকার সেই চেষ্টাই করেছে। তারা শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ওয়েব পেজ তৈরি করেছে। এর বিনিময়ে কিছু লোক পেয়েছে কোটি কোটি টাকা। এসব অর্থহীন ওয়েব পেজের ভাষা আবার ইংরেজি। ফলে সেগুলো মানুষের কোনো কাজে লাগে না। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মতে সেখানকার শতকরা ৫ জনের বেশি ইংরেজি বোঝে না। আমাদের দেশের শতকরা ১ ভাগও ইংরেজি বোঝে না। এজন্য বাংলা দরকার। সেজন্য আমরা কোনোভাবেই বেগম খালেদা জিয়ার এসআইসিটির নেতৃত্বে শুরু করা ই-গভর্নমেন্ট কার্যক্রমকে ডিজিটাল সরকার তৈরির কাজ বলে মনে করি না। এটি আসলে জনগণের সাথে প্রতারণা করার জন্য করা হচ্ছিলো। আমরা ডিজিটাল সরকার বলতে একটি ওয়েব পেজ প্রকাশ করা বা কিছু ফরম সিডিতে বিতরণ করাকে বুঝাই না। প্রকৃতার্থে ডিজিটাল সরকার এবং ই-গভর্নমেন্ট এক জিনিস নয়।

আমরা ডিজিটাল সরকার বলতে সরকারের সব তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন রিয়েলটাইম যোগাযোগ এবং সরকারের সব কাজ করাকে বুঝাই। এজন্য সরকারের থাকবে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ ও ন্যাশনওয়াইড নেটওয়ার্ক। সরকারের সব তথ্য থাকবে কেন্দ্রীয় বা বিকেন্দ্রীকৃত ডাটাবেজে। কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় ডাটাবেজটির সব তথ্য স্তরভিত্তিক বিন্যস্ত হবে।

সরকারের সব অফিস, বিভাগ, মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনের সব স্তর এই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবে। এমনকি সরকারি-বেসরকারি ব্যাংকের হিসেব পর্যন্ত এই নেটওয়ার্কে যুক্ত থাকবে। সরকারের সংশি-ষ্ট বিভাগ যখন খুশি ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব না করে ব্যাংকের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। বর্তমানে সরকারের যে প্রশাসন আছে তার আমূল পরিবর্তন করতে হবে।

এখন থেকে দুটি পর্যায়ে বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তন হবে। প্রথম পর্যায়ে ডিজিটাল পদ্ধতির পাশাপাশি কাগজের ব্যাকআপ থাকবে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার পর কাগজের ব্যাকআপ ফাইল (প্রিন্ট করে) তৈরি করে রাখা হবে। দ্বিতীয় স্তরে কাগজের ব্যাকআপ বিলুপ্ত হবে। আমরা ধারণা করতে পারি বিদ্যমান কর্মীরা কোনো ওরিয়েন্টেশন ছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার দক্ষতা রাখেন না। ফলে তাদের নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার হবে। সরকার স্বখরচে এদেরকে প্রশিক্ষণ দেবে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবে না বা প্রশিক্ষণ নেবার পরও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে না তাদের পক্ষে সরকারের কাজ করা সম্ভব হবে না। তারা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অবসরে যাবে এবং তদস্থলে নতুন কর্মীবাহিনী কাজে যোগ দেবে। সরকারের নতুন রিক্রুটমেন্ট হবে ডিজিটাল সরকার চালনায় সক্ষম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এই ব্যবস্থায় সরকারের মাঝে দুর্নীতি থাকতে পারবে না। কারণ ফাইল আটকে রাখা বা তথ্য গোপন করার কোনো পথ এতে খোলা থাকবে না। বরং তথ্যের অবারিত প্রবাহ থাকবে বলে সরকারের পক্ষে যে কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে।

প্রশাসন হবে বিকেন্দ্রীকৃত এবং প্রশাসনের সব স্তর ডিজিটাল পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে তাৎক্ষণিক বা সর্বক্ষণিকভাবে যুক্ত থাকবে। সরকারের সব অগোপনীয় তথ্য সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ সরকারের যেকোনো স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ বা আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনের ফল জানতে পারবে। সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেশ করা আবেদন বিবেচনা করবে এবং তথ্য প্রকাশ ও বিতরণ করবে। সম্প্রতি ভোটার আইডি কার্ড সংক্রান্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি সরকারের কাছে একটি সুপারিশমালা জমা দিয়েছে। এই সুপারিশমালায় দেশের ভোটারদের একটি অনন্য পিন নং এবং ছবি ও বায়োমেট্রিক্স তথ্যসহ ডাটাবেজ তৈরির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ডাটাবেজটি থেকেই ডিজিটাল সরকার যাত্রা শুরু করতে পারে। ভোটার ডাটাবেজ থেকে এটি ন্যাশনাল ডাটাবেজ হতে পারে। এরপর সেই ডাটাবেজটির সাথে সরকারের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি হতে পারে। এই ডাটাবেজটি সরকারের সব তথ্যকে ডিজিটালি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে।

একটি প্রমিত ডাটাবেজ সফটওয়্যারের আওতায় সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ-যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনাসহ সব কর্মাদি সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের অতীত তথ্য ডিজিটাইজ করবে ও ডাটাবেজে রূপান্তর করবে। প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করার পর কোনো একটি সময় থেকে সরকার ফাইলবিহীন ডিজিটাল সরকার হিসেবে কাজ শুরু করবে। অন্যদিকে পুরনো রেকর্ডের তথ্য ডিজিটাল হয়ে নতুন ডাটাবেজে যুক্ত হতে থাকবে।

বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র একটি স্থবির, অদক্ষ, দুর্নীতিপরায়ণ, অথর্ব এবং ঔপনিবেশিক ছকে বাধা প্রতিষ্ঠান। একে আমূল সংস্কার করতে হবে।

ডিজিটাল সরকারের কাজ করার পদ্ধতিও বদলে যাবে। প্রশাসনিক পদ্ধতির সংস্কার করে জনগণের ইচ্ছার সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। এতে নিচু স্তর বা উপরের স্তর থেকে সংশি-ষ্ট সবার কাছে মেইল পাঠানো হবে, ফলে গোপনে কিছু করার সুযোগ থাকবে না।

ই-গভর্নমেন্ট ও বাংলাদেশ : তথ্যপ্রযুক্তির বেশ কিছু সাফল্যের কথা বলার পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে সরকারি কর্মকাণ্ড তেমন সফলতা পায়নি কখনোই। বিগত কয়েক বছরে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার গেছে-কিন্তু সেসব কমপিউটার তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ১৮৭ কোটি টাকার ভোটার আইডি কার্ড প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট জন্মের আগেই মারা যায়। সরকারের নিজের কাজেও তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। কমপিউটার সরকারি অফিসে টাইপরাইটারের জায়গা দখল করছে মাত্র।

ডিজিটাল সরকারের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা যায়, Because government is not a monolithic entity but a collection of thousands of jurisdictions and agencies sharing responsibility for the public good, infrastructure must be extended to situations at both the largest and smallest scales of operation for both government and civil society. Every community from the largest state to the smallest municipality needs to be connected in useful and affordable ways to a robust and flexible cyberinfrastructure. These problems of scaling up and scaling down, in both technical and economic terms, deserve close attention.

http://www.digitalgovernment.org/library/library/pdf/dg_Cyberinfrastructure.pdf (সূত্র : আমেরিকার ডিজিটাল সরকার সংক্রান্ত কার্যপত্র থেকে)। এতে বোঝা যায়, ডিজিটাল সরকার মানে কেবল ওয়েব পেজ প্রকাশ করা বোঝায় না। এটি এমন এক কার্যক্রম যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কানেক্টিভিটি স্থাপন করা। এজন্য তোপখানা রোডের সচিবালয় থেকে গ্রাম পর্যন্ত একটি ডিজিটাল সংযোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের সরকার এখনো এটি উপলব্ধিই করেনি।

ফিডব্যাক : *mustafajabbar@gmail.com*

কমপিউটার জগৎ-এর আঠারো বছর

যার যার চোখে

মূল নামের বর্ণক্রমে শুভেচ্ছা বাণীগুলো উপস্থাপিত হলো

শেখ আব্দুল আজিজ

প্রধান নির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নীডস কর্পোরেশন

কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশের প্রথম নিয়মিত প্রকাশিত আইটিবিষয়ক জনপ্রিয় পত্রিকা। এ পত্রিকা সূচনালগ্ন থেকে দেশের আইটি সেক্টরের অবদান ও সুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে আসছে। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, যে সময় কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা শুরু হয়, তখন এটি ছিল একটি দুঃসাহসিক কাজ বা প্রচেষ্টা। কেননা, সে সময় কমপিউটার সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা ছিল না। এ দুঃসাহসিক কাজটি অত্যন্ত সফলতার সাথে করেছেন মরহুম আবদুল কাদের। আজ বাংলাদেশ আইটি সেক্টর যে এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার পেছনে কমপিউটার জগৎ-এর ভূমিকা অসীম। কমপিউটার জগৎ তার লেখনীতে দেশের নীতিনির্ধারণী মহলকে অবহিত যেমন করেছে, তেমনি সংশি-ষ্ট বিষয়ে জোরালো দাবি রেখেছে। এখন অনেক আইটি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে যেগুলোর প্রেরণার উৎস কমপিউটার জগৎ। কমপিউটার জগৎ এক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করেছে। মরহুম আবদুল কাদের যেভাবে সাহসিকতার সাথে সময়ের দাবিগুলো জাতির সামনে তুলে ধরে এক সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছিলেন, তা শ্রদ্ধাভরে স্মরণে রাখা উচিত। আমরা চাই কমপিউটার জগৎ আবদুল কাদেরের নীতি ও আদর্শকে সমুন্নত রেখে অতীতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। কমপিউটার জগৎ-এর সফলতা কামনা করি।

আফতাবুল ইসলাম

প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী, ইন্টারন্যাশনাল অফিস ইকুইপমেন্ট

তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ মাসিক কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে প্রথম বাংলায় প্রকাশিত নিয়মিত আইটিবিষয়ক পত্রিকা। পত্রিকাটি দেশের কমপিউটারের ব্যাপক প্রসারে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে। এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আবদুল কাদের এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। এদেশের আইটি সেক্টরের উন্নতির জন্য ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার পার্ক, কর মওকুফ প্রভৃতির দাবিতে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তরুণ সমাজের মধ্যে আইটি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য দেশে প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তিনি বিস্ময় সৃষ্টি করেন। আমার কাছে মনে হয়, তিনি শুধু একজন ব্যক্তি নন, একটি ইনস্টিটিউশনও। কমপিউটার যে দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হতে পারে সে উপলব্ধিতে তার পত্রিকা কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা শুরু হয় 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই' দাবিতে। আজকে আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলছি, এটা তারই ধারাবাহিকতার ফসল। আবদুল কাদেরের আদর্শ ও নীতি অটুট রেখে কমপিউটার জগৎ এগিয়ে যাক– এ প্রত্যাশা করি। কমপিউটার জগৎ পত্রিকার সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আজিজুর রহমান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনটেক্স আইটি লি.

নিঃসন্দেহে বলা যায়, কমপিউটার জগৎ এদেশে আইটিবিষয়ক পত্রিকাগুলোর মধ্যে অগ্রপথিক। এ পত্রিকাটি সবসময় যুগোপযোগী বিষয়গুলো পাঠকদের সামনে তুলে ধরে আসছে। আমাদের দেশে আইটি সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ পত্রিকাটির যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে আইসিটি সেক্টরে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কমপিউটার জগৎ তার সূচনালগ্ন থেকে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আগামীতেও যেন এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে সে প্রত্যাশা করি।

মোহাম্মদ আবু নাসের

প্রধান নির্বাহী, আলোহা আইশপ

কমপিউটার জগৎ-এর ১৮ বছর পূর্ণ হলো– এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের আইসিটি অঙ্গনে এক মাইলফলক। কমপিউটার জগৎ এমন এক পত্রিকা, যা এর সূচনালগ্ন থেকে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন হিসেবে এমনসব বিষয় নির্বাচন করে আসছে যার যথাযথ বাস্তবায়ন হলে আমাদের অর্থনীতির চেহারাটাই পাল্টে যেত। দেশের অর্থনীতিতে উলে-খযোগ্য ভূমিকা রাখতে এমন কোনো বিষয়ই কমপিউটার জগৎ-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাছাড়া জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোর প্রতি সচেতনতা সৃষ্টিতে কমপিউটার জগৎ-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। বিশ্বব্যাপী এপলের জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়ছে। সুতরাং কমপিউটার জগৎ-এর উচিত এপলের বিভিন্ন পণ্যের ওপর আলাদা বিভাগ খোলা। কমপিউটার জগৎ পরিবারের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

আব্দুল-াহ এইচ কাফী

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জেএএন অ্যাসোসিয়েটস

কমপিউটার জগৎ-এর ১৮ বছর পূর্তিতে এ পত্রিকা পরিবারের সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশের আইটি খাতকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এ পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। বাংলা আইটিবিষয়ক পত্রিকা হবে, এটা ১৫-২০ বছর আগে আমরা ভাবতেও পারেনি। এ দুঃসাহসিক কাজটি করে গেছেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রচারবিমুখ মানুষ মরহুম আবদুল কাদের। তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নিয়ে যেসব লেখালেখি করেছেন এবং দাবি জাতির সামনে তুলে ধরেছিলেন, তা যদি আমরা আমলে নিতাম বা গুরুত্ব দিতাম, তাহলে দেশের অর্থনীতির ভিত অনেক সুদৃঢ় হতো। বিস্ময়কর হলেও সত্য, মরহুম আবদুল কাদের আজ থেকে ১০-১২ বছর আগে যেসব বিষয়ে জাতিকে সচেতন করতেন বা করতে চেষ্টা করেছেন তার পত্রিকার মাধ্যমে, আজ সেগুলোর কিছু কিছু বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চলছে। কমপিউটার জগৎ-এর আরেকটি অন্যতম সফলতম দিক হলো আইসিটিসংশি-ষ্ট লেখক ও সাংবাদিক তৈরিতে বিরাট ভূমিকা রাখা। কমপিউটার জগৎ-এর আইটি খাতে অবদানের জন্য মরহুম আবদুল কাদেরকে জাতির শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা উচিত। পত্রিকাটি বাংলাদেশের আইসিটি অঙ্গনে সময়ের দর্পণ। কমপিউটার জগৎ শুধু একটি পত্রিকা নয়, আমার কাছে মনে হয় একটি ইনস্টিটিউশন।

মোস্তাফা জব্বার

সভাপতি, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি

তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক একটি সাময়িকী পত্রিকার আঠারো বছর অতিক্রম করা মোটেই কম কথা নয়। কমপিউটার জগৎ অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই কাজটি করেছে। মরহুম অধ্যাপক আবদুল কাদের যদি আজ সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতেন তবে আমি অনেক ▸

এ.টি. শফিকউদ্দিন আহমেদ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইন্টারন্যাশনাল কমপিউটার ডিভিশন

কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে বেশি প্রচারিত ও জনপ্রিয় বাংলা আইটি পত্রিকা। এর মান এখনো আগের মতো অব্যাহত আছে। এ পত্রিকাটি তার সূচনালগ্ন থেকে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রেখে আসছে। এক্ষেত্রে মরহুম আবদুল কাদেরের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে পাঠকসাধারণের সামনে নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে লেখালেখির পাশাপাশি কমপিউটার জগৎ সরকারি মহলকে সচেতন করার ক্ষেত্রে অতীতের মতো ভূমিকা রাখবে এ প্রত্যাশা করি। কমপিউটার জগৎ-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

মো: সবুর খান

চেয়ারম্যান, ডেফোডিল কমপিউটার্স

কমপিউটার জগৎ তার অব্যাহত প্রকাশনার মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কে দেশের আপামর জনসাধারণকে যেভাবে সচেতন করে আসছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আগামীতে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে আমি সে প্রত্যাশা করি। বিশ্বের বিভিন্ন জনপ্রিয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইটি ম্যাগাজিনগুলোর ওয়েব ভার্সন থাকে। আমরা প্রত্যাশা করি কমপিউটার জগৎ-এরও একটি সমৃদ্ধ ওয়েব ভার্সন থাকবে। কেননা এটা এখন যুগের চাহিদা। জেনে সুখী হলাম, এ কাজটি এরই মধ্যে সূচিত হয়েছে। আমি কমপিউটার জগৎ-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

মোস্তফা সামসুল ইসলাম

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জোরা লিমিটেড

কমপিউটার জগৎ-এর ১৮ বছর পূর্তি নিঃসন্দেহে আনন্দের সংবাদ। কমপিউটার জগৎ দেশের আইসিটি খাতকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে এক পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এক কথায় বলা যায়, জনগণের মাঝে এবং সরকারি নীতিনির্ধারণী মহলে আইসিটি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিতে কমপিউটার জগৎ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। কমপিউটার জগৎ-এর গঠনমূলক লেখালেখি, নতুন নতুন প্রযুক্তিপণ্য সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা পাঠকদেরকে কমপিউটার কেনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছে, যা প্রকারান্তরে আইটি ব্যবসায়ীদেরকে সহায়তা দেয়। এ পত্রিকার দিকনির্দেশনামূলক লেখাগুলো নতুন কর্মক্ষেত্রের দিক উন্মোচিত হওয়ায় বেকারত্ব দূরীকরণের ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে।
সম্প্রতি আমাদের দেশের আইটি প্রজেক্টের বেশকিছু কাজ আসছে, যা যথাযথ লোক বা ব্যবসায়ীরা পাচ্ছে না। সে ব্যাপারে কমপিউটার জগৎ অতীতের মতো সোচ্চার হয়ে উঠবে এ আমাদের প্রত্যাশা। তাছাড়া কমপিউটার জগৎ তার পত্রিকার জব কর্নার নামে একটি বিভাগ খুলতে পারে যেখানে শুধু আইসিটিসংশি-ষ্ট পেশার খবর থাকবে।

সারোয়ার আলম

প্রধান নির্বাহী, ইউনাইটেড কমপিউটার সেন্টার

কমপিউটার জগৎ-এর ১৮ বছর পূর্তিতে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন। বাংলাদেশের আইসিটি অঙ্গনে আজকের যে অবস্থান, তার জন্য কমপিউটার জগৎ-এর বলিষ্ঠ অবদান রয়েছে। কমপিউটার জগৎ প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন টেকনোলজি সম্পর্কে তথ্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আগামী দিনেও অব্যাহতভাবে সাবলীল ভাষায় নিত্যনতুন টেকনোলজি সম্পর্কে লেখালেখি করে পাঠক সমাজকে সচেতন করবে, প্রযুক্তিসংশি-ষ্ট বিষয়গুলো আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরবে– সেটা সবার প্রত্যাশা। কমপিউটার জগৎ-এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

স্বদেশ রঞ্জন সাহা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্যাটকম কমপিউটার্স

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কমপিউটার জগৎ-এর ভূমিকা অসীম। আমাদের দেশে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে কমপিউটার জগৎ তার সূচনালগ্ন থেকে ভূমিকা রেখে আসছে। আইসিটি শিল্প বিকাশে অতীতের মতো কমপিউটার জগৎ-এর অব্যাহত সাপোর্ট আমরা পাবো– এ প্রত্যাশা করি। এ পত্রিকার লেখাগুলো চমৎকার। তবে ছাপার মান ও পেজ মেকআপের ক্ষেত্রে আরো বৈচিত্র্য এবং নতুনত্ব আনার চেষ্টা করা উচিত।

হাবিবুল-াহ এন করিম

সভাপতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস

কমপিউটার জগৎ বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রথম ডেডিকেটেড পত্রিকা, যা এদেশে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক মাইলফলক। অনেক কষ্টের পথ-পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে পত্রিকাটি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যার পেছনে ছিল কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আবদুল কাদেরের নিরলস প্রচেষ্টা। তার প্রচেষ্টা ও স্বপ্নকে আমাদের যথাযথ সম্মান করা উচিৎ। কমপিউটার জগৎ পত্রিকার সবচেয়ে উলে-খযোগ্য দিক হলো এদেশের যুবশ্রেণীকে আইসিটিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ডজনখানেক আইসিটিবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রেরণার উৎসই হলো কমপিউটার জগৎ। শুধু আইসিটি বিষয়ে যে জার্নালিজম হতে পারে, তারও পথপ্রদর্শক কমপিউটার জগৎ। কমপিউটার জগৎ যে উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল, তার সুফল মরহুম আবদুল কাদের দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু আমরা তার সুফল ইতোমধ্যে পেতে শুরু করেছি। লোকাল সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিকে উৎসাহ দিতে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ডেভেলপ করা বিভিন্ন সফটওয়্যারের ওপর আলাদা একটি বিভাগ খোলা উচিৎ কমপিউটার জগৎ-এর।

আহমেদ হাসান

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রায়ান কমপিউটার্স

কমপিউটার জগৎ আমাদের পুরো জগৎ। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বুঝতে হলে এ পত্রিকা হাতে নিতেই হবে। এটি যে আমাদের হ্যান্ডবুক হয়ে গেল, তা কিন্তু শুধু আজ হয়নি। ১৮ বছর আগে যখন কোথাও কেউ ছিল না আমাদের কমপিউটার জীবন নিয়ে কথা বলার, তখন কমপিউটার জগৎ হাতে এসেছিল ঝলমলে সৌষ্ঠব নিয়ে। তাইতো আজ যে-ই বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বুঝতে আসে, সে SAP হোক কিংবা ইন্টেল বা SONY VAIO হোক প্রথমে খুটিয়ে জানতে চায় কমপিউটার জগৎ কি লিখলো।

জমজমাট বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯ অনুষ্ঠিত

মইন উদ্দীন মাহ্‌মুদ

বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতি (বিসিএস) বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ২৫ থেকে ২৮ মার্চ আয়োজন করে 'বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯'। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল প্রযুক্তির কার্যকর প্রসার, ব্যবহার ও শিল্প বিকাশ হতে পারে এ দেশের অর্থনীতির উন্নতির চাবিকাঠি। সেজন্য 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' নির্মাণের সূচনা করতেই বিসিএস এ মেলার আয়োজন করে।

২৫ মার্চ বিকেল ৩টায় এ এক্সপো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, বাণিজ্যমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল ফারুক খান এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। ধন্যবাদ জানান মেলার আহ্বায়ক মোঃ শাহিদ-উল-মুনীর।

মোস্তাফা জব্বার সরকারি বিভিন্ন অফিস, আদালত, ভূমি রেকর্ড, রাজস্ব বোর্ড, প্রতিরক্ষা বিভাগসহ সবস্তরে কমপিউটার ব্যবহারের ব্যবস্থা করার দাবি করেন। স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, বাঙালির বিশ্বাস ডিজিটাল শক্তি এনে দেবে আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি। ফারুক খান বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে যত প্রতিবন্ধকতা দেশে আছে, তার সব দূর করা হবে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে কমপিউটার শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ১০ হাজার প্রোগ্রামার তৈরির জন্য সরকার সবধরনের ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত। ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০১৫ সালে প্রাথমিক স্তরে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে। তিনি বলেন, অচিরেই দেশের সবধরনের ই-টিকেট, ই-বিল, ই-টেন্ডারসহ ই-গভর্নেন্স চালু হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিসিএসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে একটি সনি ভায়ো ল্যাপটপ কমপিউটার উপহার দেয়া হয়। এছাড়া বিসিএসের সাবেক আট সভাপতিকে সম্মাননা দেয়া হয়।

বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯-এ সহযোগিতা করেছে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণায়ের অধীনস্থ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ মেলার স্পন্সর ছিল একটেল, লেনোভো, মাইক্রোসফট, স্যামসাং এবং অফিশিয়াল আইএসপি ছিল বাংলালায়ন কমিউনিকেশন্স লিমিটেড। এছাড়া ই-টিকেটের স্পন্সর ছিল ডেফোডিল কমপিউটারস এবং স্যামসাং।

এবারের প্রদর্শনীতে সরকারি, দেশী-বিদেশী, বহুজাতিক এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদর্শন করেছে তাদের পরিবেশিত আকর্ষণীয় প্রযুক্তিপণ্য, সেবা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড।

লেনোভো : বাংলাদেশে লেনোভোর পরিবেশক থাকরাল ইনফরমেশন সিস্টেমস লি. এ মেলায় উন্নত ফিচারসমৃদ্ধ বিভিন্ন মডেলের ও দামের নোটবুক প্রদর্শন ও বিক্রি করে আকর্ষণীয় দামে। সঙ্গে ছিল আকর্ষণীয় গিফট বক্স।

একটেল : একটেল জিপিআরএস প্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বল্প মূল্যে পোস্টপেইড ও প্রিপেইড সিম অফার করে। প্রিপেইডে সারাদিন ৫৫ টাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারের বিশেষ অফার ছিল গ্রাহকদের জন্য।

মাইক্রোসফট : মাইক্রোসফট এ মেলায় তাদের আনলিমিটেড পটেনশিয়াল প্রোজেক্ট সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করে।

স্যামসাং : স্যামসাং তাদের প্যাভিলিয়নে প্রদর্শন করে স্যামসাংয়ের বিভিন্ন প্রযুক্তিপণ্য। এসব প্রযুক্তিপণ্যের মধ্যে ছিল বিভিন্ন মডেল, কনফিগারেশন ও কম দামের এলসিডি মনিটর, ডিজিটাল ক্যামেরা, লেজার প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ডিজিটাল ফটোফ্রেম। স্মার্ট টেকনোলজিস এ মেলায় স্যামসাংয়ের হ্যান্ডি ক্যামেরার প্রদর্শন করে।

বাংলালায়ন : বাংলালায়ন এ মেলায় তাদের দুটি পণ্যকে বিশেষভাবে উপস্থাপন করে, যার একটি হলো ওয়াইম্যাক্স এবং অপরটি হলো সানটেল। বাংলালায়নই এদেশে প্রথম ওয়াইম্যাক্স সেবা নিয়ে আসছে।

ফ্লোরা : ফ্লোরা লি. ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯ উপলক্ষে এইচপি কম্প্যাক ও ডেল ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেল ও কনফিগারেশনের নোটবুক আকর্ষণীয় দামে বিক্রি করে। তাদের স্টলে এপসনের পার্সোনাল ফটোল্যাব ও মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, এইচপির বিভিন্ন মডেলের ডেস্কজেট, লেজারজেট, স্ক্যানার, এইচপি কালার লেজারজেট প্রিন্টার, অলিম্পাস ও নিকন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন মডেলের ডিজিটাল ক্যামেরা প্রদর্শন করে।

ইন্টেল : ইন্টেলের স্টলের আকর্ষণ ছিল ইন্টেলের নতুন প্রসেসর কোরআই ৭-এর পারফরমেন্স প্রদর্শনসহ ইন্টেল অ্যাটম প্রসেসরসমৃদ্ধ বিভিন্ন মডেলের সাশ্রয়ী মূল্যে কাসমেট পিসি, যা এদেশে বাজারজাত করা হচ্ছে ব্র্যাকনেট কাসমেট পিসি।

জেএএন অ্যাসোসিয়েটস : এদের স্টলের প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন কনফিগারেশন ও মডেলের ডিজিটাল ক্যামেরা, ক্যাননের ইঙ্কজেট, মাল্টিফাংশনাল প্রিন্টার, লেজার প্রিন্টার ও ফ্যাটবেট স্ক্যানার।

ডেফোডিল : ডেফোডিল গ্রুপের পক্ষে মেলায় অংশ নেয় তাদের অঙ্গপ্রতিষ্ঠানগুলো। তারা ডেফোডিল পিসি, নোটবুক, মাল্টিমিডিয়া সিডি, সফটওয়্যার ও বিভিন্ন কোর্সে ২৫ শতাংশ ছাড় ঘোষণা করেছে।

ডি.নেট : এ পর্যন্ত ডি.নেট যত গবেষণা করেছে সেগুলো পিডিএফ আকারে ইলেক্ট্রনিক্স ম্যাটেরিয়ালে রূপান্তর করা হয়েছে। মেলায় তা প্রদর্শন করা হয়।

সোলিনফো : এটি একটি এনজিও, যারা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করে। এরা শিশুদের বিনামূল্যে কমপিউটার শিক্ষা দেয়।

এসআইসিটি : দেশের আইসিটি খাতের উন্নয়নে সাপোর্ট টু আইসিটি টাস্ক ফোর্স (এসআইসিটি) একটি সরকারি প্রকল্প। এ পর্যন্ত সরকারের ৪০টি আইটি প্রকল্প নিয়ে তারা কাজ করেছে। মেলায় তারা ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে ধারণা ও তথ্য দেয়।

সিডিডি : সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি) মূলত প্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ইস্যুতে কাজ করে। তারা প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার তৈরি করেছে। এই সব সফটওয়্যার মেলায় প্রদর্শন করেছে তারা।

রায়নেস আর্কাইভ : এরা সব ধরনের মিডিয়া আর্কাইভের কাজ করে। ১৯৯৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সব পত্রিকার কিপিং এবং ২০০৬ থেকে সব টিভি ভিডিও কিপিং তারা সংরক্ষণে রেখেছে।

সিএইচটিডিবি : দেশের পার্বত্য এলাকার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (সিএইচটিপিবি) সরকারের একটি প্রকল্প। তারা ১ম থেকে ৫ম শ্রেণীর সব বই সফটওয়্যারে রূপান্তর করেছে। মেলায় ওইসব সফটওয়্যার প্রদর্শিত হয়।

ডাটাসফট : ডাটা সফট চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ অটোমেশন প্রজেক্টের সফটওয়্যার উদ্ভাবন এবং সংস্থাপন করেছে। তারা বিভিন্ন সলিউশনও দিয়ে থাকে। বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯-এর নেভিগেশন সাইট উন্নয়ন ও পরিচালনা করছে তারা।

অরেঞ্জ সিস্টেমস : ডিজিটাল এক্সপো উপলক্ষে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠানটি দেশে আনে অত্যাধুনিক এক প্রযুক্তিপণ্য, যার সাহায্যে হাতে লেখা যেকোনো বিষয় কমপিউটারে সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে কমপিউটারের ফন্টে এনে তা সম্পাদনাও করা যাবে।

এপল : ডিজিটাল এক্সপোতে এপলের থিনোভেটিভ ম্যাকবুক প্রদর্শন করেছে পরিবেশকরা। এ নোটবুকগুলোর প্রধান আকর্ষণ হলো এগুলো দেখতে পাতলা বইয়ের মতো। তাছাড়া অন্যান্য ফিচার তো রয়েছেই। ▶

সেইফ আইটি সার্ভিসেস : প্রদর্শনীতে অত্যাধুনিক এক পণ্য এনেছে সেইফ আইটি সার্ভিসেস লি.। এটি হলো ডিজিটাল ফটো ফ্রেম। তাছাড়া তাদের নতুন পণ্যের মধ্যে ছিল পিসিআইয়ের মুভিং ওয়েবক্যাম।

এক্সেল টেকনোলজিস : জিনিয়াসের ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা প্রদর্শনীতে উন্মোচন করেছে এক্সেল টেকনোলজিস লি.।

কম ভ্যালী : বেনকিউ ব্র্যান্ডের নতুন নোটবুক জয়বুক লাইট প্রদর্শন করেছে কম ভ্যালী লি.। নীল রঙের এ নোটবুকটি ইন্টেল অ্যাটম প্রসেসরসমৃদ্ধ।

'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়াইম্যাক্স'

প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিন সকালে বাংলালায়নের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়াইম্যাক্স' শীর্ষক সেমিনার। বাংলালায়নের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আইসিটি সংক্রান্ত সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু। বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের এমডি আ.ন.ম. গোলাম সারোয়ার, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং আবেদ খান ।

অনুষ্ঠানে ওয়াইম্যাক্সপ্রযুক্তির ওপর চমৎকার একটি উপস্থাপনা করেন বাংলালায়নের কনসালট্যান্ট পারভেজ আহমেদ শামীম। এতে ওয়াইম্যাক্সের মাধ্যমে দেশের সর্বত্র যোগাযোগ উন্নত করার পদ্ধতি দেখানো হয়।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, জনগণের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পৌঁছাতে হলে অবশ্যই ইন্টারনেট ব্যবহারের দাম কমাতে হবে।

'স্যামসাং থিন ক্লায়েন্ট মনিটর'

বিকেলে স্যামসাংয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'স্যামসাং থিন ক্লায়েন্ট মনিটর' শীর্ষক সেমিনার। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন স্যামসাং ভারত থেকে আসা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অনিকেত জলতা। তিনি স্যামস্যাংয়ের অত্যাধুনিক এই মনিটরটির ওপর একটি প্রেজেন্টেশন দেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্যামস্যাংয়ের সিনিয়র ম্যানেজার লোকেশ নাগপাল, তাদের বাংলাদেশে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানদ্বয় ইনভেক্স আইটির এমডি আজিজ রহমান এবং স্মার্ট টেকনোলজিসের এমডি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

'ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা : জনগণের দ্বারপ্রান্তে নাগরিক সেবা'

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা : জনগণের দ্বারপ্রান্তে নাগরিক সেবা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকটি ২৭ মার্চ সকালে অনুষ্ঠিত হয়। ইউএনডিপি বাংলাদেশ কৌশলগত সহযোগী হিসেবে সহায়তা দেয়। বৈঠকের প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। বিশেষ অতিথি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ইকবাল মাহমুদ।

বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজারে অনুষ্ঠিত এ গোলটেবিল বৈঠকে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন মোস্তাফা জব্বার। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন ইউএনডিপি বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কে এ এম মোর্শেদ। প্যানেল আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন সংসদ সদস্য ড. আকরাম চৌধুরী, বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক মাহফুজুর রহমান, নারী নেত্রী শিরিন আখতার, বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি মো: সবুর খান ও মো: ফয়েজউল্যাহ্ খান, সাবেক মহাসচিব আলী আশফাক, ডাটা সফট সিস্টেমস লি-এর এমডি মাহবুব জামাদ, ইউএনডিপির নন্দিতা দত্ত, ড. মতিউর রহমান, ড. আব্দুস সাত্তার।

কে এ এম মোর্শেদ তার মূল প্রবন্ধে বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্নপূরণে প্রথমেই সব ধরনের সেবা জনগণের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে অবিলম্বে ই-গভর্নেন্স চালু করতে হবে। এজন্য সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে।

এইচ টি ইমাম বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করতে হলে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোল' এমন একটি আন্দোলন দরকার।

সংসদ সদস্য ড. আকরাম চৌধুরী টেলিকনফারেন্স, টেলিমেডিসিন, প্রতিগ্রামে তথ্যকেন্দ্র তৈরি এবং সর্বপরি ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রচলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

আব্দুল আজিজ বলেন, যারা ই-গভর্নেন্স চালুর আন্দোলন করছে, যারা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন তাদের উদ্যোগ ও আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু যাদের জন্য এ উদ্যোগ তারা এ বিষয়ে কতটুকু সচেতন তা জানা দরকার।

শিরিন আখতার বলেন, অটোমেশন পরবর্তী সংকটগুলো কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়ে আগাম পদক্ষেপ নিতে হবে।

মো: সবুর খান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে অবশ্যই সরকারি চাকরিতে আইটি ক্যাডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মো: ফয়েজউল্যাহ্ খান প্রত্যেক গ্রামগঞ্জে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সাইবার কিয়স্ক স্থাপনের আহবান জানান। মো: আলী আশফাক অবিলম্বে জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা চালুর অনুরোধ জানান। মাহবুব জামান সরকারি প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস অটোমেশনে বাধাগুলোর কথা তুলে ধরেন।

'শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি'

'শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিত্তি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২৭ মার্চ বিকালে বিসিএস আয়োজিত গোলটেবিলে ইউএনডিপি বাংলাদেশ কৌশলগত সহযোগী হিসেবে সহায়তা দেয়। এতে প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান। প্যানেল আলোচক ছিলেন- সংসদ সদস্য ড. আকরাম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আবু সাইদ খান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড- রাঙ্গামাটির ভাইস চেয়ারম্যান এস. এম. আশরাফুল ইসলাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নাসের মাহমুদ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার কেন্দ্রের পরিচালক মমিনুল ইসলাম, ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়- জার্মানি'র অধ্যাপক ড. বিভূতি রায়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশ-এর কমপিউটার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. আকতার হুসেইন এবং ইউনিসেফের সাইদুল হক । মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ছিলেন ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান।

প্রদর্শনীতে ল্যাপটপের প্রতি আগ্রহ ছিল শিশু-কিশোরদের

ড. অনন্য রায়হান উলে-খ করেন, সব শিক্ষকের জন্য আইসিটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

ড. মশিউর রহমান বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে, আইসিটির ব্যবহারে অনেক অসুবিধা আছে, সেসব বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে, তা দূর করতে হবে। ড. আকরাম চৌধুরী বলেন, দেশে ই-পার্লামেন্ট ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

ড. আতিউর রহমান বলেন, আগামী দিনে যা দেখতে চাই এখনই তেমন শিক্ষা দিতে হবে। অধ্যাপক ড. আবু সাইদ খান বলেন, শিক্ষায় আইসিটি ব্যবহারের বাধা হলো প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও প্রযুক্তিতে দক্ষ মানবসম্পদের অভাব।

সাইদুল হক বলেন, মোবাইল প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে প্রকাশে বাধ্য করতে হবে।

এস. এম. আশরাফুল ইসলাম, ৩-৬ বছর বয়সের শিশুদের শিশু শিক্ষা প্রকল্প চালু করার প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন। অধ্যাপক ড. বিভূতি রায় বলেন, শিক্ষকদের আইসিটি বাধ্যতামূলক করে তারপর অধ্যাদেশ পাস করতে হবে।

ড. আকতার হুসেইন বলেন, শিক্ষায় হতদরিদ্রতা কেন তা দেখতে হবে। অধ্যাপক ▶

নাসের মাহমুদ বলেন, ই-লার্নিং ও ই-কনটেন্ট ডেভেলপ করতে হবে।

'জনগণের সংযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রাধিকার'

'জনগণের সংযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রাধিকার' শিরোনামে ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এক গোলটেবিল বৈঠক। এতে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বার। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. তওফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বীরবিক্রম। বিশেষ অতিথি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: নাজমুল হুদা খান এবং বিটিআরসির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়া আহমেদ। বৈঠকে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের কনসালট্যান্ট মুনির হাসান। আলোচক হিসেবে অংশ নেন বিসিএসের সাবেক সভাপতি এস. এম. ইকবাল, সাবেক সহ-সভাপতি আহমেদ হাসান জুয়েল, আমাদের গ্রামের রেজা সেলিম, বাংলালায়নের কনসালট্যান্ট পারভেজ আহমেদ।

মূল প্রবন্ধে মুনির হাসান ডিজিটাল দেশের ধারণা, ডিজিটাল প্রযুক্তির বহুমুখিতা ও সার্বজনীনতা, বিশ্বজনীন প্রবেশাধিকার, জনগণের জন্য জনগণের প্রযুক্তি ও একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিশা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ড. তওফিক-ই-এলাহি চৌধুরী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ক্রিটিক্যাল এলিমেন্টগুলো নির্ধারণ করে আপনারা (প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ, প্রাইভেট সেক্টর) সরকারকে দিন, সরকারের অপেক্ষায় থাকবেন না। মো: নাজমুল হুদা খান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ কোনো একটি বিষয়ের ডিজিটালাইজেশন নয়, সব কিছুর সম্মিলিত ডিজিটালাইজেশন। অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়া আহমেদ আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, বিটিআরসি ছড়িয়ে দাও, খুলে দাও নীতি নিয়েছে।

এস. এম. ইকবাল বলেন, আমাদের মেধার ঘাটতি নেই, প্রয়োজন এর যত্নআত্মির ও লালিংয়ের। আহমেদ হাসান জুয়েল বলেন, নিঃসন্দেহে মুনির হাসানের মূল প্রবন্ধটি অত্যন্ত সময়োপযোগী। পারভেজ আহমেদ বলেন, সরকারকে সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যাতে মান নিয়ন্ত্রণ করা যায়। রেজা সেলিম বলেন, আইসিটি নীতিমালা যুগোপযোগী করতে হবে। তিনি বলেন, বিশ্ব ইনফরমেশন সোসাইটি সামিট-এ বাংলাদেশের অংশ নেয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।

সমাপনী

বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯-এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ কমপিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার এবং ধন্যবাদ জানান 'বিসিএস ডিজিটাল এক্সপো ২০০৯'-এর আহ্বায়ক মো: শাহিদ-উল-মুনীর।

তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রদর্শনীর নানা আয়োজন থেকে যেসব বিষয় উঠে এসেছে, যেমন– তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালা যুগোপযোগীকরণ, মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে আইন (কপিরাইট আইন ২০০০) ও বিধি (কপিরাইট রুলস ২০০৬) সংশোধন, পরিমার্জন, প্রযুক্তিবান্ধবকরণ ইত্যাদি বিষয়ও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। মোস্তাফা জব্বার তার বক্তব্যে সরকারের কাছে চারটি দাবি জানান। ০১. সরকারের প্রথম কাজ হবে তার নিজের শতবর্ষী পুরনো কাজের পদ্ধতি পরিবর্তন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করা, ০২. শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন ও শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করা, ০৩. সহজে ব্যবহার করা যায় এমন ই-কমার্স ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং ০৪. তথ্য নীতিমালা পরিবর্তন করা।

প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান, বিসিএস সভাপতি মোস্তাফা জব্বারের দাবি ও চাহিদার সঙ্গে একমত পোষণ করেন এবং সরকার এসব বিষয়ে কমপিউটার সমিতিকে যথাসম্ভব সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন।

ফিডব্যাক : mahmood_sw@yahoo.com

Education Institution Information Management System (EIIMS)

Key features

* Student Information (Admission, Subject, Class Schedule, Attendance, Fees Collection, Marks Sheet, Progress Report, Sports & Cultural Activities etc).
* Teachers & Staff database (Teachers & Staff Information's, Class Schedule, and Salary Payment etc).
* Institution Information's (Committee, Building & Classroom Properties, Yearly Academic Performance, Daily expenditures tracking etc).

For more Information

Chittagong Office:

Mallika Software Consultancy
2nd floor, 113 Sheikh Mujib Road
Agrabad, Chittagong.
Phone: 031-710253
Mobile:01670475788
Email: info@mallikasoft.com
Web: www.mallikasoft.com

Partner (Dhaka Office):

nexTrack Ltd.
House#8, Road #3, Sector #6
Uttara, Dhaka 1230
Mobile: 01712269257
Phone: 02-8919145, 8917065
Email: sales@nextrackint.com
Web: www.nexplanet.com

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে ডিজিটাল প্রতিযোগিতা

জাতীয় ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০০৯

মর্তুজা আশীষ আহমেদ

বাংলাদেশে স্কুল পর্যায়ে বা কলেজ পর্যায়ে যেকোনো ধরনের মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা খুব কম হয়। কিন্তু এসব মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতার উপযোগিতা আছে।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের দেশে সরকারিভাবে এ ধরনের কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় না। যা কিছু হয় তা বেসরকারিভাবে এবং দেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের কল্যাণে। ইদানিং গণিতের ওপর স্কুলভিত্তিক মেধা প্রতিযোগিতা 'গণিত অলিম্পিয়াড' বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। গণিত অলিম্পিয়াডের পাশাপাশি 'ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড' এখন বাংলাদেশে হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কলেজ পর্যায়ে গত ২৭ মার্চ আহছানুল-হ ইউনিভার্সিটিতে হয়ে গেল 'বাংলাদেশ জাতীয় ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০০৯'-এর ফাইনাল রাউন্ড।

১৯৮৯ সালে বুলগেরিয়ার প্রাগেটজে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বের প্রথম আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড। এই অলিম্পিয়াড হচ্ছে একটি প্রতিযোগিতা, যেখানে প্রতিযোগীদের মুখোমুখি হতে হবে গণিতভিত্তিক কমপিউটিং প্রোগ্রামিংয়ে। এখানে গাণিতসংশি-ষ্ট সমস্যা বেশি সমাধান করতে হয়। দেশভেদে এখানে প্রতিযোগীদের অংশ নিতে হয়। ২০০৪ সালে এখানে ৮৯ দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য বিভিন্ন দেশে সংশি-ষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বুলগেরিয়াতে এবং আগামী বছর এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে কানাডায়।

এ বছর এ প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্যায়ের ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে আহছানুল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিযোগীদের মধ্যে একটি উৎসবমুখর ভাব দেখা গেছে। বিশেষত এদের মধ্যে অনেকেই প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। আয়োজকদের ব্যবস্থাপনাও ভালো ছিল। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে দূর-দূরান্ত থেকেও প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছে। এটা থেকে আয়োজনের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। এই প্রতিযোগিতায় সহায়তা করেছে আহছানুল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স এবং মাইক্রোসফট বাংলাদেশ।

বিভাগীয় পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিভাগ থেকে অংশ নিয়েছে ১২টি কলেজের মোট ৮৪ জন। সিলেটের ৫টি কলেজ থেকে ৩২ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। একইভাবে চট্টগ্রাম থেকে ২৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এদের মধ্য থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাই করে ঢাকায় চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়া হয়।

এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ডে যেসব

জাতীয় ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড ২০০৯ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশে

সমস্যা দেয়া হয়েছে, তা বুয়েটের কয়েকজন মেধাবী প্রোগ্রামারের তৈরি। তারাই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসেবে সহযোগিতা করেছে। প্রতিযোগীদের যেসব সমস্যা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে গণিত বিভাগে ৬টি এবং প্রোগ্রামিং বিভাগে ৮টি সমস্যা ছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিযোগী একাধিক সমস্যা সমাধান করতে পেরেছে।

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ বলেন, আজ বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য আগামী দিনের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া। সবাই এক উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশের স্বপ্নে একমত। এজন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কোনো বিকল্প নেই। সবাই এই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বললেও এর বাস্তবায়ন করতে তরুণ প্রজন্মকে গণিত ও বিজ্ঞানমনস্ক তথা কমপিউটারমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য এ ধরনের আরো প্রতিযোগিতার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরো বলেন, আগামী ৮ থেকে ১৫ আগস্ট এর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা যায়, এবারে ৮০-৯০টি দেশ অংশ নেবে। এর আগে বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতায় তিনবার অংশ নিয়েছে। এবারে চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশ অংশ নিতে যাচ্ছে।

আহছানুল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এ কে কামালউদ্দিন বলেন, প্রোগ্রামিং অনেকের কাছেই সহজ কোনো বিষয় নয়। আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে এই বিষয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. সাদ উল-হ বলেন, দেশের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ছাড়া কোনো উপায় নেই। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এধরনের প্রতিযোগিতাকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

আহছানুল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম আনোয়ার হোসেন বলেন, আমরা এধরনের ভালো কিছু করার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট। এর ধারাবাহিকতায় জুন মাসে আমাদের নিজস্ব কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সাথে আমাদের চিন্তাভাবনা আছে জাতীয় পর্যায়ে এমন কোনো প্রতিযোগিতার আয়োজন করার।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে আহছানুল-হ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবদুল-হ আল মামুন বলেন, কায়কোবাদ স্যার অনেকদিন আগে থেকেই এ ধরনের একটি প্রতিযোগিতা করা যায় কি-না, সে ব্যাপারে আমাদেরকে বলে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের আগের ক্যাম্পাসের স্থান সঙ্কুলানের অভাবে আমরা এ ধরনের কিছু করতে পারিনি। এখন এসব সমস্যা দূর হয়েছে বলে আমরা এই প্রতিযোগিতার জন্য সবুজ সঙ্কেত দিতে পেরেছি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড কমিটির চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল না থাকলেও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ফেলো ড. এম আলী আসগর। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ড. এম আলী আসগর এবং বুয়েটের প্রোগ্রামিং কোচ যিনি আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াডের ছাত্রদের গাইড ড. মামুন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছে ঢাকা সিটি কলেজের ছাত্র মোঃ আবিরুল ইসলাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে নটর ডেম কলেজের ছাত্র মেহেদি হাসান এবং ফাহিম জুবায়ের।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

তথ্যসেবায় স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে

ইউআইসি

মানিক মাহমুদ

মার্চ, ২০০৯-এ দেশের দশটি ইউনিয়ন পরিষদে 'ইউআইসি তথা ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার'-এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০০৯-এর মধ্যে আরো ২০টি ইউনিয়ন পরিষদে এ কার্যক্রম বিস্তৃত হতে যাচ্ছে। এর সমন্বয় করছে স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এনআইএলজি) এবং এতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এটুআই পরিচালিত হয় ইউএনডিপির অর্থায়নে। এ ৩০টি ইউআইসি এটুআই-এর 'কুইক উইন ইনিশিয়েটিভ' হিসেবে পরিচিত।

এটুআই-এর উদ্যোগে মে ও জুন ২০০৮-এ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ই-গভর্নেন্স সার্ভিস বিষয়ে একাধিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সব মন্ত্রণালয়ের সচিবরা অংশ নেন। কর্মশালায় সচিবরা প্রতিটি মন্ত্রণালয় থেকে একটি করে ই-সার্ভিস চিহ্নিত করেন। একইভাবে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকেও দু'টি ই-সার্ভিস চিহ্নিত করা হয়। এর একটি 'ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার তথা ইউআইসি, অন্যটি ঢাকা সিটি করপোরেশন কলসেন্টার তথা ডিসিসি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবরা এ ই-সার্ভিসেস এটুআই-এর কুইক উইন ইনিশিয়েটিভ প্রস্তাবনা হিসেবে উপস্থাপন করেন।

একই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কিভাবে তথ্যসেবা দ্রুত তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া যায়, তা নিয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা চলছিল। এটুআই-এর কুইক উইন উদ্যোগ এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। এর সূত্র ধরে এনআইএলজি-র কর্মসূচি ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিচালক প্রশান্ত কুমার রায়কে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি কুইক উইন প্রজেক্ট প্রস্তাবনা তৈরি করে। গত আগস্ট ২০০৮-এ এ কমিটি এটুআই প্রোগ্রামের সাথে যৌথভাবে ইউআইসি-এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। এ প্রতিবেদনের আলোকে 'পাবলিক-প্রাইভেট পিপলস পার্টনারশিপ' তথা পিপিপিপি মডেলে ৩০টি ইউনিয়ন ইনফরমেশন সেন্টার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ মডেল নির্বাচন করার ক্ষেত্রে ইউএনডিপির মাধাইনগর ও মুন্সিহাট ইউনিয়ন পরিষদে পাইলট প্রজেক্ট 'ইউনিয়ন পরিষদ ভিত্তিক কমিউনিটি ই-সেন্টার'-এর অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নেয়া হয়।

ইউআইসি একটি 'পাবলিক-প্রাইভেট-পিপলস পার্টনারশিপ মডেল'। এ মডেল অনুযায়ী ইউআইসি স্থাপিত হবে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে। পরিচালিত হবে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় দু'জন উদ্যোক্তার সমন্বয়ে। ইউআইসির প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় বহন করবে ইউনিয়ন পরিষদ ও উদ্যোক্তাদ্বয়। ইউআইসির জন্য ডিজিটাল তথ্যভান্ডার এবং একটি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও জেনারেটর সরবরাহ করবে এটুআই প্রোগ্রাম। ইউনিয়ন পরিষদ ও উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনঅবহিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ স্থানীয় সরকার বিভাগের পক্ষে এনআইএলজি সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে। এটুআই প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা দেবে।

এ মডেল তৈরি হয় একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউআইসি বিষয়ে বিভিন্ন টেলিসেন্টার প্র্যাকটিশনার, বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক, এটুআই এবং একাধিক দাতাসংস্থার সাথে একাধিকবার আলোচনা করে। পরে ইউআইসির সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে একাধিক টেলিসেন্টার পরিদর্শন করা হয়। এতে মাধাইনগর ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত সিইসি এবং বেসরকারি উদ্যোগে অন্যান্য একাধিক টেলিসেন্টারের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করা হয়। এসব টেলিসেন্টারে খুঁজে দেখা হয় এর সক্ষমতা, দুর্বলতা, ঝুঁকি, সম্ভাবনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবার বিষয়টি। এতে প্রতিটি এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ, স্থানীয় প্রশাসন, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করা হয় ইউআইসি সম্পর্কে। এ আলোচনার অন্যতম বিষয় হয় ইউআইসির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আসবে কোথা থেকে, ইউআইসি কারা পরিচালনা করবে, ইউআইসি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই করার বিষয়টি নিশ্চিত হবে কিভাবে? আলোচনায় দেখা যায়, ইউআইসি শুরু হোক এ আগ্রহ সবার। ইউআইসি কিভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই হবে সেজন্য সবাই প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেবার আগ্রহ দেখায়। কিন্তু বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তা নির্বাচন করার প্রশ্নে কিছুটা জটিলতা তৈরি হয়। ইউনিয়ন পরিষদের কিছু চেয়ারম্যান বলেন, উদ্যোক্তার দরকার নেই পরিষদের সদস্যরাই ইউআইসি পরিচালনা করবে। অন্যরা এর বিরোধিতা করে বলেন, না, তা ঠিক হবে না। কারণ ইউআইসিকে ব্যবসায়িকভাবে সফল হতে হবে যা ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং দু'জন উদ্যোক্তা এ ইউআইসিকে ব্যবসায়িকভাবে চালানোর অর্থ হলো তাদের কর্মসংস্থান হবে। এ যুক্তিতে সবাই একমত হলেন। বিনিয়োগের প্রশ্নে আলোচনা হয় আরো খোলামেলা – প্রাথমিকভাবে ইউআইসি শুরু করার জন্য এক থেকে সর্বোচ্চ দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রস্তাব আসে একক্ভাবে কারোরেই এ অর্থ বিনিয়োগ করার দরকার নেই। এটা হতে হবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে। উলে-খ্য, বিনিয়োগের আগে আলোচনা হয় ইউআইসির জন্য ডিজিটাল তথ্যভান্ডার তৈরি করে দেবে এটুআই। এর জন্য কারিগরি সহায়তা দেবে এনআইএলজি ও এটুআই যৌথভাবে।

ইউআইসি কী?

ইউআইসি হলো ইউনিয়ন পরিষদভিত্তিক একটি অত্যাধুনিক তথ্যকেন্দ্র। স্থানীয় জনগণ সার্বিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে এ তথ্যকেন্দ্র থেকে অবাধে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে জীবিকাভিত্তিক তথ্য ও বিভিন্ন সেবা সংগ্রহ করতে পারবে। ইউআইসি হলো একটি 'পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি চ্যানেল'। অর্থাৎ, স্থানীয় জনগোষ্ঠী ইউআইসির মাধ্যমে সরকারি সব তথ্য ও সেবা দ্রুত ও সহজে পেতে সক্ষম হবে। পর্যায়ক্রমে ইউআইসি হয়ে উঠবে একটি 'ওয়ান স্টপ শপ'-এ। যেখানে সরকারি-বেসরকারি সব তথ্যসেবা পাবার সুযোগসহ ধাপে ধাপে তা হয়ে উঠবে একটি স্থানীয় জ্ঞানভান্ডার হিসেবে। ইউআইসির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং তা পরিচালিত হয় ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় দুই জন উদ্যোক্তার যৌথ সমন্বয়ে। ইউআইসি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে রয়েছে 'ইউআইসি পরিচালনা কমিটি'। এককথায়, ইউআইসি হলো 'সরকারি-বেসরকারি-জনগণ-এর অংশীদারিত্বমূলক' একটি প্রতিষ্ঠান।

ইউআইসির তথ্যসেবাসমূহ

ইউআইসিতে অফলাইন ও অনলাইন মাধ্যমে মানুষ সহজে তথ্যসেবা পেতে পারে। অফলাইনে (সিডি) রয়েছে জীবিকাভিত্তিক এক বিশাল ডিজিটাল তথ্যভান্ডার। অফলাইন তথ্যভান্ডার চারটি ফরমেটে সাজানো রয়েছে – অ্যানিমেশন, ভিডিও, অডিও ও টেক্সট। এর বাইরে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি বিশেষজ্ঞ মতামত এবং তাৎক্ষণিকভাবে হেল্প ডেস্ক থেকে সেবা পাবার সুযোগ।

অফলাইন/অনলাইন তথ্যসেবাসমূহ : বিভিন্ন সরকারি ফরম। সরকারি সার্কুলার, বিধি, বিজ্ঞপ্তি এবং বিভিন্ন ডকুমেন্ট। জন্ম নিবন্ধনকরণ। ভোটার তালিকা হালনাগাদকরণ। নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট। এমপিওভুক্তির তথ্য। ভিজিএফ/ভিজিডি কার্ডের তালিকা। এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার ফলাফল। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তালিকা ও কর্মপরিধি, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন জরিপ। বিভিন্ন সরকারি, আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা এবং এসব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট

(বাকি অংশ ৯০ পৃষ্ঠায়)

Stimulating Economies Through Information Infrastructure

Tarique Mosaddique Barkatullah

Intel Corporation, the largest manufacturer of Microprocessor organized a daylong Southeast Asia Government Economic Forum on 'Stimulating Economies through Information Infrastructure' in Kuala Lumpur, Malaysia on 24th March 2009. The important thoughts and insight were presented in the forum by distinguished speakers: 01. Navin Shenoy, Vice President, Sales and Marketing Group General Manager, Asia-Pacific Region, Intel Corporation; 02. Robert Atkinson, President Information Technology & Innovation Foundation and Advisor to US President Obama Administration on Economic Stimulus; 03. Brian Mefford, Chairman & Chief Executive Officer, Connected Nation; 04. Peter Pitsch, Director Communications Policy, Intel Corporation & Former Chief of Staff of the Commissioner of the FCC; 05. John Davies, Vice President & General Manager, Intel World Ahead Program. The information conveyed in the forum is important in the aftermath of the global recession and for the government's declared vision of the 'Digital Bangladesh'.

The gloom of recession has many brighter and innovative sides. Many readers may not be aware about the common factor of these three companies: General Electric, Google & Hewlett Packard that they were all started during an economic downturn:

1. GE- founded in 1892, during the Long Depression. The Long Depression was an alleged depression or recession that supposedly affected much of the world and was contemporary with the Second Industrial Revolution.

2. HP – founded in 1939, during the Great Depression. The Great Depression was a worldwide economic downturn starting in most places in 1929 and ending at different times in the 1930s or early 1940s for different countries.

3. Google – founded in 1998, after Black October. In October 19, 1987 stock markets around the world crashed, shedding a huge value in a very short time.

The challenges of the gloom of recession have been historically challenged through largest projects in history. The figure presented here gives the global initiatives and stimulus taken at various periods of recessions utilizing IT.

In 1998 when recession hit hard on Asian economies Taiwan increased investment in ICT design and manufacturing, ICT infrastructure to accelerate innovation and broadband to support private sector and government services online. This resulted in Taiwan emerging as ICT giant, global center for PC design and Innovation and creations of high value jobs.

Vietnam in its bid to achieve global competitiveness, economic growth and jobs creation approved US$1 billion stimulus through VAT reduction and duties elimination for all IT products, provisioning from Universal Service

Fund (USF) to complement Broadband funding and interest rate subsidies (4%) for business loan.

The US government has also approved $787 billion stimulus package with the motivation to create jobs and new industries. This stimulus package has component of US$6~9 Billion for broadband and US$ 50 billion for energy smart grid.

The Peoples Republic of China has allocated US$ 570 billion with the motivation of economic growth and to emerge from recession even more competitive.

Use of ICT in the stimulus program of various governments are documented in 'Digital Prosperity' published by The Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), which states that:

'The economists in all strong economies have come to consensus by late 1990 that more and better use of IT is the major driver of productivity growth. Research has shown that productivity effects of IT were not concentrated just in the IT producing sector. It was found that productivity boom was broad based with two-thirds of industrial sectors experiencing an acceleration of productivity after the mid-1990s. It has been observed that even though IT investment has increased, it is still less than 25 percent of the total capital investment. Why then has it had such a large impact on productivity? One reason is that it seems to be 'Super Capital' that has much larger impacts on productivity than other forms of capital equipment. For example Gilchrist, Gurbaxani and Town (2001) found that accelerated investment in IT generated increases in productivity over three times greater than would be for the case if it were other kinds of capital investment. A similar study in Australia (Poon and Davis, 2003) found that IT investment were four to five times more productive than other capital'.

A report titled 'The Digital Road to Recovery: A Stimulus Plan to Create Jobs, Boost Productivity and Revitalize America' published in January 2009 by ITIF identifies and analyzes the employment impact of investments in three IT Infrastructure projects that 01. contribute to significant immediate direct and indirect job growth in US economy, 02. create a 'network effect' throughout the economy that in some cases doubles the number of directly created jobs; and 03. provide a foundation for longer term benefits, including government cost savings, economy-wide productivity, and improved quality of life for Americans. The three IT infrastructure projects are broadband networks, health IT and the smart power grid.

Robert Atkinson and Daniel D Castro in their report 'Digital Quality of Life' states that ICT is the most important factor driving improvement in a vide areas critical for the quality of life for individuals and healthy societies. But by and large, policymakers have not fully appreciated extent to which IT is driving change and enabling improvements, nor the impact-pro or con-that public can have on this development. The report suggests that it is imperative that policymakers around the globe follow at least ten key principles if their citizens and societies are to fully benefit from the digital revolution. To ignore these principles risks slowing down digital transformation and minimizing the benefits of a digital society. These principles are outlined below.

Look to Digital Progress as the Key Driver of Improved Quality of Life : Spurring widespread use of IT must become a key component of public policy, supplementing government's ▸

three traditional tools: tax policy, government programs, and regulation. Progress in a host of policy areas—including health care, transportation, energy, environment, public safety, and the economy—will be determined in part by how well nations develop and deploy IT. As an example, solving surface transportation challenges will be difficult without the widespread use of IT, whether it is to implement congestion pricing or to provide real-time information on traffic conditions. Indeed, IT transformation must become a key component not just of government agencies dealing with commerce or telecommunications but of every government agency or ministry.

Invest in Digital Progress : Many of the technologies and applications driving digital progress will be developed by the private sector and purchased by individuals, with little or no role needed for government. But many IT applications are inherently related to core public functions including transportation, education, health care, public safety, the provision of government services, community development, and the environment. These IT applications must be considered critical areas for increased public investment because they form core components of the new "intangible" public infrastructure that is driving improvements in quality of life. In addition, governments should be investing in research and development (R&D) and supporting private sector R&D to help develop new technologies and applications, including areas such as robotics and large-scale sensor networks.

Ensure Affordable and Widespread Digital Infrastructure : For the digital revolution to continue, policymakers must invest in renewing and revitalizing the underlying digital infrastructure. This entails not only spurring investment in physical IT infrastructure, but also ensuring that the appropriate and necessary regulations and standards exist to spur, and not hinder, adoption. Thus, for example, policymakers should make adequate spectrum available for wireless innovation by taking measures to open up unused "white spaces." In addition, policymakers must remain vigilant in ensuring that the components of our digital infrastructure, from global positioning system (GPS) signals to high-speed broadband Internet access, continue to be upgraded and improved.

Encourage Widespread Digital Literacy and Digital Technology Adaption : The benefits and promise of the digital information revolution are immense. As IT becomes more central to improvements in our lives, it is important to ensure that people are digitally literate and have access to digital tools so that they can realize the full benefits of the digital revolution. To succeed in today's global, knowledge-based economy, people at least need basic computer and Internet skills. In 2008, about 75 per cent of American adults reported using the Internet; the comparable percentage in many developing nations was far lower. Governments in the United States and elsewhere need to do more in partnership with the nonprofit, and sub-national government sectors to spur widespread digital literacy and technology adoption.

Do Not Let Concerns about Potential or Hypothetical Harms Derail or Slow Digital Progress : By definition, all technological innovation involves change and risk, and driving digital progress is no different. As we go forward in an array of areas, policy-makers must give adequate concern to issues of privacy, security, civil liberties, and other issues. But the focus should be on addressing these concerns where appropriate in ways that enable digital progress to rapidly proceed—not on stopping or slowing digital progress as so many advocacy groups and special interests try to do today. In part because of the claims made by some of these groups, and notwithstanding the progress that IT enables, all too often, well-intentioned policymakers are willing to consider laws and regulations that would slow digital transformation and reduce, rot improve, quality of life.

Do Not Just Digitize Existing Problems; Use IT to Find New Solutions to Old Problems : IT offers powerful new methods for collecting, manipulating, and distributing data; however, IT is a means and not an end. Simply using technology to continue existing practices will not necessarily lead to better results. It is important to recognize the potential benefits of IT and promote the use of new solutions that harness 11 to address existing problems in new ways. Organizations may find that investing in IT solutions to solve targeted problems gives them the tools they need to solve additional problems. City governments like Baltimore that collect citywide data, for example, can analyze this information in real-time not only to improve deficient city services but also to discover new opportunities for government savings.

Create Reusable Digital Content and Applications : Rather than focusing on creating flashy websites and graphics, government agencies and ministries should concentrate on creating reusable digital content using interoperable standards such as XML. Providing digital data that can be shared and reused multiplies its value many times—and is far more valuable than just building a website that may only solve a small set of problems. Government alone cannot do it all nor will it always come up with the best solutions. Instead, policymakers should promote efforts that encourage collaboration between stakeholders in the public and private sectors.

Collaborate and Partner with the Private and Nonprofit Sectors : Policymakers should recognize that government alone cannot provide its own digital solutions to every problem and will not always come up with the best solutions. For that reason, the government should embrace opportunities to partner with the private and nonprofit sectors. Currently, in the United States, a number of public-private partnerships are working to spur demand for broadband services.

Lead by Example : When practical, government should be an early adopter of new technology rather than solely relying on industry to lead the way. Through technological leadership, government can play an important role in spurring markets and proving concepts. By establishing tele-work policies and creating tele-work best practices, for example, government agencies can pursue green IT initiatives.

Nudge Digital : By using "choice architecture," institutions can encourage or discourage certain group behaviors—when appropriate, policymakers should nudge citizens to adopt digital technologies that deliver proven value. As shown repeatedly throughout this report, digital solutions often provide substantial cost-savings while improving quality and outcomes. For example, imagine all of the savings in energy and paper if by default all personal banking and credit card statements were electronic. If citizens had to opt-out of programs, such as receiving electronic statements, instead of opting in, more individuals would participate. Governments should make or allow the default choice to be digital.

In light of these insights provided in the meet and the government's vision for the 'Digital Bangladesh' it is imperative for the government to consider providing similar stimulus package and investments in the coming budget for the ICT and Power sector.

Feedback : tbarkatullah@yahoo.com

Rashed Uddin Mahmud Says

We Need to Establish the 'Bangladesh' Brand

Mohammed Abdul Wazed

Rashed Uddin Mahmud is a Non-Residential-Bangladeshi (NRB), who lives in the USA. He has graduated in Computer Science and Engineering and has worked in Information Technology sector in the USA at fortune 500 companies like Ford Motor Co., BellCore, IBM for about 10 years now. He was nice enough to give us some of his time during his present visit to Bangladesh.

Computer Jagat: *What are you currently doing at IBM?*
Rashed: I work at one of the IBM UNIX Engineering teams.

Computer Jagat: *What brings you to Bangladesh this time?*
Rashed: I have always had an entrepreneurial mindset and been interested in developing business in the technology sector in Bangladesh. I think Information Technology in Bangladesh is now matured enough, and entrepreneurs should take some initiatives. One of the reasons of my visit is to explore opportunities in this area.

Computer Jagat: *What are your expectations from Bangladesh?*
Rashed: I think Bangladesh has lots of hidden talents and we need to bring them out. I do have high expectations.

Computer Jagat: *What would you say if we ask you to compare the Bangladeshi IT organizations with the American ones?*
Rashed: This is actually a tough one. Bangladesh still has lots of room for improvements in corporate culture. I feel that the work culture and attitude in Bangladesh is very different from USA.

Computer Jagat: *In your opinion, what are the main reasons behind this huge difference between the IT organizations of these two countries?*
Rashed: I would say mainly because of the difference in management of the corporations, and may be because of our culture and the way we think. If we can bring Bangladeshi professionals with solid educational background and work experience back to this country this difference can be minimized.

Computer Jagat: *In your opinion what are the most important issues that we need to work on to get more business investments in the IT field from the foreign countries?*
Rashed: First of all we need a stable Bangladesh. Most of the foreign companies don't have confidence in Bangladesh. We also need to establish the 'Bangladesh' brand.

Computer Jagat: *Recently you have been to the DigitalExpro. What is your opinion about it?*
Rashed: I really had high expectations, but I think we need to make lots of improvements in this kind of expo.

Computer Jagat: *There is a lot of outsourcing IT companies in Bangladesh at present. What do you think about their position in the IT field comparing to those in North America?*
Rashed: From the information I gathered, no one is actually working directly for any big name foreign companies. Outsourcing is happening but in small scale and through several layers and subcontracts. Again, if we can have a stable Bangladesh, change the corporate culture and attitude and the way we think, I'm confident we can get direct contracts from big name companies.

Computer Jagat: *Finally, would you like to share any suggestions or opinions?*
Rashed: We need the right people in the right place. I think there are lots of talents in Bangladesh who are not in business or technology management. They are either working for a company or migrating overseas and never come back. We need them to lead. We need professionals who have passion for technology, who have solid educational background and experience in engineering and technology to lead the technology businesses.

Computer Jagat: *Thank you so much for your time.*
Rashed: Thank you. It's been a pleasure.

Feedback : wazed@comjagat.com

About IBM

IBM's character has been formed over nearly 100 years of doing business in the field of information-handling. Nearly all of the company's products were designed and developed to record, process, communicate, store and retrieve information - from its first scales, tabulators and clocks to today's powerful computers and vast global networks. IBM helped pioneer information technology over the years, and it stands today at the forefront of a worldwide industry that is revolutionizing the way in which enterprises, organizations and people operate and thrive. IBM has become the worldwide leader in UNIX systems revenue through the consistent delivery of POWER processor-based systems with leadership performance and proven reliability. The confidence that IBM will deliver innovative UNIX technologies in a timely manner supports IT infrastructure planning to support business growth. To learn more about IBM, please visit: http://www.ibm.com

HP Delivers Solutions to Change the Economics of Technology

HP on March 20 last has announced new products, solutions and services that enable organizations to address the short-term cost reductions required by today's challenging economy, while laying the groundwork to exit the downturn stronger and more competitive.

Technology plays a major role in determining an organization's success before, during and after a downturn. In a 2007 survey, 99 percent of chief executive officers said technology is integral to the success of their companies. Additionally, in a new study conducted across America, Asia Pacific, and Europe and Middle East, 48 percent of respondents from Asia Pacific indicated they see the current economic climate as an opportunity to restructure their technology environments for the future ■

Abdullah H. Kafi, Managing Director & CEO of JAN Associates Limited receives Best Pavilion Award from Information Minister Abul Kalam Azad at BCS Digital Expo'09

M50Vc for All The Digital Solutions Anytime, Anywhere

The ASUS M50 series is part of the Taiwanese maker's entertainment lineup. As such, it incorporates a variety of multimedia features such as Altec Lansing speakers, high-end graphics card and Super-Multi Double Layer DVD-RW. However, what we did not expect for a laptop at this price range is the huge 320GB of storage capacity, face recognition Webcam and the ExpressGate technology.

On the hardware front, the M50Vc is well equipped with a 2.26 GHz Core 2 Duo P8400, 3GB RAM, and a NVIDIA GeForce 9300M GS with 512 MB of dedicated memory.

The product has a price-tag of Taka 96,500/- only. For contact : 01713257903 ■

Leading IT company MULTILINK has opened its branch in Rajshahi on 15th March, 2009. Hewlett-Packard Co. USA, Country Manager (IPG) Shabbir Shafiullah and other officials was present at the inauguration. Multilink is the key distributor of HP PC, Notebook & Printer products in Bangladesh since 1994

Gigabyte – Intel Joint Press Conference Held

Recently Gigabyte Technology Co. Ltd., a leading manufacturer of motherboards and graphics cards held a joint press conference at Hanover in Germany with chipset giant Intel, announcing Intel's latest technologies delivered from the next generation chipsets, as well as a technical briefing introducing Gigabyte's Ultra DurableTM 3 Technology and upcoming technology trends.

The event kicked off with the opening speech from Henry Kao, World Wide Sales & Marketing Vice President of Gigabyte Technology Motherboard Business Unit. He said 'Since 2006, Gigabyte's core strategy is to focus on delivering high quality, high spec and high performance motherboards.'

Following was an introduction of Intel's new generation processors and chipsets from Zane. A. Ball, Director of Microprocessor Product Marketing, Intel Business Client Group.

Rockson Chiang, Technical Marketing Manager at Gigabyte Technology Motherboard Business Unit presented a series of innovative Gigabyte technologies.

Vincent Chen, Product Manager VGA Business Unit, next presented Gigabyte's Ultra DurableTM VGA technology, featuring lower GPU and memory temperatures, higher over-clocking capability, and lower power switching loss, helping to extend the durability and performance of Gigabyte graphics products. Also included was an introduction of Gigabyte's latest graphics cooling technology, Silent-Cell, that delivers state-of-the-art cooling performance for the ultimate in silent graphic card performance ■

Acer Introduces A New Line of Smartphones

Acer, the third largest vendor in the global PC market (source: Gartner data, 1H 2008) is introducing a new line of smartphones with a broad range of features and innovations. These first devices are mainly targeted at consumers who want to make use of excellent technology both for their personal and their professional needs.

ACER M900: For those who need to have access to email and files at all times, the M900 is an ideal smart handheld device. The M900 comes equipped with GPS, FM Radio, voice recorder and voice-command, as well as expandable memory, and a 5-megapixel autofocus camera with flash. High tech and reliable, the M900 provides security and convenience for the effective management of your business communications on the go.

ACER F900: The F900 was developed to give total control over web browsing on the go. The new user-interface makes navigating through the device a pleasure, providing quick links to contacts, email messages, bookmarks, calendars, date and time, world weather and music.

ACER X960: The X960 is an all-purpose tool designed for those who want multiple features without having to carry several devices.

ACER DX900: The DX900 is the world's first Dual-SIM Smartphone to support both 3.5G (HSDPA) and 2.75G (EDGE) SIM cards allowing you to keep track of both personal and business communications.

Acer products distributed in Bangladesh by its business and service partner Executive Technologies Ltd. Contact : 01919222222 ■

মজার গণিত

মজার গণিত : এপ্রিল ২০০৯

এক. নাম্বার থিওরি বা সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে গণিতবিদদের আগ্রহ অপরিসীম। বিভিন্ন ধরনের নাম্বারের মধ্যে জনপ্রিয় ও উলে-খযোগ্য একটি নাম্বার সিরিজ হলো 'ফিবোনাচি সিরিজ'। এই সিরিজের নাম্বারগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, সিরিজের তৃতীয় নাম্বার থেকে শুরু করে পরবর্তী নাম্বারগুলো তার আগের দু'টি নাম্বারের যোগফলের সমান।

ফিবোনাচি নাম্বারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মজার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বিভাগে ফিবোনাচি নাম্বার ও সিরিজের বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। ফিবোনাচি সিরিজের নাম্বারগুলো উৎপাদকের এক বিশেষ ধরন মেনে চলে। সেটি কী?

দুই. ফিবোনাচি সিরিজের নাম্বারগুলোর সাথে পিথাগোরাসের ত্রিভুজের সম্পর্ক আগেই দেখানো হয়েছে। আরো একটি পদ্ধতি রয়েছে, যা ব্যবহার করে পিথাগোরাসের ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা যায়। এ জন্য ফিবোনাচি সিরিজের চারটি নাম্বার প্রয়োজন। নিয়মটি কী বলতে হবে।

মজার গণিত : মার্চ ২০০৯ সংখ্যার সমাধান

এক. পানীয় মেপে দেয়ার জন্য ছেলেটির কাছে রয়েছে ৩ পাইন্ট ও ৫ পাইন্ট মাপের দু'টি গ-াস আর পানীয়ের জার। এগুলো ব্যবহার করে কিভাবে ছেলেটি ৪ পাইন্ট পরিমাপের পানীয় মেপে দিয়েছিলো সে পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো :

ধাপ ১ : ছেলেটি প্রথমে পানীয়র জার থেকে ৫ পাইন্টের গ-াসটি ভর্তি করলো।

ধাপ ২ : ৫ পাইন্টের গ-াস থেকে কিছু পানীয় ৩ পাইন্টের গ-াসে ভর্তি করলো। ফলে এখন ৫ পাইন্ট গ-াসে অবশিষ্ট রইলো ২ পাইন্ট পানীয়।

ধাপ ৩ : এবার ৩ পাইন্টের গ-াস থেকে পানীয় জারে ঢেলে ফেলা হলো এবং ৫ পাইন্টের গ-াস থেকে ২ পাইন্ট পানীয় ৩ পাইন্টের গ-াসে রাখা হলো। ফলে ৫ পাইন্টের গ-াসটি খালি রয়েছে আর ৩ পাইন্টের গ-াসে রয়েছে ২ পাইন্ট পানীয় আর ১ পাইন্ট খালি জায়গা।

ধাপ ৪ : জার থেকে পানীয় নিয়ে আবার ৫ পাইন্টের গ-াসটি ভর্তি করা হলো। তারপর কিছু পানীয় ৩ পাইন্টের গ-াসটিতে ঢালা হলো। ৩ পাইন্টের গ-াসে খালি ছিল ১ পাইন্ট তাই সেটি ১ পাইন্ট দিয়ে পূর্ণ হয়ে যাবে। আর ৫ পাইন্ট গ-াসে অবশেষ থাকবে ৪ পাইন্ট পানীয়, যা লোকটি চেয়েছিলেন।

দুই. তিন জ্ঞানী ব্যক্তি ঘুম থেকে একসাথে জেগে ওঠার পর তারা প্রত্যেকে দেখতে পান যে অপর দুই জনের কপালে আঁকিবুকি করা হয়েছে। এটা দেখার পর তারা প্রত্যেকে হেসে উঠেছিলেন। তারা ছিলেন জ্ঞানী, তাই প্রত্যেকে নিজের হাসার কারণ জানলেও অন্য দুইজনের হাসার কারণ বুঝতে পেরে চুপ হয়ে যান। একজন হাসছেন তিনি অপর দুইজনের কপালে আঁকিবুকি দেখতে পাচ্ছেন বলে। ঠিক একইভাবে অন্যরাও হাসছেন কারণ তারাও অপর দুইজনের কপালে আঁকিবুকি দেখতে পাচ্ছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের কপালেও আঁকিবুকি করা হয়েছে বুঝতে পেরে তারা তিনজনই হঠাৎ করে থেমে গেলেন।

পাঠকের প্রতি– গণিত বিষয়ে আপনার সংগ্রহের চমকপ্রদ কোনো আইডিয়া এ বিভাগে পাঠিয়ে দিন jagat@comjagat.com ই-মেইল অ্যাড্রেসে। সমস্যার সাথে সমাধান পাঠানোরও অনুরোধ রইল। এবারের মজার গণিত এবং শব্দফাঁদ পাঠিয়েছেন আরমিন আফরোজা

কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৩৭

সুপ্রিয় পাঠক, মার্চ ২০০৬ সংখ্যা থেকে চালু হয়েছে আমাদের নিয়মিত বিভাগ 'কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ'। এ বিভাগে আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠকদের জন্য দুটি করে গণিতের সমস্যা দিই। তবে এর উত্তর আমরা প্রকাশ করবো না। সঠিক উত্তরদাতাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবো। প্রতিটি ক্যুইজের সঠিক সমাধানদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে সর্বাধিক ৩ জনকে পুরস্কৃত করা হবে। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী যথাক্রমে কমপিউটার জগৎ ১২, ৬ এবং ৩ সংখ্যা বিনামূল্যে পাবেন। সাদা কাগজে সমাধান পাঠাতে হবে। এবারের সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ২৫ এপ্রিল ২০০৯। সমাধান পাঠানোর ঠিকানা : কমপিউটার জগৎ গণিত ক্যুইজ-৩৫, রুম নম্বর-১১, বিসিএস কমপিউটার সিটি, আইডিবি ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা-১২১৭।

১. একটি শ্রেণীতে ২৪ জন ছাত্র। একই আকারের ১১টি কেক তারা সমান ভাগে ভাগ করতে চায়, কিন্তু কোনটিকেই ২৪ ভাগে ভাগ না করে। কিভাবে তারা কাজটি করবে?

২. তোমার ১২ সে.মি. দীর্ঘ রুলারটির দাগগুলো মুছে গেছে কেবলমাত্র ০ এবং ১২ সে.মি. দাগ বাদে। সর্বনিম্ন কতগুলো দাগ কাটলে ১ থেকে ১২ সে.মি. পর্যন্ত যেকোনো পূর্ণসেন্টি মাপ মাপা সম্ভব হবে?

৩. নীলাভের দাদার জন্ম abcd সালে। বেঁচে থাকলে ২০০২ সালে তার বয়স হতো ab+cd. সে কোন সালে জন্মগ্রহণ করেছিল?

এবারের সমস্যাগুলো পাঠিয়েছেন

ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

অধ্যাপক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

আইসিটি শব্দফাঁদ

পাশাপাশি

০২. ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির গবেষণা কেন্দ্রে ডেভেলপ করা বাংলা সফটওয়্যার, যা ইমেজ থেকে লেখা রূপান্তরের কাজে ব্যবহার হয়।

০৫. ইলেকট্রনিক সমন্বিত সার্কিট যার মধ্যে অতিক্ষুদ্র অসংখ্য সার্কিট সন্নিবেশিত থাকে।

০৬. আধুনিক মাদারবোর্ডগুলো যে শেপ এবং লেআউটবিশিষ্ট।

০৮. নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন।

১০. সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যবহৃত ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট এনভায়রনমেন্ট।

১২. কমপিউটারে পিকচার বা ইমেজ ফরম্যাট যা বিএমপি এক্সটেনশনযুক্ত।

১৩. গুগলের তৈরি ওয়েব মানচিত্র।

১৪. মাইক্রোসফটের তৈরি জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রামিং ফ্রেমওয়ার্ক।

উপরনিচ

০১. 'ইন্টারপ্রসেস কমিউনিকেশন' নামে প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের একটি সেট।

০৩. মাইক্রোসফটের 'অ্যাপি-কেশন কম্প্যাটিবিলিটি টুলকিট'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

০৪. কমপিউটারের বিভিন্ন বই প্রকাশের আন্তর্জাতিকভাবে জনপ্রিয় একটি প্রকাশনী।

০৬. ভিডিও ফাইলের একটি ফরম্যাট যার পূর্ণরূপ 'অডিও ভিডিও ইন্টারলিভড'।

০৭. ইএক্সই এক্সটেনশনযুক্ত ফাইলগুলোর যে কাজ করে।

০৮. শুধু একবার রাইট করা যায়, এধরনের সিডির সংক্ষিপ্ত নাম।

০৯. বহনযোগ্য জনপ্রিয় যে ধরনের কমপিউটার ইদানিং সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে চলে এসেছে।

১১. বিলুপ্ত কমপ্যাক্ট ডিস্কের প্রচলিত নাম।

১২. কমপিউটার মেমরির ক্ষুদ্রতম একক।

১৩. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্কের সংক্ষিপ্ত রূপ।

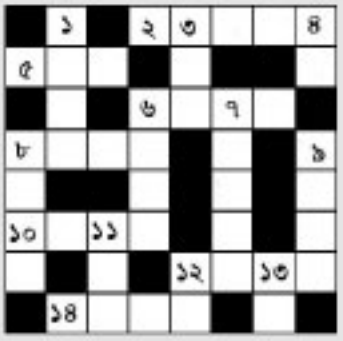

আইসিটির মৌল ভিত্তি হচ্ছে জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষকে করে তোলে ক্ষমতাধর। পাঠকদের ক্ষমতাধর করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের এই শব্দফাঁদ। এতে অংশ নিন, নিজেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করুন। বর্তমান সংখ্যার সমাধান এ সংখ্যাতেই ৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হলো।

গণিতের অলিগলি

পর্ব : ৪১

২-এর বর্গমূল ও 'সোনালি আয়তক্ষেত্র'

(গত সংখ্যার পর)

কী করে গ্রিকরা √২ সংখ্যাটিকে তাদের ভাবনায় প্রথম স্থানে নিয়ে আসেন? বাস্তব জগতে এই √২-এর কী কোনো অস্তিত্ব রয়েছে? হ্যাঁ, রয়েছে। একটা মেঝের কথা ভাবুন, যার ওপর বসানো আছে টাইল। আর এই টাইলগুলো অর্ধ-বর্গ বা হাফ-স্কয়ার। আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে তা দেখি, তবে দেখবো মধ্যখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজ, আর এর প্রতিটি বাহুতে রয়েছে এক-একটি বর্গ।

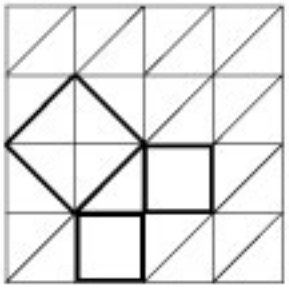

গ্রিকরা জানতেন পিথাগোরাসের উপপাদ্য–'সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ বর্গ এর অন্য দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান'। এরা জানতে পেরেছিল ৩, ৪ ও ৫ একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বাহুর একটি ত্রিভুজ সব সময় সমকোণী ত্রিভুজ হয়। কারণ, $৩^২+৪^২ = ৫^২$। একইভাবে এরা জানতো ৫, ১২ ও ১৩ একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বাহুর ত্রিভুজটিও একটি সমকোণী ত্রিভুজ। কারণ $৫^২+১২^২ = ১৩^২$। কিন্তু গ্রিকরা দেখলেন উলি-খিত অর্ধ-বর্গ অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজ আকারের টাইলের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১, ১ ও √২। কারণ $১^২+১^২ = (√২)^২$। এটি অবশ্যই সত্য, কারণ পিথাগোরাসের উপপাদ্য সত্য। সে অনুযায়ী এখানে টাইলটি অর্ধ-বর্গ হওয়ায় এই অর্ধ-বর্গ তথা ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। আর সে কারণেই এ ত্রিভুজের দীর্ঘতম বাহু তথা অতিভুজটির বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান হবে। $১^২+১^২$ হবে $(√২)^২$-এর মানের সমান। বলা সেজন্য √২ সংখ্যাটির একটি নাম দেয়া হয়েছে পিথাগোরাস ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট। আসলে √২ হচ্ছে একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য, যে ত্রিভুজটির সমান বাহু দুটির দৈর্ঘ্য একক দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। যাই হোক, গ্রিকরা আরো লক্ষ করলেন, অর্ধ-বর্গ বা সমকোণী ত্রিভুজাকার প্রতিটি টাইলের অতিভুজ বাহুটির দিকের বর্গটিতে রয়েছে পুরো ৪টি টাইল, আর অন্য দুটি বাহুর দিকের প্রতিটি বর্গে রয়েছে ২টি করে টাইল। অতএব দেখা গেলো, একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য প্রতিটি ১ একক করে হলে এর অতিভুজটির দৈর্ঘ্য হতে হবে √২। কারণ, $১^২+১^২= (√২)^২$। এই ফ্লোর টাইলগুলো বাস্তব জগতেরই অংশ। অতএব গ্রিকরা বললেন √২ একটি বাস্তব সংখ্যা বা রিয়েল নাম্বার। কিন্তু এটি মূলদ সংখ্যা নয়। এটি একটি অমূলদ সংখ্যা।

একটা প্রশ্ন হচ্ছে √২-এর মান কত? কাছাকাছি মান ধরলে ভগ্নাংশ আকারে √২-এর মান ৯৯/৭০। মনে রাখতে হবে, এই মান √২-এর একদম সঠিক বা যথার্থ কোনো মান নয়। যদি একদম সঠিক মান তাই হতো, তবে তো আমরা √২-কে মূলদ সংখ্যাই বলতে পারতাম। কারণ, কোনো সংখ্যাতে দুই পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত তথা ভগ্নাংশ আকারে যথার্থভাবে প্রকাশ করতে পারলে তা মূলদ সংখ্যা বা র‍্যাশনাল নাম্বার হয়ে যায়।

যাই হোক, আমরা √২-এর মান আসন্ন ৬৫ দশমিক স্থান পর্যন্ত যদি বের করি তবে √২ = ১.৪১৪২১ ৩৫৬২৩ ৭৩০৯৫ ০৪৮৮০ ১৬৮৮৭ ২৪২০৯ ৬৯৮০৭ ৮৫৬৯৬ ৭১৮৭৫ ৩৭৬৯৪ ৮০৭৩১ ৭৬৬৭৯ ৭৩৭৯৯ (৬৫ দশমিক স্থান পর্যন্ত)। √২-এর সঠিক মান বের করতে গিয়ে এ ধরনের আসন্ন মান নিয়ে আমরা কি সন্তুষ্ট থাকতে পারি? আমরা সাধারণত দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মান ধরে থাকি। সে অনুযায়ী √২-এর মান কমের পক্ষের হবে ১.৪১ এবং বেশির পক্ষে ১.৪২। যদি √২ = ১.৪১ হয় তবে $(√২)^২ = (১.৪১)^২$, অথবা ২ = ১.৯৮৮১, বা ২-এর চেয়ে সামান্য কম।

আবার √২ = ১.৪২ হলে, $(√২)^২ = (১.৪২)^২$, অথবা ২ = ২.০১৬৪, যা ২-এর সামান্য বেশি।

অতএব √২ একটি মূলদ সংখ্যা নয়, তেমনি √৫ কি √৩ সংখ্যা দুটিও মূলদ নয়। তবে √৪ অবশ্যই মূলদ সংখ্যা। √২, √৩, √৫ ইত্যাদি অমূলদ সংখ্যা হলেও এদের বাস্তব ব্যবহার রয়েছে অনেক, যেমন $\tan 45^\circ = 1/√2$, $\sin 60^\circ = √3/2$, গোল্ডেন অনুপাত = $(১+√৫)/২$।

এর বাইরেও √২-এর অনেক বাস্তব ব্যবহার রয়েছে। ব্রিটেন ও ইউরোপের দেশগুলোতে এবং আমাদের এ দেশের নানা সাইজ বা আকারের কাগজের নাম হিসেবে আমরা এ-জিরো, এ-ওয়ান, এ-টু, এ-থ্রি, এ-ফোর ইত্যাদি নাম ব্যবহার করি। আমরা কমপিউটারে এ-ফোর সাইজের কাগজ ও ফাইল অহরহ ব্যবহার করছি। এ-জিরো কাগজের আকার হচ্ছে ১ বর্গমিটার। এখন এ-জিরো কাগজটি অর্ধভাঁজ করলে আমরা এ-ওয়ান আকারের কাগজটি পাবো। আর এ-ওয়ান কাগজকে অর্ধভাঁজ করলে পাবো এ-টু আকারের কাগজ। এভাবে সামনে চলতে থাকবে। মজার ব্যাপার হলো, এখানে সব আকারের কাগজের শেপ বা ধরনটা হবে একই ধরনের। এসব প্রতিটি আকারের কাগজে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত হবে √২ : ১। কোনো আয়তক্ষেত্রের বাহু যদি এ ধরনের অনুপাতে হয় তখন এই আয়তক্ষেত্রকে বলা হয় golden rectangle। বাংলায় আমরা এর নাম দিতে পারি 'সোনালি আয়তক্ষেত্র'। তাহলে দেখা গেলো √২ সংখ্যাটি জাদুকরিভাবে উপস্থিত রয়েছে আমাদের পরিচিত কাগজের আকারেও। হয়তো আগামী দিনে সঠিক গণিতবিদদের গবেষণা থেকে √২ সংখ্যাটির নানা রহস্য ও সুন্দর দিক আমরা জানবো। গণিতপ্রেমী মানুষই শুধু সম্ভব করে তুলবেন সে বিষয়টিকে। সে আশা আমরা করতেই পারি। তবে শেষ করার আগে √২ সম্পর্কে আরেকটি তথ্য জানিয়ে দিই– ব্যাবিলনীয়রা ২-এর একটা আকর্ষণীয় মান প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তা হলো :

$$√২ = ১ + \frac{২৪}{৬০} + \frac{৫১}{৬০^২} + \frac{১০}{৬০^৩} = ১.৪১৪২১২৯৬২৯৬২৯৬...$$

গণিতদাদু

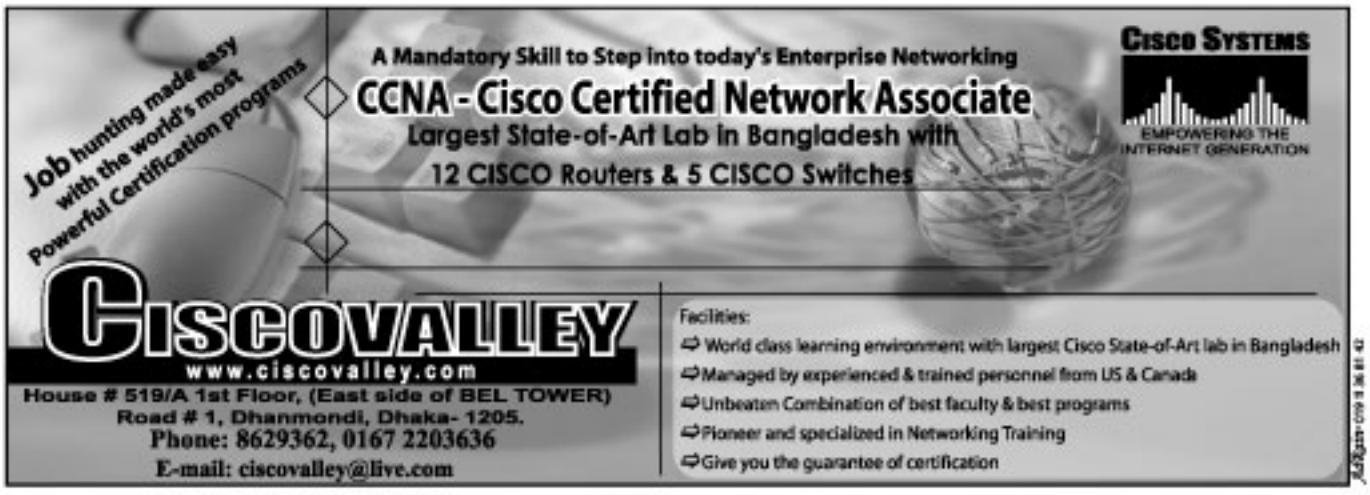

সফটওয়্যারের কারুকাজ

হারানো কনটেক্সট মেনু রিস্টোর করা

উইন্ডোজ সিস্টেম টুল ও রেজিস্ট্রি সেটিংয়ের সময় অসাবধানতার কারণে কনটেক্সট মেনু ডিজ্যাবল হতে পারে, যা স্বাভাবিক অবস্থায় রাইট ক্লিকে আবির্ভূত হয়।

আপনি ইচ্ছে করলে রেজিস্ট্রির মাধ্যমে কনটেক্সট মেনুকে আনব-ক করতে পারেন ।

* এর জন্য প্রথমে [Win]+[R] চেপে regedit টাইপ করে এন্টার চাপুন।

* 'HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Policies\Explorer' কী-তে নেভিগেট করুন।

* এবার চেক করে দেখুন উইন্ডোর ডান প্যানে 'NoViewContextMenu' DWORD ভ্যালু আছে কিনা। যদি থাকে, তাহলে তা অপসারণ করুন। এর জন্য Edit→Delete-এ ক্লিক করে Yes-এ ক্লিক করুন।

* এছাড়া মূল ব্রাঞ্চের অন্তর্গত সব সেটিংয়ের অপশন চেক করে দেখুন। HKEY_LOCAL_MACHINE-এর অন্তর্গত সব সেটিংয়ের অপশন চেক করে দেখুন।

ভিন্ন লোকেশনে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ফেভারিট সেভ করা

আমরা ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্যবহার করি এবং প্রায় ওয়েবসাইট সেভ করি বুকমার্ক বা ফেভারিট হিসেবে। ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার সাধারণত ডিফল্ট ফোল্ডার C:\Documents and Settings\Username\Favorites-এ সেভ করে। আপনি নিজের পছন্দমতো লোকেশনে তা সেভ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ফেভারিটের ডিফল্ট লোকেশন পরিবর্তনের কোনো অপশন অফার করে না।

উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার উইন্ডোজ রেজিস্ট্রিতে ফেভারিট ফোল্ডার স্টোর করে যেখানে আপনি এডিট করতে পারবেন। প্রথমে ব্রাউজার ক্লোজ করে ফেভারিট ফোল্ডারকে ভিন্ন লোকেশনে সেভ করুন।

* Start→Run-এ ক্লিক করুন এবং regedit টাইপ করে এন্টার চাপুন।

* এবার রেজিস্ট্রি এডিটর HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders কী ওপেন করুন।

* উইন্ডোর ডান প্যানে Favorites-এ ডাবল ক্লিক করুন এবং ডায়ালগ বক্সে বুকমার্কের জন্য নতুন পাথ এন্টার করুন।

* এই উইন্ডো বন্ধ করে ওকে করুন।

* এবার ইউজার ফোল্ডারে রেজিস্ট্রি-কী নিয়ে একই কাজ করুন অর্থাৎ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserShell Folders কী ওপেন করুন।

* কমপিউটার রিস্টার্ট করলে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার আপনার নতুন লোকেশন থেকে ফোল্ডার স্ট্রাকচারকে নিয়ে কাজ করবে।

* এবার আপনার তৈরি করা সব বুকমার্ক সেভ করুন।

কামরুল হাসান
মীরজুমলা রোড, নারায়ণগঞ্জ

ওয়ার্ড ডকুমেন্টে বিশেষ স্পেস যুক্ত করা

কখনো কখনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টে 'em space' বা 'en space' ইত্যাদি বিশেষ ধরনের স্পেস যা ওয়ার্ডের মাঝে স্পেস সৃষ্টি করতে ব্যবহার হয়। এ স্পেস স্বাভাবিক ওয়ার্ড স্পেসের চেয়ে সামান্য প্রশস্ততর।

এ স্পেস যুক্ত করার অনেক উপায় রয়েছে, যেমন বিশেষ ক্যারেক্টার। কিন্তু এ কাজটি বেশ সময়সাপেক্ষ, যদি আপনার দরকার হয় অতিরিক্ত প্রশস্ত স্পেস যুক্ত করা। এ বিশেষ স্পেস কপি করে পরে পেস্ট করার পরিবর্তে স্পেশাল স্পেস যুক্ত করা যায় নিচে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে :

* Tools মেনু থেকে Customize অপশন সিলেক্ট করলে ওয়ার্ড Customize ডায়ালগ বক্স প্রদর্শন করবে।

* এবার Command ট্যাব সিলেক্ট করুন।

* Categories সেকশন থেকে Insert সিলেক্ট করুন।

* Command সেকশনকে স্ক্রল ডাউন করে Insert Em সিলেক্ট করুন।

* এবার Customize ডায়ালগ বক্স থেকে এ বাটনকে ড্র্যাগ করে যেকোনো টুলবারে নিয়ে আসুন, যা মূল ওয়ার্ড উইন্ডোতে থাকে।

* এবার Command সেকশনের Insert En Space বাটনে ক্লিক করুন এবং ড্র্যাগ করে মূল ওয়ার্ড উইন্ডোতে নিয়ে আসুন।

* Customize ডায়ালগ বক্স বন্ধ করার জন্য Close বাটনে ক্লিক করুন।

* এর ফলে টুলবারে দুটি নতুন বাটন দেখা যাবে যার একটি em space ইনসার্ট করার জন্য এবং অপরটি en space ইনসার্ট করার জন্য।

* এবার এ বাটন ব্যবহার করার জন্য কার্সরকে আপনার কাঙ্ক্ষিত ওয়ার্ডের মাঝে নিয়ে এনে যথাযথ বাটনে ক্লিক করুন।

লক্ষণীয় বিষয় : এ টিপ ব্যবহার করলে এই বাটন বাই-ডিফল্ট আপনার সব ওয়ার্ড উইন্ডোজ টুলবারে দেখা যাবে।

যদি আপনি এ বিশেষ স্পেসকে শুধু বর্তমানে ব্যবহৃত ডকুমেন্টের জন্য চান, তাহলে Customize ডায়ালগ বক্সের Save in ড্রপডাউন মেনু হতে বর্তমান ডকুমেন্টের নাম সিলেক্ট করুন।

এডিট টাইম ইনসার্ট করা

একটি ফাইল কতবার এডিট হয়েছে এবং কতবার ওপেন হয়েছে ওয়ার্ড তা ট্র্যাক করে। নেটওয়ার্কে এ কাজটি বিশেষভাবে কাজে লাগে, যেখানে অনেকেই একটি ডকুমেন্টে এক্সেস করতে পারে। এর ফলে আপনি জানতে পারবেন একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্টে সর্বশেষ কবে এক্সেস ও মডিফাই করা হয়েছিল। আর এটি জানতে পারবেন Properties ডায়ালগ বক্সের অন্তর্গত Static ট্যাবে।

ওয়ার্ড লক্ষ রাখে মোট কতবার ফাইল ওপেন করা হয়েছিল। ফাইল ওপেন করার সময় ইনসার্ট করার জন্য নিচে বর্ণিত ধাপসমূহ অনুসরণ করুন :

* এডিট টাইম যেখানে ইনসার্ট করতে চান, প্রথমে কার্সরকে সেখানে রাখুন।

* Insert মেনু হতে Field অপশন সিলেক্ট করলে Field ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে।

* Categoris ড্রপডাউন মেনু হতে Date and Time সিলেক্ট করুন।

* Field names সেকশন থেকে Edit Time সিলেক্ট করুন।

* একটি ডায়ালগ বক্সে 'Field properties' সেকশন আবির্ভূত হবে।

* আপনি যেভাবে এডিট টাইম দেখতে চান, তা Format সেকশন থেকে সিলেক্ট করুন।

* 'Numeric format' সেকশন থেকে সিলেক্ট করে নিন আপনি যেভাবে নাম্বার ডিসপ্লে করতে চান।

লক্ষণীয় বিষয় : Numeric format অপশন থেকে একটি অপশন সিলেক্ট করতে হবে, যদি Format অপশন হয় Number format সিলেক্ট করুন। Ok-তে ক্লিক করুন ডকুমেন্টে এডিট টাইম যুক্ত করার জন্য।

আবু বকর সিদ্দিকী
আহসান সালামত রোড, খুলনা

'সেফ মাস' ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকার সহজ উপায়

Safemass.exe ভাইরাসটি অনেক সময় অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার দিয়েও ডিটেক্ট করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় এ ভাইরাসটি থেকে মুক্ত থাকার একটি সহজ পন্থা রয়েছে। এ জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করুন :

* Start-এ ক্লিক করে Run বক্সে regedit টাইপ করুন এবং এন্টার চাপুন।

* HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run-এ ক্লিক করে ডান প্যানে দেখুন Safemass.exe (যদি ভাইরাসটি আপনার কমপিউটারে থাকে)। এরপর সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট করুন। উল্লেখ্য, এখানে .exe নামের আরো অনেক ভাইরাস থাকতে পারে, যেমন explorer.exe থাকলে সব সিলেক্ট করে ডিলিট করুন। এবার দেখুন আপনার কমপিউটার .exe ভাইরাসমুক্ত হয়েছে।

মো: রেজওয়ানুল আলম
সাভার, ঢাকা

কারুকাজ বিভাগে লিখুন

কারুকাজ বিভাগের জন্য প্রোগ্রাম ও সফটওয়্যার টিপস বা টুকিটাকি লিখে পাঠান। লেখা এক কলামের মধ্যে হলে ভালো হয়। সফট কপিসহ প্রোগ্রামের সোর্স কোডের হার্ড কপি প্রতি মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

সেরা ৩টি প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখককে যথাক্রমে ১,০০০ টাকা, ৮৫০ টাকা ও ৭০০ টাকা পুরস্কার দেয়া হয়। সেরা ৩ টিপস ছাড়াও মানসম্মত প্রোগ্রাম/টিপস ছাপা হলে তার জন্য প্রচলিত হারে সম্মানী দেয়া হয়। প্রোগ্রাম/টিপস-এর লেখকদের নাম কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকেও জানা যাবে। পুরস্কার কমপিউটার জগৎ-এর বিসিএস কমপিউটার সিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় অবশ্যই পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং পুরস্কার চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

এ সংখ্যার প্রোগ্রাম/টিপস-এর জন্য প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে কামরুল হাসান, আবু বকর সিদ্দিকী ও মো: রেজওয়ানুল আলম।

ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮

এস, এম, গোলাম রাব্বি

বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীই ব্রাউজিংয়ের কাজে সাধারণত ইন্টারনেট এক্সপে-রার ব্যবহার করে থাকেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের তৈরি এ ব্রাউজার অত্যন্ত জনপ্রিয়। এ ব্রাউজারটি মাইক্রোসফটের অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজের সাথে দেয়া থাকে। উইন্ডোজের প্রতিটি নতুন সংস্করণের সাথে থাকে ইন্টারনেট এক্সপে-রারের নতুন সংস্করণ। যেমন– উইন্ডোজ এক্সপির সাথে রয়েছে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৬, উইন্ডোজ ভিসতার সাথে রয়েছে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৭ ইত্যাদি। বর্তমানে দারুণভাবে চলছে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৭। অতিসম্প্রতি মাইক্রোসফট বাজারে ছেড়েছে তাদের নতুন ওয়েব ব্রাউজার ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮। আমাদের এ লেখাটি তৈরি হয়েছে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর চমকপ্রদ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

অ্যাকসেলারেটর : আপনার ব্যবহারের বর্তমান ব্রাউজারটির মাধ্যমে একটি অ্যাড্রেস ম্যাপ করতে, একটি শব্দের অনুবাদ করতে কিংবা অনলাইনে অন্য যেকোনো নিয়মিত কাজ শেষ করতে কতগুলো ধাপ পার হতে হয়? এখনো পর্যন্ত এ বিষয়টি একটি ওয়েব পেজ থেকে কিছু তথ্য অন্য একটি ওয়েব পেজে কাটিং এবং পেস্টিং করার মতোই। কিন্তু ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর অ্যাকসেলারেটর অন্য ওয়েবসাইটগুলোতে নেভিগেট করা ছাড়া আপনার প্রতিদিনের ব্রাউজিং টাস্কগুলো খুব দ্রুত করে দিতে পারবেন। যেকোনো ওয়েব পেজ থেকে খুব সাধারণভাবে কোনো টেক্সট হাইলাইট করুন এবং পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার জন্য, শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার জন্য, অন্য কাউকে এ কনটেন্ট ই-মেইল করার জন্য, সহজে এ বিষয় সম্বন্ধীয় কিছু সার্চ করতে কিংবা এরকম আরো অনেক কিছু করতে আপনার সিলেকশনের উপরে অবস্থিত নীল রংয়ের অ্যাকসেলারেটর আইকনে ক্লিক করুন। উদাহরণস্বরূপ, ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর 'ম্যাপ উইথ লাইভ ম্যাপস' অ্যাকসেলারেটর ব্যবহারের মাধ্যমে আপনার পেজে সরাসরি কোনো মানচিত্রের কোনো নির্দিষ্ট অবস্থান দেখতে পাবেন।

অ্যানহ্যান্সড নেভিগেশন : ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর নেভিগেশন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে গ্রুপ ট্যাবড্ ব্রাউজিং, যা আপনার ট্যাবড্ ব্রাউজিংয়ের কাজকে আরো সহজ করে তুলবে। এতে রয়েছে একটি 'Find on Page' অপশন। টুলবারে সাধারণভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত কোনো আইটেম খোঁজার জন্য পুরো আইটেমটি সার্চ বক্সে দেই এবং এন্টার কী চাপার পরে ফলাফল আসে। কিন্তু ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর 'Find on Page' টুলবারের মাধ্যমে একটি একটি করে বর্ণ সার্চ বক্সে দেয়ার সাথে সাথে সেই বর্ণ বা বর্ণগুলোর সাথে সেসব আইটেমের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যেসব আইটেম ফলাফল হিসেবে আসে।

এখানে রয়েছে একটি অত্যাধুনিক অ্যাড্রেস বার। অনেক সময় এরকম হয়, কয়েক দিন আগে ভিজিট করা ওয়েবসাইটের ঠিকানা আপনি ভুলে যান। কিন্তু ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর অ্যাড্রেস বারে সেই সাইটের কয়েকটি ক্যারেক্টার দেয়ার সাথে সাথেই এটি সেই সাইট বের করে দেবে। ইন্টারনেট অ্যাড্রেস বারে রক্ষিত যেকোনো সাইটকে আপনি মুছেও ফেলতে পারবেন। ইন্টারনেট এক্সপে-রারের এ নতুন সংস্করণে নতুন ট্যাব পেজকে পুনরায় ডিজাইন করা হয়েছে। এ ব্রাউজারে রয়েছে উন্নত জুমিং ব্যবস্থা এবং একটি সুন্দর 'Back' বাটন।

ইনক্রিডেবল পারফরমেন্স : ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮ ব্রাউজার খুব তাড়াতাড়ি চালু হয়, পেজসমূহ খুব দ্রুত লোড করে এবং আপনার পরবর্তী আকাঙ্ক্ষা বা কমান্ডকে একটি শক্তিশালী নতুন ট্যাব পেজের মাধ্যমে পূরণ করে। এছাড়াও জাভাস্ক্রিপ্ট এবং অ্যাজাক্স (অ্যাসিনক্রোনাস জাভাস্ক্রিপ্ট অ্যান্ড এক্সএমএল) ভিত্তিক ওয়েব পেজসমূহের লোড টাইম কমিয়ে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনের গতি পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাড়িয়ে তুলেছে।

ইমপ্রুভড ফেভারিটস অ্যান্ড হিস্টরি ম্যানেজমেন্ট : ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর ফেভারিটস ও হিস্টরি ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নতমানের। আপনার সেরা সাইটগুলোকে ফেভারিট হিসেবে যোগ করে রাখার জন্য এখানে একটি উপযুক্ত জায়গা রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি ব্রাউজারের সবচেয়ে ওপরে লিঙ্কবারে আপনার পছন্দের সাইটসমূহ (ফেভারিট হিসেবে), আরএসএস ফিডসমূহ এবং ওয়েব স্ল-াইসগুলো সেভ করে রাখতে পারেন। 'One Click Favorites' বাটনে ক্লিকের মাধ্যমে অতি দ্রুত আপনার সাইটটি ফেভারিট হিসেবে যোগ করতে পারবেন। ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এ ব্রাউজিং হিস্টরি সাইটসমূহে সাইটের নাম, বেশিরভাগ সময়ে পরিভ্রমণকারী সাইটের নাম, সময়ের অগ্রপণ্যতা অনুযায়ী সর্টিং করা যায়। এছাড়া এখানে হিস্টরিতে কী-ওয়ার্ড টাইপ করে হিস্টরিতে রক্ষিত সাইটসমূহ খোঁজা যায়।

ইনস্ট্যান্ট সার্চ : ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের কাজে সার্চিং একটি বিশাল সুবিধা। এ সুবিধাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এ। এখানে রয়েছে ভিজ্যুয়াল সার্চিংয়ের ব্যবস্থা। ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮ ইন্টারনেট জগতের সবচেয়ে বড় বড় সার্চ প্রোভাইডার যেমন– লাইভ সার্চ, উইকিপিডিয়া, ইয়াহু, আমাজন এবং আরো অনেকের সাথে 'ভিজ্যুয়াল সার্চ' বিষয়ে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ 'Settle Weather' আইটেমটি যদি লাইভ সার্চের মাধ্যমে সার্চ করেন, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সার্চ বক্স ড্রপডাউন লিস্টে আপনি বর্তমান আবহাওয়ার প্রিভিউ দেখতে পাবেন।

উলে-খ্য, লাইভ সার্চ (Live Search) একটি সার্চ প্রোভাইডার। খুব সহজেই সার্চ বক্সের ড্রপডাউন লিস্ট বক্সের 'Manage Search Providers'-এ ক্লিকের মাধ্যমে বা ব্রাউজার উইন্ডোর উপরের ডান পাশের কোণায় অবস্থিত টুলস বাটনে 'Manage Add-ons'-এ ক্লিকের মাধ্যমে সার্চ প্রোভাইডারগুলো মুছতে, নিষ্ক্রিয় করতে কিংবা সক্রিয় করতে পারেন।

ওয়েব স্ল-াইস : আপনার প্রতিদিনের ই-মেইল আপডেট, আবহাওয়া রিপোর্ট, স্পোর্টস স্কোর, অকশন আইটেম ই-মেইল ইত্যাদির জন্য নিশ্চয়ই একাধিক সাইটে বার বার ঘুরতে হয় এবং এতে নিশ্চয়ই অনেক সময় চলে যায়। ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর ওয়েব স্ল-াইস ব্যবহার করে আপনি নতুন ফেভারিট বার থেকে সরাসরি এসব আপডেট পাবেন। যদি কোনো পেজে ওয়েব স্ল-াইস থাকে, তাহলে ব্রাউজারের উপরের ডান কোণায় একটি সবুজ ওয়েব স্ল-াইস আইকন দেখা যাবে। খুব সহজে আপনার ফেভারিট বারে এসব স্ল-াইস সাবস্ক্রাইব এবং যোগ করার জন্য আইকনটিতে ক্লিক করুন। ফলে সহজেই নিত্যপ্রয়োজনীয় সাইটগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন। যখনই কোনো নতুন তথ্য আসবে, তখনই ওয়েব স্ল-াইসটি হাইলাইট হবে। যখনই ফেভারিট বারের ওয়েব স্ল-াইসে ক্লিক করবেন, তখনই এটি প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলোর প্রিভিউ দেখাবে, প্রিভিউতে ক্লিক করার সাথে সাথে আরো তথ্যের জন্য আপনি সরাসরি ওই সাইটে যেতে পারবেন।

অটোমেটিক ক্র্যাশ রিকভারি : ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮ ব্যবহারে রয়েছে যথেষ্ট নিরাপত্তা। যদি কোনো ওয়েব সাইট বা অ্যাড-অন-এর মাধ্যমে কোনো একটি ট্যাব ক্র্যাশ করে, তাহলে শুধু ওই ট্যাবটিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অন্যান্য ট্যাবসহ সম্পূর্ণ ব্রাউজারটি অক্ষত থাকবে। যদি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে আপনার এক বা একাধিক ট্যাব বন্ধ হয়ে যায় বা ক্র্যাশ করে তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্যাবগুলো পুনরায় লোড হবে এবং ক্র্যাশ করার আগে আপনি যে সাইটে ছিলেন সে সাইটে ফিরে যেতে পারবেন।

ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮-এর আলোচিত বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে বোঝা যায়, এটি এর পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। www.microsoft.com সাইট থেকে ইন্টারনেট এক্সপে-রার ৮ ডাউনলোড করা যাবে। এ ব্রাউজারটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ব্রাউজিং অভিজ্ঞতায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা যায়।

ফিডব্যাক : rabbi1982@yahoo.com

উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৩-এ
ওয়েব সার্ভার ইনস্টল এবং কনফিগার

মোহাম্মদ ইশতিয়াক জাহান

বেশ কয়েক সংখ্যা হতে কমপিউটার জগৎ-এ উইন্ডোজ ২০০০/২০০৩ সার্ভার সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। অ্যাক্টিভ ডিরেক্টরি বা ডোমেইন কন্ট্রোলার, ডিএনএস, ডিএইচসিপি সার্ভারসহ বেশ কিছু সার্ভার সম্পর্কে ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে। এবারের সংখ্যায় উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৩-এ ওয়েব সার্ভার ইনস্টল এবং কনফিগার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ওয়েব সার্ভার কী এবং কেনো? ধরুন, আপনার কোম্পানির একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। আপনি চাচ্ছেন এ ওয়েবসাইটটি লোকাল ও গে-াবাল ইউজাররা ব্যবহার করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি দুটি কাজ করতে পারেন। ইন্টারনেট ওয়েব হোস্টিং স্পেস কিনে ইন্টারনেটে আপনার ওয়েবসাইটটি আপলোড করে রাখতে পারেন। অথবা আপনার নিজের কমপিউটারে ওয়েবসাইটটি হোস্ট করে রাখতে পারেন। লোকাল কমপিউটারে লোকাল বা ফেক আইপি হলেও কাজ করবে। কিন্তু গে-াবালের ক্ষেত্রে একটি ইউনিক বা রিয়েল আইপি লাগবে যা দিয়ে অন্য ইউজাররা সহজে আপনার কমপিউটার এক্সেস করতে পারবেন। ওয়েব সার্ভার হচ্ছে এমন একটি সার্ভার, যেখানে আপনার ওয়েবসাইটটি আপলোড করা থাকবে এবং ইউজার যখন ওয়েবসাইটের জন্য ওয়েব অ্যাড্রেস দিয়ে রিকোয়েস্ট পাঠাবেন তখন সার্ভার তা ইউজারের ব্রাউজারে সে পেজটি পাঠিয়ে দেবে। নিজের কমপিউটারে কিভাবে ওয়েব সার্ভার সেটআপ ও কনফিগারেশন করতে হয় তা-ই এখানে দেখানো হয়েছে।

যেকোনো কমপিউটারে ওয়েব সার্ভার ইনস্টল করা যাবে। এপাচি ওয়েব সার্ভার, আইআইএস থেকে শুরু করে বেশ কিছু ওয়েব সার্ভার রয়েছে। Microsoft's Internet Information Services (IIS) খুবই জনপ্রিয় একটি সার্ভিস, যা ওয়েব সার্ভারের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। উইন্ডোজ ২০০০/২০০৩ সার্ভার ইনস্টল করার পর বাই-ডিফল্ট উইন্ডোজ ২০০০/২০০৩-এ ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস ইনস্টল বা কনফিগার করা থাকে না। একে ম্যানুয়ালি ইনস্টল করে নিতে হয়।

উইন্ডোজ ২০০০/২০০৩ সার্ভারে ওয়েব সার্ভার ইনস্টল করার আগে কমপিউটারে ডিএনএস সার্ভার ইনস্টল ও কনফিগার করা থাকতে হবে। কমপিউটার জগৎ-এর ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় ডিএনএস সার্ভার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আপনার কমপিউটারে ডিএনএস সার্ভার ইনস্টল ও কনফিগার করা থাকলে নিচের ধাপ অনুসারে ওয়েব সার্ভার ইনস্টল ও কনফিগার করে নিতে পারেন। ধরুন, আপনার কমপিউটারে ডিএনএস সার্ভার ইনস্টল ও কনফিগার করা রয়েছে, যার তথ্যগুলো হচ্ছে :

Server Name : dns IP : 192.168.0.1
Domain : rockingzone.com

যেহেতু ডিএনএস সার্ভার কনফিগার করা আছে তাই আমরা একই সার্ভারে ওয়েব সার্ভার ইনস্টল করব। উইন্ডোজ সার্ভার ২০০৩-এ যেভাবে ওয়েব সার্ভার কনফিগার করা যায় তা নিচে দেয়া হয়েছে :

ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস কনফিগারেশন

প্রথমে আমাদেরকে আইআইএস বা ইন্টারনেট ইনফরমেশন সার্ভিসেস ইনস্টল করে নিতে হবে। আইআইএস ইনস্টল করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন :

ধাপ-ক

০১. প্রথমে Start-এ ক্লিক করে সেটিংসের মাধ্যমে Control Panel ওপেন করুন। কন্ট্রোল প্যানেল থেকে Add or Remove Programs-এ ক্লিক করুন।

০২. Add or Remove Programs থেকে Add/Remove Windows Components-এ ক্লিক করলে উইন্ডোজ কম্পোনেন্ট উইজার্ড ওপেন হবে।

০৩. উইন্ডোজ কম্পোনেন্ট লিস্টে Application Server-এ ক্লিক করে Details বাটনে ক্লিক করুন।

০৪. এখন Internet Information Services (IIS) চেক বক্সে ক্লিক করে আইআইএস সিলেক্ট করুন। আইআইএস-এর অন্যান্য কম্পোনেন্ট দেখার জন্য Details বাটনে ক্লিক করুন।

০৫. অন্যান্য কম্পোনেন্ট থেকে নিচের কম্পোনেন্টগুলো সিলেক্ট করার জন্য এর বাম পাশের চেক বক্সে ক্লিক করুন :

* Common Files
* Internet Information Services Manager
* World Wide Web Service

০৬. World Wide Web Service-এর Details বাটনে ক্লিক করে অপশনাল সাব-কম্পোনেন্টগুলো থেকে Remote Administration (HTML) Tool সিলেক্ট করুন।

০৭. উপরের কম্পোনেন্টগুলো ঠিকমতো সিলেক্ট করা হয়ে থাকলে OK বাটনে ক্লিক করে কম্পোনেন্ট বক্সগুলো বন্ধ করুন এবং Next বাটনে ক্লিক করে কম্পোনেন্টগুলোর ইনস্টলেশন শুরু করুন। ইনস্টলেশনের সময় উইন্ডোজ ২০০০/২০০৩-এর সিডি চাইবে, তাই সিডি রম/ডিভিডি রমে সিডিটি প্রবেশ করিয়ে রাখুন। সব কম্পোনেন্ট ইনস্টল হয়ে গেলে Finish বাটনে ক্লিক করে আইআইএস ইনস্টলেশন সম্পন্ন করুন।

আইআইএসের ডিফল্ট ওয়েবসাইট প্রোপার্টিজ

ধাপ-খ

০১. উইন্ডোজের যে ড্রাইভে ওয়েবসাইটটি রাখতে চান, সে ড্রাইভে Website নামে একটি ফোল্ডার তৈরি করুন। ধরে নিচ্ছি, D ড্রাইভে ফোল্ডারটি তৈরি করা হয়েছে।

০২. StartG ক্লিক করে Programs-এর Administrative Tools থেকে Internet Information Services (IIS) Manager-এ ক্লিক করে সার্ভিসটি রান করুন।

০৩. সার্ভার থেকে Web Sites সিলেক্ট করুন। ডানপাশে Default Web Site-এ রাইট ক্লিক দিয়ে Properties-এ ক্লিক করলে Default Web Site Properties ওপেন হবে।

০৪. Home Directory ট্যাবে গিয়ে Local path-এ D:\Website লিখে Apply করলে ওয়েব সার্ভার কনফিগার করা হয়ে যাবে।

০৫. আপনার তৈরি করা ওয়েবসাইটটি Website ফোল্ডারে রাখুন।

০৬. যেকোনো ক্লায়েন্ট পিসিতে Internet Explorer রান করে অ্যাড্রেসবারে http:\\rockingzone.com লিখে এন্টার দিন। এতে আপনার ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে। অথবা আপনার ওয়েবসাইটটি ব্রাউজ করার জন্য আইপি অ্যাড্রেস দিয়েও ব্রাউজ করতে পারেন, কারণ লোকাল কমপিউটারে আপনার কমপিউটারের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ১৯২.১৬৮.০.১। ওয়েব ব্রাউজারে http://192.168.0.1 টাইপ করে এন্টার প্রেস করলেও আপনার ওয়েবসাইটটি ওপেন হবে।

ওয়েব সার্ভার সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য www.microsoft.com বা www.google.com-এ সার্চ করে দেখতে পারেন।

ফিডব্যাক : rony446@yahoo.com

তিন কোরের প্রসেসর এবং ফেনম ২

মর্তুজা আশীষ আহমেদ

এখন মাল্টি কোরের যুগ। যারা নতুন পিসি কেনেন, তারা এখন কদাচিৎ এক কোরের প্রসেসরসম্পন্ন সিস্টেম কেনেন। ইদানীং চার কোরের সিস্টেমও অনেকেই কিনছেন যাদের প্রয়োজন এবং সামর্থ্য আছে। গত কয়েক বছরে ৬৪ বিট প্রসেসর, মাল্টি কোর প্রসেসর নিয়ে সিপিইউ দুনিয়াতে বেশ মাতামাতি ছিল। এর কারণ ছিল সিপিইউর জন্য এগুলো সব নতুন নতুন প্রযুক্তি। তবে মাল্টি কোর প্রসেসর তৈরি করার পর দুই এবং চার কোরের প্রসেসরের কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু তিন কোরের প্রসেসরের কথা কেউ শুনেছেন কি? হ্যাঁ, ফেনম প্রসেসরের কথাই বলা হচ্ছে।

ফেনম প্রসেসরের সিরিজে তিন কোরসম্পন্ন প্রসেসর আছে, যাকে এক্স৩ বলা হয়। অবশ্য এএমডি আগে থেকেই তাদের কোর সংখ্যাকে এক্স নাম দিয়ে পরিচিত করেছে। অতিসম্প্রতি এ ফেনম সিরিজের উত্তরসূরি ফেনম ২ বাজারে ছাড়া হয়েছে। আগের সিরিজের মতোই এতে আছে তিন এবং চার কোরের প্রসেসর। বরাবরের মতোই অন্যান্য চার কোরের প্রসেসরের সাথে অ্যাপ্লি-কেশনের বেঞ্চমার্কে এ প্রসেসর কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও দামের বিবেচনায় এ সিরিজ সেরা মাল্টি কোরের প্রসেসরের সিরিজ।

ফেনম হচ্ছে প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এএমডির তৈরি করা হাই এন্ড সিরিজের প্রসেসর। ফেনম তৈরি করা হয়েছে তিন এবং চার কোরের ওপরে ভিত্তি করে। ফেনম হচ্ছে ডেস্কটপ পিসির জন্য তৈরি করা প্রসেসর। ফেনম প্রসেসর প্রথম ছাড়া হয় ২০০৭ সালের শেষের দিকে। আর এর সফল উত্তরসূরি ফেনম ২ প্রসেসর বাজারে ছাড়া হয়েছে এ বছরেই।

ফেনম ২ সিরিজ তৈরি করা হয়েছে ৪৫ ন্যানোমিটার মাইক্রোআর্কিটেকচার টেকনোলজি দিয়ে। যার ফলে খুব কম বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করবে এবং কম তাপ উৎপন্ন করবে এ সিরিজের প্রসেসর। আর এএম সকেট ব্যবহার করা হয়েছে বলে এখন ডিডিআর ৩ র‍্যাম ব্যবহার করা যাবে। তবে, পুরনো এএমডি ব্যবহারকারীদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। পুরনো এএম২ সকেটও এ প্রসেসরে থাকছে। তাই এতে ডিডিআর ২ বা ডিডিআর ৩ দুই ধরনের র‍্যামই চালানো যাবে। যদিও র‍্যামের ব্যাপারটা মাদারবোর্ডের ওপরে নির্ভর করে। তাই যাদের পুরনো এএম২ সকেটের মাদারবোর্ড আছে তারা চেষ্টা করলে এএম২-এর ফেনম ২ প্রসেসর যোগাড় করে সিস্টেম চালাতে পারবেন।

নতুন এ প্রসেসর সিরিজে দূর করা হয়েছে কোল্ড বাগ সমস্যা। কোল্ড বাগ সমস্যা অনেক সিস্টেমেরই একটি সাধারণ সমস্যা। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে সিস্টেম কাজ করতে চায় না। এ সমস্যার ফলে প্রযুক্তিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে প্রসেসরে এক্সট্রিম কুলিং ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে পারেননি। এ সমস্যা দূর করার ফলে এ ধরনের কুলিং এখন সহজেই ব্যবহার করা সম্ভব। অবশ্য এ ব্যবস্থা তাদেরই দরকার, যারা খুব বেশি ওভারক্লকিং করতে চান বা যারা উঁচুমানের গবেষণা করতে চান। এ প্রসেসর সিরিজে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত ওভারক্লকিং করা গেছে। তবে কেউ যেন ঘরে বসে নিজের সিস্টেম ওভারক্লকিং না করেন। ওভারক্লকিংয়ের কাজ করতে চাইলে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে করতে হবে। ওভারক্লক করলে ওয়ারেন্টি বাতিল হয়ে যায়।

অনেকদিন ধরেই এএমডি তুলনামূলক কম ক্যাশ মেমরি ব্যবহার করে আসছে। যার ফলে গেমিংয়ের মতো অ্যাপ্লি-কেশনে ফেনম ২ আরো সক্ষমতা দেখাতে পারবে। এ সিরিজের প্রসেসরে যেসব ফিচার আছে সেগুলো হচ্ছে MMX, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, SSE5 AMD64, CoolnQuiet, NX bit, AMD-V ইত্যাদি। সেইসাথে এএমডির বিখ্যাত হাইপার ট্রান্সপোর্ট প্রযুক্তি তো থাকছেই, যার ফলে সিস্টেমের মেমরি কন্ট্রোলার মাদারবোর্ডের চিপসেটে যুক্ত না করে সরাসরি প্রসেসরে যুক্ত করা হয়েছে।

এএমডি এটিআই কে কিনে নেবার পরে গেমিং নিয়ে এএমডির যে দুর্নাম ছিল তা আজ অনেকটাই নেই। আর এজন্য এটিআই সম্বলিত গ্রাফিক্সবিশিষ্ট চিপ দিয়ে অনেক মাদারবোর্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিস্টেম তৈরি করছে। এসব সিস্টেম যথেষ্ট কর্মদক্ষতাও দেখাচ্ছে। দামের বিবেচনায় এ প্রসেসরটি এখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তবে কতটুকু সফলভাবে এই প্রসেসর নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবে তা সময়ই বলে দেবে।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

চ্যালেঞ্জে প্রশিক্ষন
CCNA,CCNP, RHCE, MCSE,
A+, IELTS. দক্ষ না হলে পুনরায় সেই ক্লাস করার সুযোগ
ডিপ্লোমা ইন ইন্টারনেটওয়ার্ক টেকনোলজি (জব গ্যারান্টি)
যদি কেউ এই কোর্স সমাপ্তির ১ বছরের মধ্যে কাজ না পায়, তাহলে কোর্স ফি ফেরতের লিখিত গ্যারান্টি
বি.এস.সি ইন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এন্ড সিকিউরিটি ইঞ্জি:
JOB Placement or Foreign transfar for Higher education
4 year but 2year 6 month for Diploma (BTEB) Student
বিনা সার্ভিস চার্জে, বিদেশ ভর্তি:
Bacuse we are the Student, Teacher, Barristers, IT-professional, in UK, Australia, Singapore, Japan etc. also we have educational partnership with University and College in above country, we will help you for part time job.
পলিটেকনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট ট্রেনিং
Contact:- ৩১, মালেক টাওয়ার, ফার্মগেট, ঢাকা
IIBST Ph : 01914 189 107 / 0666 268 2031
01715 326 556 www.iibst.com

উইন্ডোজ ভিসতায় ভার্চুয়াল মেমরি কনফিগারেশন

এস. এম. গোলাম রব্বি

কমপিউটার মেমরি বিষয়টির সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। মেমরি শব্দটির অভিধানিক অর্থ স্মৃতিস্থান। কমপিউটার মেমরি সাধারণত দু'ধরনের। একটি প্রাইমারি মেমরি, অন্যটি সেকেন্ডারি মেমরি। প্রাইমারি মেমরি বলতে আমরা সাধারণত র‍্যাম বা র‍্যানডম অ্যাকসেস মেমরিকেই বুঝে থাকি। সেকেন্ডারি মেমরির একটি উদাহরণ হলো হার্ডডিস্ক। আমাদের কমপিউটার সিস্টেমে এ র‍্যাম এবং হার্ডডিস্কের মাঝে ভার্চুয়াল মেমরি নামে আরেক ধরনের মেমরি রয়েছে। উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমরি কনফিগারেশন নিয়ে এ লেখাটি পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল মেমরি হচ্ছে এক ধরনের সিস্টেম মেমরি, যা অপারেটিং সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত হয়। মূলত হার্ডডিস্কেই এ মেমরির অবস্থান। এটি আপনার কমপিউটার র‍্যামের সাথে হার্ডডিস্কের কিছু অস্থায়ী জায়গার সমন্বয় ঘটায়। যখন আপনার কমপিউটারে কম র‍্যাম থাকে বা র‍্যামের ব্যবহার খুব বেশি হয়, তখন ভার্চুয়াল মেমরি র‍্যাম থেকে ডাটা নিয়ে পেজিং ফাইল নামের একটি জায়গায় রাখে। ডাটার এ স্থানান্তরের ফলে র‍্যাম ফ্রি থাকে এবং কোনো রকম ক্র্যাশের ঝুঁকি ছাড়া কমপিউটারে অ্যাপি-কেশন ক্রমাগতভাবে চলতে পারে। যদি কমপিউটারে পর্যাপ্ত পরিমাণ র‍্যাম না থাকে, তাহলে ভার্চুয়াল মেমরির সাইজ আরো বাড়িয়ে দেয়া উচিত হবে। কমপিউটারে যথেষ্ট পরিমাণ র‍্যাম থাকলেও ভার্চুয়াল মেমরির সাইজ বাড়িয়ে নিতে পারেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেমে কিভাবে ভার্চুয়াল মেমরি কনফিগার করতে হয়, তা ধাপে ধাপে নিচে বর্ণিত হলো :

প্রথমত, আপনার কমপিউটারের ডেস্কটপে গিয়ে 'Computer'-এ রাইট ক্লিক করে মেনু থেকে 'Properties' সিলেক্ট করুন [চিত্র-০১]।

এবার System উইন্ডোজ থেকে 'Advanced System Settings'-এ ক্লিক করুন [চিত্র-০২]।

এবার 'System Properties' উইন্ডোর 'Advanced' ট্যাবে ক্লিক করে 'Performance' সেকশনের 'Settings' বাটনে ক্লিক করুন [চিত্র-০৩]।

চিত্র-০১

এবার আপনি 'Performance Options' উইন্ডোটি দেখতে পাবেন। এ উইন্ডোর 'Advanced' ট্যাবের অধীনে 'Virtual Memory' সেকশনে পেজিং ফাইলের সাইজ দেখা যাবে। এটি কনফিগার করার জন্য 'Change' বাটনে ক্লিক করুন [চিত্র-০৪]।

ডিফল্ট হিসেবে উইন্ডোজ ভিসতা আপনার কমপিউটারের সব ড্রাইভের জন্য পেজিং ফাইলের সাইজ নির্ধারণ করে নেয়। এটি পরিবর্তনের জন্য চিত্র-৫-এর 'Automatically managed paging file size for all drives' চেক বক্সটি আনচেক করতে হবে।

চিত্র-০২

এবার আপনি প্রতিটি ড্রাইভের পেজিং ফাইলের সাইজ কাস্টমাইজ করতে পারেন। ডিফল্ট হিসেবে পেজিং ফাইল 'C:' ড্রাইভে থাকে এবং স্বয়ংক্রিয়-ভাবে এটি সিস্টেম দ্বারা হয়ে থাকে। যদি 'C:' ড্রাইভে পেজিং ফাইল রাখতে না চান, তাহলে ড্রাইভটি সিলেক্ট করুন এবং 'No paging file' অপশনটি সিলেক্ট করে 'Set' বাটনে ক্লিক করুন [চিত্র-০৬]।

চিত্র-০৩

চিত্র-০৪

যদি অন্য কোনো ড্রাইভে পেজিং ফাইল তৈরি করতে চান, তাহলে ড্রাইভটি সিলেক্ট করে 'Custom Size' অথবা 'System Managed Size' সিলেক্ট করুন [চিত্র-০৭]।

যদি নিজের ইচ্ছেমতো পেজিং ফাইলের সাইজ নির্ধারণ করতে চান, তাহলে 'Initial Size' এবং 'Maximum Size' বক্সে সাইজ টাইপ করতে হবে। 'Initial Size' হিসেবে কয়েকশ' মেগাবাইট নির্ধারণ করতে পারেন (সাধারণত র‍্যামের সাইজের কাছাকাছি একটা সাইজ দেয়া হয়) এবং 'Maximum Size' হিসেবে র‍্যামের চেয়ে

চিত্র-০৫

চিত্র-০৬

চিত্র-০৭

২.৫ থেকে ৩ গুণ বেশি সাইজ উল্লেখ করতে পারেন। পেজিং ফাইলের সাইজ ছোট নির্ধারণ করলে তা আপনার অ্যাপি-কেশনের পারফরমেন্স ক্ষুণ্ন করতে পারে। বিশেষ করে যদি এমন কোনো অ্যাপি-কেশন নিয়ে কাজ করেন যার প্রচুর পরিমাণে মেমরির দরকার হয়।

প্রয়োজনীয় এসব সেটিং সম্পন্ন করার পর 'OK'-তে ক্লিক করুন। পেজিং ফাইলের সাইজ বাড়ালে উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেমে কমপিউটার আবার চালু করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যদি পেজিং ফাইলের সাইজ কমান, তাহলে সিস্টেমের প্রভাব ফেলার জন্য কমপিউটারকে আবার চালু করতে হবে।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ আমরা ভার্চুয়াল মেমরি সম্পর্কে জানলাম এবং উইন্ডোজ ভিসতা অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমরি কিভাবে কনফিগার করতে হয় তা শিখলাম। আপনি যদি এ বিষয় সম্পর্কে আগে অবহিত হয়ে না থাকেন, তাহলে এ লেখাটি আপনার উইন্ডোজ ভিসতা চলিত কমপিউটারের কাজে আসবে বলে আশা করছি।

ফিডব্যাক : rabbi1982@yahoo.com

গ্রাফিক্সে তৈরি করুন অদ্ভুত জন্তু

আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী

আমরা যারা শহরে থাকি, তারা প্রায় বন্যপ্রাণীর পরিচিতি ভুলতে বসেছি। এখন শুধু এদের বইয়ের পাতায় ছবি আকারে দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য যারা অবসর সময়ে চিড়িয়াখানায় গিয়ে বন্যপ্রাণী দেখেন, তাদের কথা আলাদা। আমাদের প্রিয় বন্যপ্রাণীগুলোকে আমরা যেভাবে দেখে অভ্যস্ত যদি কখনো দেখেন তার মাঝে কিছু অসামঞ্জস্যতা তখন কেমন হবে ভেবে দেখুন তো। ধরুন রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতে সাধারণত হলুদের মাঝে কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে। আর সিংহ কেশরওয়ালা একটি মেটে রংয়ের প্রাণী। যদি এদের টেক্সচার পরিবর্তন করে দেয়া যায়, তাহলে কেমন দেখাবে? অর্থাৎ সিংহের গায়ে যদি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো হলুদ কালো ডোরাকাটা দেখা যায় কেমন হবে একবার ভেবে দেখুন। এখন কমপিউটারের গ্রাফিক্সের কারুকাজের বদৌলতে অনেক অসম্ভব মনে হওয়া কাজ অতি সহজে করা সম্ভব হচ্ছে। এ পর্বে এরকম একটি কাজ করে দেখানো হয়েছে অ্যাডোবি ফটোশপ সিএস৩-র সাহায্যে।

এখানে দুটি প্রাণীর ছবি নেয়া হয়েছে। একটি জেব্রা এবং অন্যটি গন্ডার। ছবি নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখবেন যে দুটো প্রাণীকে সমন্বয় করতে চাইছেন সে দুটি প্রাণীর ছবিতে অবস্থান ও ধরন যেন একই রকম থাকে। আপনি ইন্টারনেটে খোঁজ করলে এরকম অসংখ্য প্রাণীর ছবি পেয়ে যাবেন। যারা চিড়িয়াখানায় যান তারা ইচ্ছে করলে ক্যামেরায় ছবি তুলে নিতে পারেন। তবে লক্ষ রাখবেন ছবি দুটিতে প্রাণী দুটির ভঙ্গিমা যেন প্রায় এক রকমই হয়। এখানে চিত্র-১-এ দেখতে পাচ্ছেন দুটি প্রাণীর প্রায় একই ভঙ্গিমায় তোলা দুটি পৃথক ছবি। এবার ছবিগুলোর মাঝে কোনটি স্পষ্ট তা নির্বাচন করুন। সেটির উপর কাজ করলে ভালো ফল পাবেন। যদি দুটি ছবিই একই রকম স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে যেকোনো একটিকে বেজ ধরে কাজ করতে হবে। এখানে গন্ডারের ছবিটিকে বেজ হিসেবে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ গন্ডারের ছবিতে জেব্রার টেক্সচার ফুটিয়ে তোলা হবে, যা দেখতে একটি নতুন প্রজাতির প্রাণীর মতো লাগবে। আধুনিক চলচ্চিত্রে এই রকম প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ভিনগ্রহবাসী বা এলিয়েন তৈরি করা হচ্ছে, যা আপনারাও ইচ্ছে করলে এভাবে এলিয়েন তৈরি করে ফেলতে পারেন।

প্রথমেই ছবি দুটিকে অ্যাডোবি ফটোশপে ওপেন করুন। ছবির টিউন ও টোনিং করা খুবই জরুরি। আগেই যেহেতু জানিয়েছি ছবির মধ্যে দুটি প্রাণীর অবস্থানগত সাদৃশ্য থাকতে হবে, সেই সূত্রে আরো কিছু অংশ টিউন করে নিতে হবে। যে ছবিটিকে বেজ করবেন তার দিকে লক্ষ করুন যে প্রাণীটির অর্থাৎ গন্ডারটির উপর কতটুকু আলো পড়েছে। ঠিক সে অনুযায়ী জেব্রাটির ছবিতেও একই রকম লাইট নিয়ে আসুন ব্রাইটনেস বাড়ানোর মাধ্যমে। এটি লেভেলসের সাহায্যে করতে পারেন। ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করার পর গন্ডারের ছবিতে কন্ট্রাস্ট একটু বাড়িয়ে নিন। খেয়াল রাখবেন যাতে ডার্ক হয়ে না যায়।

এবার কাজে আসা যাক। প্রথমে জেব্রাটিকে সিলেক্ট করে পেন টুলের সাহায্যে জেব্রাটির Edge সিলেক্ট করুন। পলিগনাল ল্যাসো টুলের সাহায্যেও সিলেকশন করতে পারেন। তবে পেন টুলের মাধ্যমে এটির সিলেকশন Smooth হবে। সিলেকশনের পর কপি করে গন্ডারের লেয়ারের উপর পেস্ট করুন। এবার এ লেয়ারটির Properties থেকে Opacity ১০০% রেখে গন্ডারের ছবির লেয়ার অপাসিটি ৬০%-এ নামিয়ে আনুন। অপাসিটি কমাবার কারণ হলো জেব্রার অবস্থান ঠিক করা। গন্ডারের শরীরের উপরে সঠিকভাবে জেব্রার অবস্থান ঠিক করে দিতে হবে। দুটোর যে শরীরের আকার একই রকম হবে তার কোনো মানে নেই। তাই একটু লক্ষ করে পা ও মাথার দিকটা মেলানোর চেষ্টা করবেন। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো প্রাণীর ছবিটি দূরে অবস্থানের কারণে ছোট দেখাতে পারে। এক্ষেত্রে ছবিটি বড় করে নিতে পারেন। তার জন্য সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হলো বেশি রেজ্যুলেশনের ছবি নির্বাচন করা। ছবিকে বড় করতে Free transform-এর সাহায্য নিতে পারেন। প্রথমে জেব্রা লেয়ার সিলেক্ট করে ক্লিক করুন। ফলে একটি চতুষ্কোণ বক্সের দৃশ্যমান বক্সটির কর্নারে মাউস কার্সর নিলে দ্বিমুখী তীর চিহ্ন দেখাবে, তখন তা ড্রাগ করলে লেয়ারটি জুম হতে থাকবে। তারপর সঠিক অবস্থানে নেবার পর এন্টার চাপলে অবস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখবেন জেব্রাটির পা এবং মাথা যেন গন্ডারটির পা এবং মাথা বরাবর থাকে। নয়তো টেক্সচার বদলে পরিবর্তন করতে অসুবিধায় পড়তে হবে। এবার অপাসিটি কমিয়ে-বাড়িয়ে নিশ্চিত হয়ে নিন ছবিটি ঠিকমতো বসেছে কিনা। স্ট্রেচ করার পর ছবিটি দেখতে চিত্র-২-এর মতো হবে।

চিত্র : ১

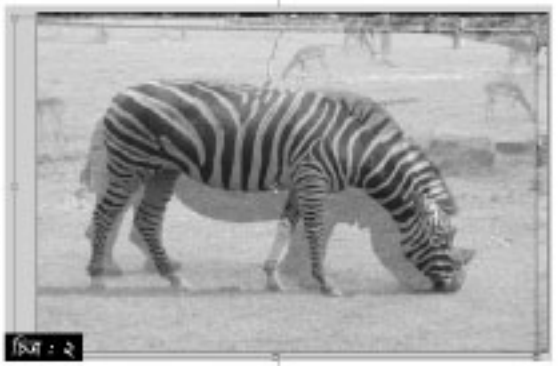

চিত্র : ২

এবার জেব্রার স্কিন গন্ডারের গায়ে পরানোর পালা। এর জন্য Liquity Filter ব্যবহার করতে হবে। এমনিতেই প্রায় সবটুকুর অংশ স্ট্রেচিংয়ের ফলে ঢাকা গেছে আর বাকি অংশটুকু Liquity-এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। Liquity করার সময় খুব ধীরস্থিরভাবে সময় নিয়ে করার চেষ্টা করবেন। তাড়াহুড়া পুরো কাজটাকেই গোলমেলে করে দিতে পারে। একটু ধৈর্যসহকারে ছোট ছোট অংশ ধরে কাজ করলে ভালো ফল পাবেন।

Liquity করতে Filter ট্যাব থেকে Liquity সিলেক্ট করুন। অথবা Shift+Ctrl+X চাপুন। এই ফিল্টারটি নিয়ে কাজ করতে অনেকে সমস্যায় পড়েন। তাই এর প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হলো।

প্রথমে গন্ডারের ছবির অপাসিটি ১০০%-এ রেখে জেব্রার ছবির অপাসিটি কমিয়ে নিন। এখানে কাজের সুবিধার্থে ৭০%-এ রাখা হয়েছে। এখন জেব্রার স্কিন Liquity tool-এর সাহায্যে গন্ডারের মাপে করা হবে। যারা কখনো Liquity নিয়ে কাজ করেননি, তাদের বলছি, এই ফিল্টারের সাহায্যে ছবির পিন সঠিক ও আনুপাতিকভাবে বজায় রেখে ছবির কোনো অংশ Smudge করা যায়। অর্থাৎ ছবির কোনো অংশের স্ট্রেচিং করার দরকার পড়লে এর সাহায্যে সঠিকভাবে করা সম্ভব। ছবিটির অপাসিটি কমানোর কারণে সঠিক মাপে গন্ডারের গায়ে জেব্রার চামড়ার টেক্সচার বসানো সম্ভব। ▶

দ্বিতীয় ধাপ হলো বেশ বড় আকারের ব্রাশ সিলেক্ট করা। Liquity বক্সের ডান পাশের ব্রাশ সাইজ সিলেক্ট করার জন্য অপশন রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ব্রাশ সিলেক্ট করে নিন। ব্রাশটি যেন প্রাণীর আকারের ১/৩ মতো হয়। তাহলে প্রাথমিক কাজ সহজ হবে। এবার অল্প অল্প জায়গা করে পুল বা পুশ করান। ধীরে ধীরে করুন যাতে বেশি জায়গাতে না হয়ে যায়। দেখুন নিচের গন্ডারের শরীরের বাইরে যেন না যায়। প্রয়োজনে ছবিটি ১০০% জুম করে এডিট করুন। পায়ের দিকটা সুন্দরভাবে মার্জ করুন। লক্ষ রাখবেন লেয়ারের দিকের উপর নির্ভর করবে পুল বা পুশ করার পরিমাণটুকু। পায়ের দিকটায় ডানে বামে করলে সুবিধা করতে পরবেন। গন্ডারের পায়ের পাতা জেব্রার মতো নয়। তাই পাতার দিকে টেক্সচার আপ এডিটেড রাখতে পারেন নয়তো বেশি এডিট হলে কৃত্রিম দেখাবে। এবার পর্যায়ক্রমে উপরের দিকটা ছোট ছোট পুল করে মার্জ করুন। পেছনের দিকে লোমের গতির দিকটা লক্ষ রাখবেন। সবশেষে মাথার দিকটাতে কাজ করবেন। এ জায়গায় একটু ডিটেইল কাজ করতে হবে। চিত্র-৩-এ জেব্রার অবস্থান ঠিক করা হচ্ছে। এবার মাথার দিকে সিলেক্ট করে ঘাড় ও মাথার পজিশন ঠিক করে নিন।

জেব্রার পজিশন মোটামুটিভাবে বসানোর ক্ষেত্রে কিছু সূক্ষ্ম কাজ করার সময় Liquity Filter-এ ছোট ব্রাশ সাইজ নির্বাচন করুন। ব্রাশ সফট হলে কাজে সূক্ষ্মতা বাড়বে। পুরো ছবি জুম করে অল্প অল্প করে পুশ করুন। মাথার দিকে ছোট ব্রাশ ব্যবহার করে অল্প অল্প ড্র্যাগ করুন। নিচের গন্ডারের শেপে পুরো মাথাটা নিয়ে আসুন। এক্ষেত্রে গন্ডারের শিংয়ের দিক এডিট না করাই ভালো। অনেকেই হয়তো জানেন না গন্ডারের শরীরের এ অংশ লোমের মতো চুল দিয়ে তৈরি। এ লোমগুলো অনেক শক্ত হয়। তাই এটি এডিট না করাই ভালো। পায়ের দিক এডিট করার সময় মাস্কিং ব্যবহার করে নেয়া ভালো, কারণ গন্ডারের পায়ের অবস্থান খুবই কাছাকাছি। লেয়ার মাস্ক সংযোজন করে নিন। এবার পুনরায় Liquity Filter-এর সাহায্যে পায়ের শেপটা গন্ডারের সাথে মেলান। লেয়ার মাস্কের কারণে শেপ নির্ধারণের সময় ভুল হলে তা সহজেই রিমুভ করা যায়। যখন একেবারে গন্ডারের সাথে জেব্রার স্কিন মিলিয়ে ফেলবেন, তখন পুরো সংযোজনগুলো মেজ করে নিন। এবার পরের পদক্ষেপে যাওয়া যাক।

এখন গন্ডারকে একটু ত্রিমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এ অবস্থানে গন্ডার দেখতে একটু কৃত্রিম মনে হবে। একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের ক্রিয়েটিভিটি অংশ হলো চিন্তাশক্তি। প্রতিটি ক্ষেত্র একটু ভেবে নিলেই কাজটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। ছবিতে লক্ষ করুন (চিত্র-৪) গন্ডারের পুরো গায়ে সমানভাবে আলো পড়েছে। আশপাশের পরিবেশ দেখে মনে হয় আলো পড়েছে উপর দিক থেকে। তাই গন্ডারের এ মোটা শরীরের ছায়া পড়বে। ছবি ত্রিমাত্রিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য এর ছায়া সৃষ্টি করতে হবে। ছায়া যে শুধু মাটিতে পড়বে তা নয়। শরীরের নিচের অংশে উপরের অংশের ছায়া পড়বে। অর্থাৎ তলপেটের দিকে কিছু অংশে

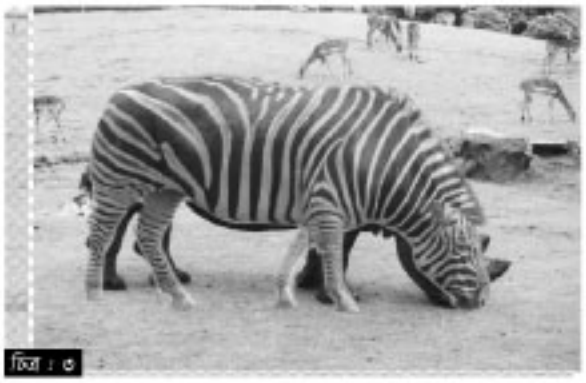
চিত্র : ৩

চিত্র : ৪

চিত্র : ৫

ছায়া সৃষ্টি করতে হবে, যা ছবিতে গভীরতা সৃষ্টি করবে। এখানে কিছু Blending Option কাজে লাগিয়ে করা সম্ভব। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় ছবির Contrast এবং স্বচ্ছতা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে যা ছবিকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই একটি নতুন লেয়ার খুলে নিন এবং সফট ব্রাশ সিলেক্ট করে এর অপাসিটি ১৫-৩০%-এর মধ্যে রাখুন। এবার Ctrl চেপে নতুন লেয়ারটি এবং জেব্রার লেয়ার একত্রে সিলেক্ট করুন। যখন মাউসের কার্সর বদলে যাবে, তখন মাস্কে ক্লিক করলেই একটি ক্লিপিং মাস্ক তৈরি হবে। এতে আপনি যা কিছু তৈরি করবেন, পুরোটাই জেব্রার ভেতরে হতে থাকবে। এবার কালো রং সিলেক্ট করে সফট ব্রাশের সাহায্যে ছায়ার ইফেক্ট তৈরি করুন। প্রয়োজনে জেব্রার লেয়ারটি অন-অফ করে দেখে নিতে পারেন কোন কোন অংশে ছায়ার পরিমাণ কত। সে অনুযায়ী কাজ করলে ভালো ফল পাবেন।

এবার আরো কিছু ডিটেইল কাজ করা যাক। গন্ডারের লেয়ার অ্যানাবল রেখে বাকি সব লেয়ার ডিজ্যাবল করুন। ভালোভাবে গন্ডারকে লক্ষ করুন, দেখুন এর শিংয়ের নিচে কিছু অংশ মাংশল হয়ে আছে। অর্থাৎ এর মুখের এবং চোয়ালের শেপের সাথে জেব্রার বেশ কিছু অমিল রয়েছে। এবার সব লেয়ার অ্যানাবল করে জেব্রার লেয়ার সিলেক্ট করুন। কোনো অংশ উঁচু দেখাতে হলে তার পাশের অংশ নিচু দেখাতে হবে এবং এটি একমাত্র সম্ভব ছায়া তৈরির মাধ্যমে। একটু ধৈর্যসহকারে যদি চোয়ালের শেপগুলো ডার্ক করেন, তাহলেই মনে হবে উপরের অংশটুকু মাংশল হয়ে ফুলে রয়েছে। এ অংশগুলো নতুন লেয়ার করে করতে পারেন। এর ফলে লেয়ার অপাসিটি কমিয়ে-বাড়িয়ে এর ছায়ার গাঢ়ত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন যা ছবিতে একটু ভিন্নমাত্রা যোগ করবে।

এবার সর্বশেষ ধাপ হলো মাটিতে ছায়ার আকার বাড়ানো। এ ধাপটি খুব বেশি কষ্টকর হবে না। নতুন আরেকটি লেয়ার তৈরি করুন। এটি লেয়ার মাস্ক হিসেবে তৈরি করে নিতে পারেন। আগের মতো সফট ব্রাশ সিলেক্ট করে কাল্পনিক কিছু ছায়া মাটিতে তৈরি করুন। গন্ডারের শরীরের মাপ অনুযায়ী ঘাসের উপর আবছা কিছু ছায়া সৃষ্টি করতে হবে। লেয়ার মাস্ক অন করার সুবিধা হলো যেকোনো মুহূর্তে এটি মুছতে সমস্যা হবে না। ছায়া তৈরি করতে বরাবরই সতর্ক থাকতে হবে যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়ে যায়। ছায়া তৈরির পর লেয়ারের Properties থেকে এর অপাসিটি কমিয়ে নিতে পারেন। এতে ছায়াটি দেখতে চিত্র-৫-এর মতো হবে। দেখুন তো এবার প্রাণীটিকে নতুন কোনো জগতের অদেখা প্রাণীর মতো লাগছে কিনা। কাছের কোনো মানুষকে এরকম গ্রাফিক্সের চমক লাগানো কাজ দেখিয়ে হয়তো তাক লাগিয়ে দিতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে আর অন্য সবারও আনন্দের কারণ হবে।

আগামী সংখ্যায় আগুনের ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করা হবে। অনেক সিনেমায় এরকম দুর্ধর্ষ কিছু কারুকাজ করে দেখানো হয়, যা দর্শকরা দেখে বিস্ময় হয়। আগামী সংখ্যায় কি করে একটি এলাকায় বা বাড়িতে আগুন লাগলে তার ইফেক্ট দেয়া যায় তা দেখানো হবে। আগুন আমাদের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গী হলেও এর ধ্বংসাত্মক রূপ অনেক নির্মম। তাই সবাইকে সাবধান হতে হবে যেন কোনো কারণে আগুন না লাগে। সর্বদা সবাইকে তৈরি থাকতে হবে যাতে আগুন লাগলেও এর প্রতিকার অতি দ্রুত করা সম্ভব হয়।

ফিডব্যাক : *ashraf.icab@gmail.com*

3DS MAX
টিউটরিয়াল

টেনিস বল মডেলিংয়ের কৌশল

টংকু আহমেদ

গত সংখ্যায় একটি অ্যাসস্ট্রে মডেলিংয়ের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়ে ছিল। চলতি সংখ্যায় একটি টেনিস বল মডেলিংয়ের কৌশল দেখানো হয়েছে। থ্রিডিএস-এ আগ্রহী অনেকে ফুটবল মডেলিংয়ের টিউটরিয়াল লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাদের উদ্দেশে বলছি, লক্ষ করেছেন হয়ত খেলার সামগ্রীগুলো বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে এবং নির্দিষ্ট কিছু ফর্মুলার সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে, যে কারণে গতানুগতিক মডেলিং প্রক্রিয়ায় সেগুলো তৈরি করা বেশ জটিল হতে পারে। যেমন একটি টেনিস বল গোলাকার হলেও সেটা তৈরির জন্য বেসিক অবজেক্ট স্ফেয়ার বা জিয়োস্ফেয়ারকে বেছে নেয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু এ দুটি অবজেক্ট হতে টেনিস বল মডেলিং বেশ জটিল, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে বেসিক অবজেক্ট হিসেবে বক্সকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেটা অযৌক্তিক মনে হলেও রিয়েলিস্টিক টেনিস বল মডেলের জন্য সঠিক বেসিক অবজেক্ট। ফুটবল মডেলিংয়ে যাওয়ার আগে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে কয়েকটি গোলাকার খেলার সামগ্রী তৈরির কৌশল আয়ত্ত করা দেখানো হয়েছে। এর ফলে ফুটবল তৈরির কৌশল শেখার বিষয়টা অনেকটা সহজতর হবে। চলুন ধাপে ধাপে টেনিস বল তৈরির প্রক্রিয়াটি দেখা যাক।

চিত্র : ০১

১ম ধাপ

ম্যাক্স কমান্ড প্যানেল → ক্রিয়েট → জিয়োমেট্রি → বক্স সিলেক্ট করে টপ ভিউপোর্টে একটি বক্স তৈরি করুন। এর প্যারামিটার হবে লেন্থ = ৫০, উইডথ = ৫০, হাইট = ৫০, লেন্থ সেগমেন্ট = ২, উইডথ সেগমেন্ট = ২ এবং হাইট সেগমেন্ট = ২। বক্সটিকে ম্যাক্সের কো-অর্ডিনেটের (০,০,০) অর্থাৎ মূল বিন্দুতে সেট করুন। পারস্পেকটিভ ভিউ সিলেক্ট করে কীবোর্ডের F4 প্রেস করে ভিউটিকে Edged Faces মোডে নিয়ে আসলে বক্সটিতে এজ এবং পলিগনগুলো অবস্থান পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন; চিত্র-০১। বক্স০১-এর নাম পরিবর্তন করে টেনিস বল০১ এবং ফাইলটি টেনিস বল০১ নামে সেভ করে নিন।

২য় ধাপ

টেনিস বল০১ সিলেক্ট রেখে কমান্ড প্যানেল → মডিফাই → মডিফায়ার লিস্ট হতে স্ফেরিফাই (Spheryfy) মডিফায়ারটি অ্যাপ-ই করুন এর প্যারামিটারস → পারসেন্ট = ১০০ থাকবে। এর ফলে মডেলটি অনেকটা গোলাকার দেখাবে; চিত্র-০২। মডেলটি সিলেক্ট অবস্থায় রাইট ক্লিক করে কোয়াড মেনু হতে কনভার্ট টু → কনভার্ট টু এডিটএবল পলি লেখাটি ক্লিক করে এটিকে এডিটএবল পলিতে পরিণত করুন; চিত্র-০৩। সাব-অবজেক্ট লেভেলের ভারটেক্স মোড হতে সামনের দিকের

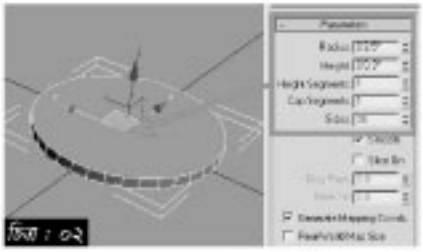
চিত্র : ০২

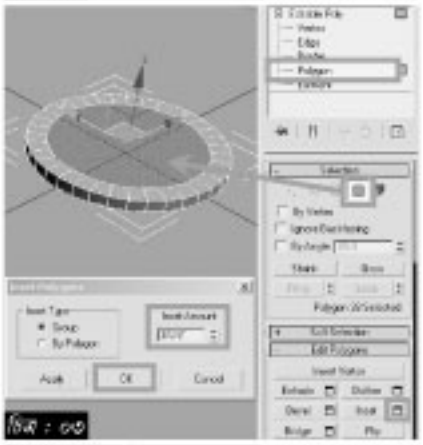
চিত্র : ০৩

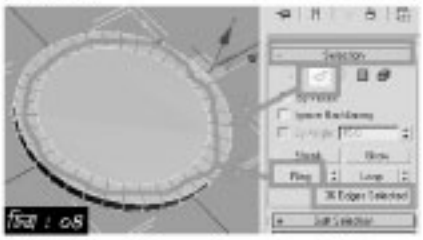
চিত্র : ০৪

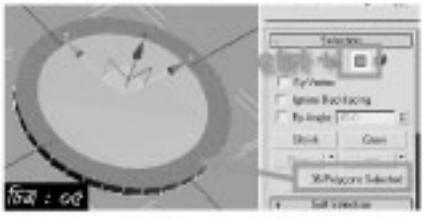
চিত্র : ০৫

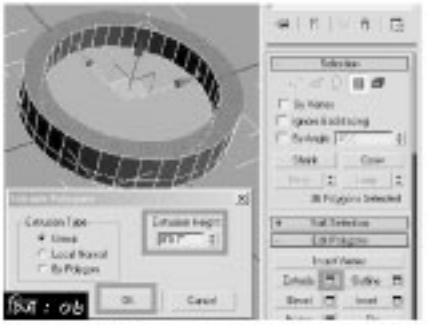
চিত্র : ০৬

চিত্র : ০৭

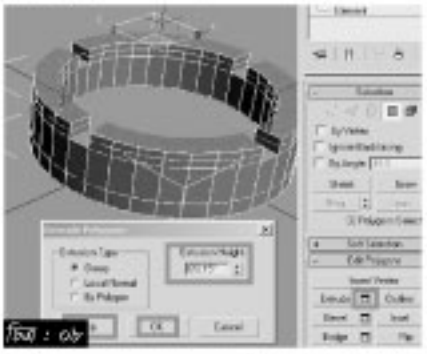
চিত্র : ০৮

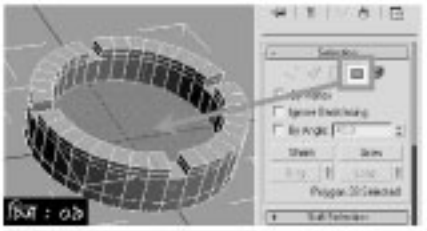
চিত্র : ০৯

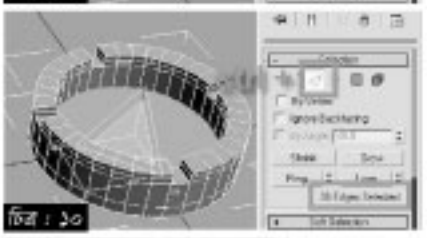
চিত্র : ১০

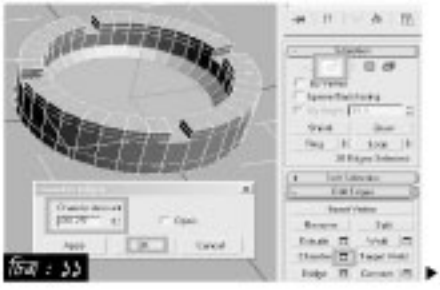
চিত্র : ১১

মাঝের দুটি ভারটেক্স সিলেক্ট করে X এক্সিসে ৬০ পারসেন্ট পরিমাণ স্কেল-ডাউন করুন; চিত্র-০৪। এর ঠিক বিপরীত পাশের ৪টি পলিগনের উপরের ও নিচের ভারটেক্স দুটি সিলেক্ট করে Z (জেড) এক্সিসে ৬০ পারসেন্ট পরিমাণ স্কেল-ডাউন করুন; চিত্র-০৫। এজ মোডে গিয়ে সিলেকশনের 'ইগনোর ব্যাকফেসিং' অপশনটি চেক করে দিন এবং প্রথমে স্কেল-ডাউন করা অর্থাৎ সামনে পাশের স্কেল-ডাউন অংশের বাম অথবা ডানের এজ লাইন বরাবর সব (১৬টি) এজকে ঘুরিয়ে সিলেক্ট করুন; চিত্র-০৬। এজগুলো সিলেক্ট অবস্থায় কমান্ড প্যানেল → এডিট এজেস → রোল আউট-এর 'চেম্ফার' সেটিংস বাটনে ক্লিক করে 'চেম্ফার এজেস' ডায়ালগ বক্সটি ওপেন করুন এবং চেম্ফার অ্যামাউন্ট = ১.০ আছে কিনা নিশ্চিত হোন। এরপর একবার 'অ্যাপ-ই' বাটনে ক্লিক করে 'চেম্ফার অ্যামাউন্ট'-এর ঘরে .২৫ টাইপ করে 'এন্টার' দিন এবং ওকে করে বেরিয়ে আসুন। এর ফলে এজগুলো দু-বার চেম্ফার হবে; চিত্র-০৭।

৩য় ধাপ

টেনিস বলটি সিলেক্ট রেখে মডিফাই লিস্ট হতে 'মেসস্মুথ' মডিফায়ারটি অ্যাপ-ই করুন। এর সাব-ডিভিশন অ্যামাউন্ট রোল আউট-এর 'ইটারেশনস'-এর মান ২ টাইপ করুন; চিত্র-০৮। পুনরায় মডিফায়ার লিস্ট হতে 'স্ফেরিফাই' মডিফায়ার অ্যাপ-ই করুন এবং লক্ষ করুন টেনিস বলটি পুরোপুরি গোলাকার হয়ে গেছে; চিত্র-০৯। টেনিস বলটিকে আরেকবার এডিটএবল পলিতে পরিণত করুন।

৪র্থ ধাপ

বলটির ঘন এজ লাইনের যেকোনো একটি জায়গা জুম করে চিত্র-১০-এর মতো ৭টি এজ সিলেক্ট করুন; চিত্র-১০। এ অবস্থায় একবার 'লুপ' বাটনে ক্লিক করুন। এজগুলোর লাইন বরাবর সব (৪৪৮টি) এজ সিলেক্ট হয়ে যাবে; চিত্র-১১। কীবোর্ডের Ctrl কী চেপে রেখে সিলেকশন রোল আউট-এর পলিগন সাব অবজেক্ট বাটনে ক্লিক করুন, ৪৪৮টি এজের পরিবর্তে ৫১২টি পলিগন সিলেক্ট হবে; চিত্র-১২। পলিগনগুলো সিলেক্ট অবস্থায় 'এডিট পলিগন' রোল আউট-এর বেভেল সেটিংস বাটনে ক্লিক করে 'বেভেল পলিগনস' ডায়ালগ বক্স ওপেন করুন এবং এর বেভেল টাইপ-এর 'লোকাল নরমাল'-কে চেক করুন। এর হাইট এর মান = -০.৫, আউট লাইন অ্যামাউন্ট = -০.২৫ টাইপ করে ওকে করুন; চিত্র-১৩। এ অবস্থাতেও ৫১২টি পলিগন সিলেক্ট থাকবে। যেহেতু টেনিস বলের এ সিলেক্টেড এরিয়াটি জয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত হয়; ফলে পলিগনগুলোর আইডি নং এ অবস্থাতে দিয়ে নিতে পারেন এবং সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এর জন্য পলিগন প্রোপার্টিজে 'সেট আইডি'-এর ঘরে ২ টাইপ করে এন্টার দিন; চিত্র-১৪। ভিউপোর্টের যেকোনো জায়গায় রাইট ক্লিক করে Ctrl + I (আই) অথবা মেইন মেনু → এডিট → সিলেক্ট ইনভার্ট-এ ক্লিক করে অন্য পলিগনগুলো সিলেক্ট

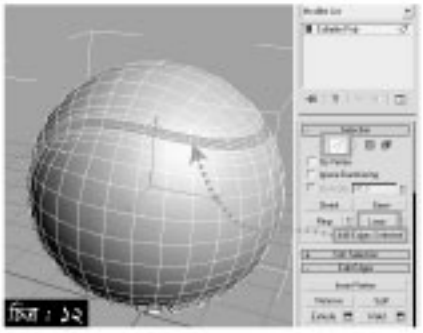
চিত্র : ১২

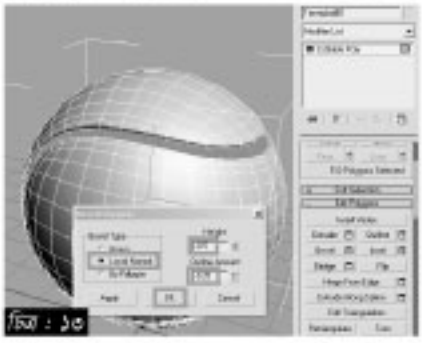
চিত্র : ১৩

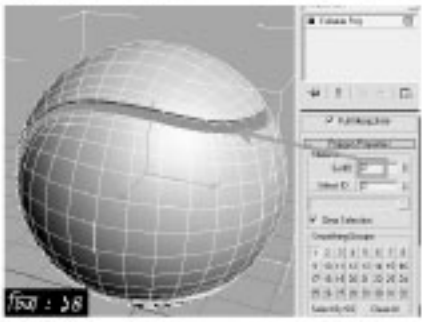
চিত্র : ১৪

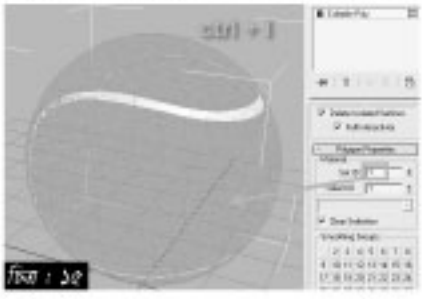
চিত্র : ১৫

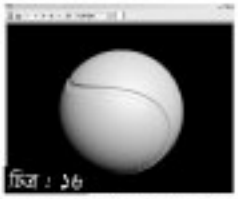
চিত্র : ১৬

করুন এবং সেট আইডিতে ১ টাইপ করে এন্টার দিন; চিত্র-১৫। মডেলটিতে আরও একবার 'মেসস্মুথ' মডিফায়ারটি অ্যাপ-ই করুন। এর ইটারেশনস = ১ রাখুন। এখন টেনিস বলটি পুরোপুরি স্মুথ দেখাবে। একবার কীবোর্ডের F9 অথবা Shift + Q প্রেস করে রেন্ডার আউটপুট দেখতে পারেন।

শেষ ধাপ

M প্রেস করে মেটেরিয়াল এডিটর ওপেন করুন। যেকোনো খালি স্-ট সিলেক্ট করে মেটেরিয়াল টাইপ (স্ট্যান্ডার্ড) বাটনে ক্লিক করুন। মেটেরিয়াল/ম্যাপ ব্রাউজার ওপেন হবে। এখানকার মাল্টি/সাব-অবজেক্ট টাইপকে সিলেক্ট

চিত্র : ১৭

চিত্র : ১৮

করে ওকে করুন। 'রিপ-স মেটেরিয়াল' ডায়ালগ বক্স ওপেন হবে। 'ডিসকার্ড ওল্ড মেটেরিয়াল?' অপশনকে চেক করে ওকে করুন; চিত্র-১৭। মাল্টি/সাব-অবজেক্ট বেসিক প্যারামিটারস → সেট নাম্বার → নাম্বার অব মেটেরিয়ালের ঘরে '২' টাইপ করে ওকে করুন; চিত্র-১৮। মেটেরিয়ালটি টেনিস বলে অ্যাসাইন করে দিন। ১নং আইডির 'সাব-মেটেরিয়াল' বাটনে ক্লিক করে এর বেসিক প্যারামিটারসের ডিফিউজ রং পরিবর্তন করে আপনার পছন্দমতো একটি রং দিন; চিত্র-১৯। ম্যাপস রোল-আউটকে এক্সপান করে এর 'বাম্প'-এর অ্যামাউন্ট ১০০ এবং 'নান' বাটনে

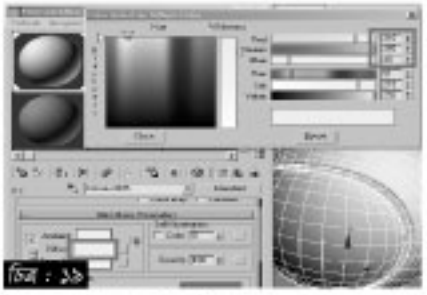
চিত্র : ১৯

চিত্র : ২০

চিত্র : ২১

ক্লিক করে মেটেরিয়াল/ম্যাপ ব্রাউজার হতে 'নয়েজ' সিলেক্ট করে ওকে করুন; চিত্র-২০। নয়েজ প্যারামিটারসের সাইজ=.১ টাইপ করে এন্টার দিন। ২নং আইডির কালার বাটনে ক্লিক করে কালারটি সাদা বা অফ-হোয়াইট করে দিতে পারেন। আমাদের টেনিস বলের মডেলিং ও মেটেরিয়াল এসাইনের কাজ শেষ। আপনি ইচ্ছে করলে বলটি তিন কালারেরও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনটি আইডি নং এবং সে অনুযায়ী পলিগনগুলো তিন আইডিতে ভাগ করে দিতে হবে। সবশেষে মেইন মেনু → এনভায়রনমেন্ট → ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হতে রং পরিবর্তন করে রেন্ডার করে নিন; চিত্র-২১।

ফিডব্যাক : tanku3da@yahoo.com

প্রতিরোধই উত্তম সমাধান

তাসনীম মাহমুদ

পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থাই হচ্ছে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হওয়া। আর এ কারণেই পুরো সিস্টেম চেক করে দেখুন কোনো লুপহোল আছে কিনা এবং উইন্ডোজ অ্যাপি-কেশন, ব্রাউজার ও হার্ডওয়্যারের লিক বা ত্রুটি প্যাচ করুন।

বর্তমানে কমপিউটার ব্যবহারকারীরা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি হুমকির মুখে পড়েন। শুধু তাই নয়, এ হুমকির মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। সিকিউরিটি কোম্পানি সোফস বর্তমানে ১ কোটি ১০ লাখ ধরনের ম্যালওয়্যার রয়েছে। প্রতি ৫ সেকেন্ডে একটি করে নতুন সংক্রমিত ওয়েবসাইট আবিস্কৃত হচ্ছে, যা সার্ফারের কমপিউটারে অবৈধভাবে ক্ষতিকর কোড নিয়ে আসে। সুতরাং নতুন হুমকি থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন থাকবেন এটাই স্বাভাবিক।

নিচে বর্ণিত টুলগুলো আপনার সিস্টেমকে পুরোপুরি নিরাপদ করতে পারবে। এই টুলগুলো প্রতিটি সিকিউরিটি লুপহোল উন্মোচন করে, কোথায় কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে, তা তুলে ধরে এবং কমপিউটারের যেসব পার্টস ঝুঁকির মধ্যে আছে তা প্রটেক্ট করে, যেহেতু ভাইরাস স্ক্যানার এবং ফায়ারওয়াল নিরাপত্তা বিধানের জন্য যথেষ্ট নয়। পরিপূর্ণ সিকিউরিটি প্যাকেজে সম্পৃক্ত রয়েছে রুটকিট ডিটেক্টরসহ আপডেটার, ব্রাউজার প্রটেকশন টুলসহ আরো অনেক কিছু।

উইন্ডোজ যা চেক করে

যদি অপারেটিং সিস্টেম ক্র্যাশ করে, তাহলে পরবর্তী সব কাজই পণ্ড হয়ে যাবে। যেহেতু চেক বা পরীক্ষা করে দেখার কাজটি শুরু হয় উইন্ডোজ সহযোগে। Eset Sysinspector টুল উইন্ডোজ এক্সপি ও ভিসতার যেসব অংশ সচরাচর ক্ষতিগ্রস্ত সেগুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং লগ ফাইলের সহায়তায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে ব্যবহারকারীকে অবহিত করে। এই টুল ইনস্টলেশনের দরকার হয় না এবং সরাসরি ইউএসবি স্টিক দিয়ে রান করা যায়। এই টুল চারটি জটিল বিষয় অ্যানালাইসিস করে যেমন রেজিস্ট্রি, প্রসেসেস, অটো-স্টার্ট প্রোগ্রাম এবং মাই নেটওয়ার্ক পে-সেস। স্ক্যানিংয়ের সময় ফিল্টারিং স্-ইভার কন্ট্রোল রিস্ক লেভেল ৭ থেকে ৯-এ সেট করুন। যদি ডিরেক্টরি ট্রি লাল বর্ণে চিহ্নিত হয়, তাহলে প্রদর্শিত রেজিস্ট্রি ব্রাঞ্চ ও ফাইল নেম নোট করে রাখুন। কারণ সিসইনস্পেক্টর এই ক্ষতিকর উপাদানকে দূর করতে পারবে না। আপনাকে ম্যানুয়ালি তা দূর করতে হবে। ওয়েবসাইট www.eset.com

ম্যানুয়ালি এ কাজটি করার আগে ভালো হয় www.runscanner.net ওয়েবসাইট পরখ করা। এতে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন, ফাইলটি আসলে ক্ষতিকর কি না।

পিসি সিকিউরিটি টেস্ট ২০০৮

যদি আপনি ম্যালওয়্যার খুঁজে পান এবং তা রিমুভ করেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন কিভাবে তা হার্ডডিস্কে সংক্রমিত হলো। এক্ষেত্রে পিসি সিকিউরিটি টেস্ট টুল সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। এটি কমপিউটারে ভিন্ন আক্রমণের ভান করতে পারে এবং প্রদর্শন করে সম্ভাব্য দুর্বল জায়গা। এই টুল ইনস্টল করে রান করুন এবং Standard Checks→Start-এ ক্লিক করুন কমপিউটার টেস্ট করার জন্য। যদি ফায়ারওয়াল ও ভাইরাস স্ক্যানার এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সম্পর্কে রিপোর্ট করে, তাহলে ভালো লক্ষণ বুঝতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে এই টুল ক্ষতিকর হ্যাকার ও ভাইরাস শনাক্ত করতে সক্ষম। সিকিউরিটি টুল প্রোগ্রাম আপডেট না থাকলে কোনো রিপোর্ট পাঠাবে না। এমন অবস্থায় রুটকিট স্ক্যানার ব্যবহার করা উচিত।

পিসি সিকিউরিটি টুলের ইন্টারফেস

র‍্যাডিক্স অ্যান্টি-রুটকিট

কমপিউটারের ক্ষতিকর কার্যাবলী মুহূর্তে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে। চমৎকারভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে ফায়ারওয়াল এবং ভাইরাস স্ক্যানারকে কৌশলে এড়িয়ে যায় অথবা গোপন ADS ডাটা স্ট্রিম ব্যবহার করে কমপিউটারকে আক্রান্ত করে। রুটকিট টুল এসব ধ্বংসসাধক অপসারণ করে এবং ম্যানিপুলেটেড ড্রাইভার, সিস্টেম ফাইল ও প্রসেসকে ঠিক করে।

র‍্যাডিক্স অ্যান্টিরুটকিট টুল ইউএসবি থেকে চালু করুন, যাতে করে উইন্ডোজ ফাইল প্রটেকশন এই টুলের সাথে যোগাযোগ সাধনে সক্ষম না হয়। I-click check ট্যাবে সব অপশন সক্রিয় করুন। ফলে রেজিস্ট্রি চেকের আগে একটি সতর্কীকরণ মেসেজ আবির্ভূত হয়।

যদি রুটকিট কোনো কিছু পরিবর্তন না করে, তাহলে স্ক্যানার এন্ট্রিসমূহ রিপেয়ার করতে চেষ্টা করবে। অন্যথায় ক্ষেত্রবিশেষে সিস্টেম কাজ করবে না। যদি আপনি পরিবর্তনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনি রুটকিটের সাথেই থাকবেন। সবকিছু পরীক্ষা করার পর প্রোগ্রামে যা পরিবর্তন ও রিপেয়ার করা হয়েছে, তার একটি লিস্ট ডিসপে- করবে।

সব লুপহোল বাদ দেয়া

উইন্ডোজ ছাড়া ইনস্টল করা কোনো কোনো অ্যাপি-কেশন হুমকির কারণ হতে পারে। এসব অ্যাপি-কেশনের সিকিউরিটি লুপহোল কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা আপনার কমপিউটারের ক্ষতি করতে পারে। এক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান হতে পারে প্রতিটি প্রোগ্রামের সর্বশেষ ভার্সন আপডেট করার মাধ্যমে সব জানা লুপহোলকে বাদ দেয়া।

অনেক সংবেদনশীল প্রোগ্রাম যেমন ভাইরাস স্ক্যানারের শুরু থেকেই স্বয়ংক্রিয় আপডেট ফাংশন থাকে। এসব প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আপনাকে শুধু চেক করে দেখতে হবে, আপডেট ফিচারটি সক্রিয় কি না। অন্যান্য অ্যাপি-কেশনকে আপডেট করতে পারবেন UpdateStar বা SecuniaPSI প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। আপডেটস্টার বেশ কিছু অ্যাপি-কেশন রিকগনাইজ করতে পারে, পক্ষান্তরে সিকিউনিয়াপিএসআই প্রোগ্রামটি সিকিউরিটি আপডেটের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ। কোন প্রোগ্রাম ব্যবহার করা উচিত তা নির্ভর করছে ইনস্টল করা অ্যাপি-কেশনের ওপর।

উভয় টুলের ফাংশন প্রায় একই। ইনস্টলেশনের পর টুল রান করুন এবং চেক করে দেখুন হার্ডডিস্কে কোন কোন প্রোগ্রাম রয়েছে এবং সেগুলো আপডেট কিনা। যদি আপডেট না হয়ে থাকে, তাহলে ইন্টারনেট থেকে আপডেট সংগ্রহ করে নিন এবং বিদ্যমান লিংককে বাদ দিন।

ব্রাউজার ক্র্যাশ টেস্ট

ওয়েব ব্রাউজার হচ্ছে অ্যাটাকের সাধারণ টার্গেট। ব্রাউজারের লুপহোল কাজে লাগিয়ে হ্যাকাররা ব্রাউজারকে ক্র্যাশ করতে পারে। http://bcheck.scanit.be/bcheck সাইটের সহায়তায় ওয়েব ব্রাউজারের সিকিউরিটি চেক করে দেখে নিন আপনার ব্রাউজার অ্যাটাক প্রতিরোধে সক্ষম কি না।

আপনার ওয়েবসাইট থেকে কঙ্কিত ব্রাউজার ওপেন করুন। এটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শন করবে আপনার ব্রাউজার ও অপারেটিং সিস্টেম। এ তথ্য হ্যাকারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Only test for buys specific to my type of browser অপশন ডিফল্ট হিসেবে সিলেক্ট থাকতে হবে। Start the test অপশনের মাধ্যমে ব্রাউজারকে আক্রমণের জন্য প্রকাশ করা হয়। এর ফলে আপনার সিস্টেম খুব সহজেই ক্র্যাশ করতে পারে। যদি ব্রাউজার ক্র্যাশ করে, তাহলে তা পুনরায় রিলোড করে সেশনকে রিস্টোর করুন এবং সাইটকে আবার ওপেন করুন।

ফিডব্যাক : mahood_sw@yahoo.com

উইন্ডোজ এবং লিনআক্স ব্যবহারকারীদের জন্য ফ্রি সফটওয়্যার

ফটোশপের বিকল্প জিম্প

মর্তুজা আশীষ আহমেদ

সাধারণ ব্যবহারকারীরা লিনআক্স ব্যবহার শুরু করেছেন অনেকেরই একথা ভাবতে ভালো লাগে। কিন্তু ব্যবহার শুরু করার পরেই সমস্যা হয় যে অনেক কিছু খুঁজে পান না ব্যবহারকারীরা। এর কারণ হচ্ছে আলাদা প-টফর্মের জন্য লিনআক্সের প্রায় সব প্রোগ্রাম এবং অ্যাপি-কেশন আলাদা আলাদা। আলাদা অ্যাপি-কেশনের কারণে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার খুঁজে পেতে সমস্যা হয়। লিনআক্সে ছবি এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যায় পড়েন। লিনআক্সে কেউ ফটোশপ খুঁজে পান না। লিনআক্সে ফটোশপের বিকল্প সফটওয়্যার আছে। লিনআক্সে ফটোশপের বিকল্প হচ্ছে জিম্প।

জিম্পের পুরো নাম হচ্ছে– GIMP GNU Image Manipulation Program। এটি পুরোপুরি ফ্রি সফটওয়্যার। মোটামুটি সব লিনআক্সের ডিস্ট্রিবিউশনেই এ সফটওয়্যার ব্যবহার করা যাবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে এ সফটওয়্যার শুধু লিনআক্স নয়, একই সাথে উইন্ডোজ এবং ম্যাকেও চালানো যায়। তাই যারা উইন্ডোজ ব্যবহারকারী তারাও এ ফ্রি সফটওয়্যারের সুবিধা নিতে পারেন। আর এর ব্যবহার পুরোপুরি অ্যাডোবি ফটোশপের মতো। দু-একটা ব্যতিক্রম ছাড়া ফটোশপ ব্যবহারকারীদের এ সফটওয়্যার ব্যবহার নিয়ে কোনো ঝামেলা হবার কথা নয়। আর যেসব উইন্ডোজ ব্যবহারকারী ফটোশপ নিয়ে লাইসেন্সিংয়ের ঝামেলায় আছেন তারা বিকল্প হিসেবে এ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারবেন।

ফটোশপের আদলে তৈরি করা এ সফটওয়্যার সব ধরনের কালার স্কিমের সাপোর্ট দিতে পারে। তাই কালারের চিন্তা না করে নিশ্চিন্তে এ সফটওয়্যার ব্যবহার করা যায়। আর গ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করার জন্য যত ধরনের ফাইল অ্যাসোসিয়েশনের সাপোর্ট থাকার দরকার তার সবই আছে এ সফটওয়্যারে। যাদের সিস্টেমে জিম্প ইনস্টল করা নেই তারা http://www.gimp.org/windows/, http://www.gimp.org/unix/ অথবা http://www.gimp.org/macintosh/ থেকে অপারেটিং সিস্টেম অনুযায়ী এ সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সিস্টেমে যে লিনআক্সই থাকুক না কেন অ্যাড/রিমুভ প্রোগ্রামস থেকে টিক দিয়ে সরাসরি ইন্টারনেট থেকে ইনস্টল করা যাবে। প্রোগ্রাম চালু করার জন্য স্টার্ট মেনু থেকে গ্রাফিক্স অপশনের জিম্প চালানো যাবে।

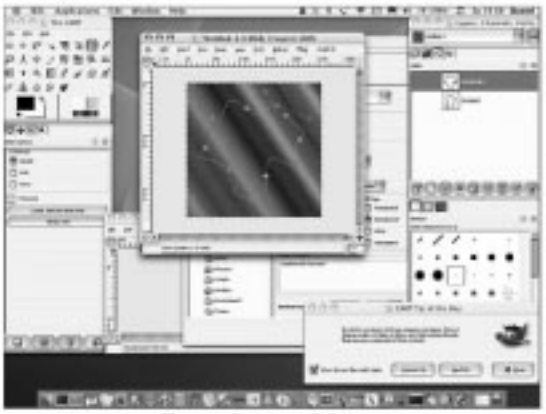

জিম্প সফটওয়্যারের ইন্টারফেস

ফাইল ওপেন বা ক্লোজ করার জন্য মেনুবারের ফাইল মেনু থেকে চালানো যাবে। অবশ্য কীবোর্ডের শর্টকাট কী চেপেও কাজ করা যাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফটোশপের শর্টকাট কী জিম্পেও কাজ করবে। ক্ষেত্রবিশেষে অবশ্য শর্টকাট কী পরিবর্তনও করা হয়েছে। যেমন কোনো সিলেকশন ফেদারিং করার জন্য ফটোশপে অল্টার, কন্ট্রোল এবং D একসাথে চাপতে হতো। জিম্পে এটি করতে হয় কন্ট্রোল, শিফট এবং F একসাথে চেপে। এরকম কিছু কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

জিম্পে কাজ করার জন্য জিম্প খুললে তিনটি উইন্ডো দেখতে পাবেন। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে টুলস বক্স। ছবি সম্পাদনার জন্য যাবতীয় টুলস এখানে পাওয়া যাবে। যেমন পেইন্ট ব্রাশ, সিলেকশন টুল, ইরেজ টুল ইত্যাদি। আরেকটি উইন্ডোতে দেখতে পাবেন যাতে ছবির লেয়ারসমূহ, সম্পাদনার ইতিহাস ইত্যাদি থাকবে। আর মূল উইন্ডোতে থাকবে মেনুবার। এখানে ফাইল মেনু থেকে শুরু করে এডিট মেনু, ভিউ মেনু প্রভৃতি থাকবে। মূলত অ্যাডোবি ফটোশপের সাথে মিল রেখেই জিম্প তৈরি করা হয়েছে। তাই যারা ফটোশপে কাজ করে অভ্যস্ত বা ফটোশপ জানেন তাদের জিম্প ব্যবহার করতে একটুও বেগ পেতে হবে না। ফটোশপের সাথে এর অনেক বড় পার্থক্য হচ্ছে এ সফটওয়্যার কমান্ড লাইনেও কাজ করে। তবে যারা এই সফটওয়্যারে নিয়মিত কাজ করতে চান, তাদের একটু কষ্ট করতে হবে। তা হচ্ছে এ সফটওয়্যার কম্প্যাটিবল প-াগ ইনস এখনও পর্যাপ্ত নয়। এজন্য আমাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে। কাজ করার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় কীবোর্ড শর্টকাট দিয়ে দেয়া হলো। আর অবশ্যই সেটআপ দেবার পর ফাইল অ্যাসোসিয়েশন পরিবর্তন করে নিতে হবে।

কীবোর্ড শর্টকাট

টুলবক্স ফাংশন

Airbrush - A
Bezier Select - B
Blend - L
Bucket Fill - Shift + B
Clone - C
Color Picker - O
Convolve - V
Crop and Resize - Shift + C
Default Colors - D
Dodge and Burn - Shift + D
Elliptical Select - E
Eraser - Shift + E
Flip - Shift + F
Free Select - F
Fuzzy Select - Z
Ink - K
Intelligent Scissors - I
Magnify - Shift + M
Move - M
Paintbrush - P
Pencil - Shift+P
Rectangular Select - R
Smudge -Shift +S
Swap Colors - X
Text - T
Transform - Shift +T

ফাইল মেনু

Close - Ctrl+W
New - Ctrl +N
Open - Ctrl + O
Quit - Ctrl + Q
Save - Ctrl + S
GwWU †gby
Clear - Ctrl + K
Copy - Ctrl + C
Copy Named - Ctrl + Shift + C
Cut - Ctrl + X
Cut Named - Ctrl + Shift + X
Fill with Foreground Color - Ctrl + ,
Fill with Background Color - Ctrl + .
Paste - Ctrl + V
Paste Named - Ctrl + Shift + V
Redo - Ctrl + R
Undo - Ctrl + Z

ভিউ মেনু

Info Window - Ctrl +Shift +I
Navigation Window - Ctrl +Shift +N
Shrink Wrap - Ctrl +E
Toggle Guides - Ctrl +Shift +T
Toggle Rulers - Ctrl+Shift+R
Toggle Selection - Ctrl +T
Toggle Statusbar - Ctrl +Shift+S
Zoom In - =
Zoom Out - -
Zoom to Actual Size (1:1) - 1

সিলেক্ট মেনু

Select All - Ctrl+A
Feather Selection - Ctrl+Shift +F
Float Selection - Ctrl+Shift+L
Invert Selection - Ctrl+I
Select None - Ctrl+Shift+A
Sharpen - Ctrl+Shift+H

লেয়ার মেনু

Anchor Layer - Ctrl+H
Merge Visible Layers - Ctrl +M

ইমেজ মেনু

Duplicate - Ctrl+D
Offset - Ctrl+Shift+O
Grayscale Mode - Alt+G
Indexed Mode - Alt+I
RGB Mode - Alt+R
WvqM †gby
Brushes - Ctrl+Shift +B
Gradients - Ctrl+G
Layers, Channels& Paths - Ctrl+L
Palette - Ctrl+P
Patterns - Ctrl+Shift+P

ফিল্টার মেনু

Reshow Last - Alt+Shift+F
Repeat Last - Alt+F

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

মোবাইলে অনলাইন কমিউনিটি ও যেকোনো অপারেটরে

বিনামূল্যে এসএমএস

মো: লাকিতুল-াহ প্রিন্স

চিত্র-০১

বর্তমানে অনলাইন কমিউনিটি ধারণাটা এত বেশি প্রচলিত যে এ সম্পর্কে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কমবেশি সবাই জানেন। আর এখনকার অনলাইন কমিউনিটি পোর্টালের কথা উঠলে সবার আগে যে নামটি আসে সেটি হলো ফেসবুক। সোস্যাল কমিউনিটি ধারণাটি একদম নতুন নয়। আগের দিনের ব্যাপক জনপ্রিয় কমিউনিটি পোর্টালগুলো হলো মাইস্পেস, হাইফাইভ, গুগলের অর্কুট ইত্যাদি। কিন্তু ফেসবুকের জনপ্রিয়তার তোড়ে এগুলোর কথা ব্যবহারকারীরা প্রায় ভুলেই গেছেন।

অনলাইন সোস্যাল কমিউনিটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা এমন একটি মোবাইল সোস্যাল নেটওয়ার্কিং পোর্টাল হলো ওয়াদজা ডট কম যা অনলাইনে মানুষের উপস্থিতি ধারণ করে। এ পোর্টাল থেকে ফ্রি এসএমএস পাঠানো, ই-মেইল, মোবাইল ওয়েব মেসেজিং ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়। এটি অপারেটিং সিস্টেম নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি সাইট। কমপিউটার কিংবা মোবাইল যেকোনো অপারেটিং সিস্টেম ও ব্রাউজার ব্যবহার করে এর সুবিধাগুলো পাওয়া যায়। ওয়াদজার বেটা ভার্সন চালু হয় ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত পাওয়া জরিপে ওয়াদজার রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ওয়াদজার স্লোগান হলো : ওয়াক অ্যাবাউট অ্যান্ড স্টে কানেক্টেড!

ওয়াদজাতে রেজিস্ট্রেশন করলে প্রত্যেকের একটি আইডি ও ই-মেইল থাকবে। এ ই-মেইল অ্যাড্রেসের সাহায্যে ওয়াদজা কমিউনিটির কোনো সদস্যের সাথে কিংবা বাইরের কারো সাথে যোগাযোগ করা যাবে। ই-মেইল বা এসএমএস ব্যবহারকারীর যেকোনো ই-মেইল অ্যাকাউন্টে ফরোয়ার্ড করা যায়। এ কমিউনিটির অন্য সদস্যদের সাথে চ্যাট করা বা ইনস্ট্যান্ট মেসেজ পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। এতে প্রাযুক্তিক সহায়তা দিয়েছে জনপ্রিয় ওয়েব চ্যাট পোর্টাল মীবো। মাইক্রো ব-গিং সার্ভিসও রয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ব-গিংয়ের অন্য এক ধরন হলো মাইক্রো ব-গিং। এতে ব্যবহারকারীরা খুব সংক্ষিপ্ত টেক্সট লিখতে পারে। টেক্সট সাইজ হতে পারে সর্বোচ্চ ১৪০ ক্যারেক্টার। সাথে মাইক্রোমিডিয়া অর্থাৎ ছোট্ট অডিও বা ভিডিও ক্লিপ যুক্ত করে তা অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে শেয়ার করার জন্য পাবলিশ করতে পারে। সাধারণ ব-গের সাথে মাইক্রোব-গের ধারণা বা উদ্দেশ্য এক হলেও এতে কনটেন্টগুলোর সাইজ হতে হয় ছোট। আর হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসগুলো থেকে এ পোর্টালে ব-গারদের সহজ প্রবেশের জন্য তা এমন করা হয়।

নতুন আসা মেইলের নোটিফিকেশন, বন্ধুকে রিকোয়েস্ট মেসেজ পাঠানো, বার্থডে অ্যালার্ট ইত্যাদি সুবিধা এতে রয়েছে। ওয়াদজা টুলবার ডাউনলোড করে ইনস্টল করলে অনেক ফিচারেই সহজে ও দ্রুত অ্যাক্সেস করা যায়। মিডিয়াবক্স ফিচারের সাহায্যে মেম্বাররা এ কমিউনিটির ভেতরে কিংবা বাইরে কনটেন্ট পাঠাতে পারে যা হতে পারে ইমেজ, অডিও কিংবা ভিডিও ক্লিপ। অনলাইন ফটোএডিটর 'পিকনিক'-এর সাহায্যে ইউজাররা ফটো এডিট কিংবা এতে আরো আকর্ষণীয় মাত্রা যোগ করতে পারেন। সম্প্রতি ওয়াদজা পিওপিও সার্ভিস চালু করেছে, যা একজন ইউজারকে তার অন্য কোনো সর্বোচ্চ ৫টি ই-মেইল অ্যাড্রেস থেকে ই-মেইল ওয়াদজা ইনবক্সে একত্র করার সুযোগ করে দেয়।

ওয়াদজার অনেক সুবিধা ফ্রি হলেও কিছু কিছু সার্ভিস নিতে হয় নির্দিষ্ট চার্জ প্রদান করে। ওয়াদজার 'এসএমএস প-াস' সুবিধার মাধ্যমে ইউজাররা অনেক এসএমএস একত্রে পাঠাতে পারেন। এমনকি বিজ্ঞাপনদাতারা এ সার্ভিস ব্যবহার করে বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এসএমএস পাঠাতে পারেন। এ ফিচারটির জন্য একটি ডেভেলপার টুল রয়েছে এসএমএস এপিআই, যা ওয়াদজার গ্রাহকদের এ সুবিধা পেতে সাহায্য করে। 'মেসেজ অ্যাডস' নামে ফিচারটিও বেশ আধুনিক। এর থেকে বিজ্ঞাপনদাতারা ভালো সুবিধা পান। কোনো প্রতিষ্ঠান যে বিষয়ের ওপর অ্যাড বা বিজ্ঞাপন ওয়াদজা থেকে পাবলিশ করতে চায়, তারা ওই অ্যাডের জন্য সংশি-ষ্ট কিছু কীওয়ার্ড তৈরি করে রাখে। কোনো ইউজার যখন ওয়াদজা থেকে এসএমএস পাঠান তখন তার মেসেজ কনটেন্টের মধ্যে ওই কীওয়ার্ড থাকলে বিজ্ঞাপনদাতার সংশি-ষ্ট বিজ্ঞাপনটি মেসেজের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। ফিচারটি নিঃসন্দেহে বেশ আধুনিক।

ওয়াদজা এখন মাল্টিপল ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট করছে। গুগল ট্রান্সলেটরের মাধ্যমে অন্য ভাষায় পাঠানো মেসেজগুলোকে অনুবাদ করে নেয়া যায়। মেম্বাররা সব কনটেন্টের জন্য আরএসএস ফিড সেট করে রাখতে পারেন। সিএসভি, আরটিএফ ও পিডিএফ ফরমেটের কোনো ফাইলও আপলোড করতে পারেন। ওয়াদজার প্রায় সব ফিচার মোবাইল প-াটফর্ম থেকে অ্যাক্সেস করা যায় এমনকি আইফোন, ব-াকবেরি ফোনগুলোর জন্য বিশেষভাবে এক্সএইচটিএমএল সাপোর্ট দেয়া হয়েছে। অন্য মোবাইল, আইফোন বা উইন্ডোজ মোবাইল থেকে ওয়াদজাতে অ্যাক্সেস করতে হলে ইউআরএল হিট করতে হবে m.wadja.com ।

এতে ইউজারদের সিকিউরিটি বা নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইউজাররা কোন কোন তথ্য অন্যদের দেখতে দিতে চান বা চান না তা নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। স্প্যাম প্রতিহত করার জন্য মেম্বারদের কন্ট্যাক্ট লিস্ট নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনো সাইটে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করা ঝামেলার কাজ। একটি আইডি দিয়ে যেন সব সাইটে লগইন করা যায়, এ ব্যাপারটিকে সামনে রেখে এসেছে 'ওপেন আইডি' ধারণাটি। ওপেন আইডি সাপোর্ট দেয়ার মতো অনেক প্রতিষ্ঠানই রয়েছে। ওপেন আইডির বিষয়টি এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো না। কারো ওপেন আইডি থাকলে ওয়াদজাতে নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন নেই। ওপেন আইডি, পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই এ সাইটে লগইন করতে পারবেন।

এ সাইটটি অনেকগুলো পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে, তার মধ্যে ২০০৬ সালে 'পিপলস চয়েস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে শ্রেষ্ঠ মোবাইল সোস্যাল নেটওয়ার্ক হিসেবে, ওপেন ওয়েব অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ২০০৮-এ।

ফ্রি এসএমএস : বিশ্বের চারশ'রও বেশি অপারেটরে ওয়াদজা থেকে ফ্রি এসএমএস পাঠানো যায়। বাংলাদেশের একমাত্র সিডিএমএ অপারেটর সিটিসেল ছাড়া প্রায় সব জিএসএম অপারেটরে এসএমএস পাঠানো যায়। প্রথমে অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। লগইন করে অ্যাকাউন্টে প্রবেশের পর বামপাশে 'কম্পোজ' মেনুতে ক্লিক করতে হবে। দ্রুত করার জন্য ব্রাউজারের অ্যাড্রেসবারে www.wadja.com/mail টাইপ করে এন্টার দিতে হবে। তাহলে চিত্র : ১-এর মতো একটি স্ক্রিন আসবে। উপরের হরাইজন্টাল মেনু থেকে এসএমএস-এ ক্লিক করলে এসএমএস টাইপ করার জন্য নতুন একটি স্ক্রিন আসবে। এখানে রেসিপিয়েন্ট-এর ঘরে মোবাইল নাম্বার ইন্টারন্যাশনাল ফরমেটে লিখতে হবে। মোবাইল নাম্বারটি হবে '+কান্ট্রি কোড' + 'মোবাইল নাম্বার'। কান্ট্রি কোডের শেষ ডিজিটটি ০ এবং মোবাইল নাম্বারের প্রথম ডিজিটটি ০ হলে এক্ষেত্রে একটি ০ ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড ৮৮০ এবং যেকোনো একটি মোবাইল নাম্বার হলো ০১৭১৭০০০০০০। নাম্বারটি +৮৮০১৭১৭০০০০০০ ফরমেটে ওই ঘরে লিখতে হবে। এরপর খালি ঘরে এসএমএস টাইপ করে সেন্ড করতে হবে। যেকোনো নাম্বারে সর্বোচ্চ ৯০ ক্যারেক্টারের এসএমএস পাঠানো যায়।

আপনার এসএমএসটি ডেলিভারি হলো কি না তা ডেলিভারি স্ট্যাটাসে গিয়ে জানা যায়। এমনকি গুগল ম্যাপের সাহায্যে দেখানো হয় এসএমএসটি কোন জায়গায় পাঠানো হয়েছে, এধরনের আরো অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। তাই দেরি না করে ওয়াদজাতে আপনার প্রোফাইল তৈরি করে জনপ্রিয় এ মোবাইল কমিউনিটি পোর্টালের সদস্য হয়ে যান।

ফিডব্যাক : princeinlink@gmail.com

ক্যাসকেড স্টাইল শীট-২

মর্তুজা আশীষ আহমেদ

ওয়েব পেজকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আজকাল সিএসএস ব্যবহার করা হয়। আমাদের জানতে বাকি নেই যে পিএইচপি হচ্ছে ওপেনসোর্সভিত্তিক ওয়েব ডিজাইনিংয়ের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। এ ল্যাঙ্গুয়েজটি ওপেনসোর্সভিত্তিক হওয়ায় যেকেউ এর চর্চা করতে পারেন। এর লাইসেন্সিং নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। সেই সাথে এর বাণিজ্যিক ব্যবহারও উন্মুক্ত। তাছাড়াও মোটামুটি সব ওয়েব সার্ভারই পিএইচপি সাপোর্ট করে। ওয়েব ডিজাইনিংয়ে সবাই যাতে আসতে পারেন এজন্য পিএইচপির পাশাপাশি আমরা এইচটিএমএলও দেখব। যদিও সিএসএস পিএইচপি বা এইচটিএমএল দুটোর সাথেই সমানভাবে কম্প্যাটিবল।

পাঠশালা বিভাগের মার্চ-০৯ সংখ্যা থেকে আমরা ক্যাসকেড স্টাইল শীট বা সিএসএস শুরু করেছি। একথা সবাই জানেন, সিএসএস দিয়ে ওয়েব ডিজাইন করার ফলে একদিকে যেমন ওয়েব পেজ খুব আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করা যায়, তেমনি ওয়েব পেজকে দ্রুত লোড করা যায়। এ কারণে সিএসএস খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পাঠশালা বিভাগের এ সংখ্যায় আমরা সিএসএস থেকে তৈরি করা কিছু টেকনিক দেখবো, যা ইদানীং সচরাচর ওয়েব পেজে দেখা যায়। ক্যাসকেড স্টাইল শীট কাজ করে একবার ব্যবহার হয়ে যাওয়া ডাটা নিয়ে। ক্যাসকেড স্টাইল শীট বা সিএসএস-এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এর মাধ্যমে একই কাজ একাধিকবার করা যায় খুব কম রিসোর্সে। আর সেই সাথে ওয়েব পেজে দেয়া যায় অসাধারণ সব গ্রাফিক্সের কারুকাজ। সিএসএস ওয়েব ডেভেলপিং টেকনিক দিয়ে এখন প্রচুর সাইট ডিজাইন করা হয়।

গত সংখ্যায় আমরা ডিভ ট্যাগের ব্যবহার দেখেছি। ডিভ ট্যাগ ক্যাসকেড স্টাইল শীটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সংখ্যায় ডিভ ট্যাগের আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দিয়ে ওয়েব পেজের স্টাইল বাড়ানো দেখানো হবে। এ সংখ্যায় ডিভ ট্যাগ ও ক্যাসকেড স্টাইল শীটের সহায়তায় ওয়েব পেজে বক্স বানানো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ বক্স দিয়ে পুরো পেজের কোথায় কোথায় গোলাকার আকৃতি দেয়া যাবে যাতে করে পেজের গ্রাফিক্সে বৈচিত্র্য আনা যায়।

ক্যাসকেড স্টাইল শীটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোড লিখে .css এক্সটেনশনে পেজের একই ফোল্ডারে সেভ করতে হয়। তারপর এই ফাইল থেকে ক্লাস নিয়ে ওয়েব পেজের মূল ফাইলে কাজে লাগানো হয়। এখন মূল ফাইল কি ধরনের হবে এ ব্যাপারে কোনো বাছবিচার নেই। ওয়েব পেজের মূল ফাইল পিএইচপি, এএসপি, জেএসপি, এইচটিএমএল যেকোনো ল্যাঙ্গুয়েজের হতে পারে।

এবার দেখা যাক, ওয়েব পেজকে খুব সহজেই কিভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। ওয়েব পেজকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পেজের চারটি কোণ কিছুটা গোলাকার করে দেয়া যায়। আবার রঙ দিয়ে বৈচিত্র্য আনা যায়। এখানে ওয়েব পেজের কয়েকটি স্টাইল দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে যেকোনোটি কাজে লাগানো যেতে পারে।

এখানে দুইটি কোড দেয়া আছে। এর মধ্যে প্রথমটি এইচটিএমএল কোড এবং দ্বিতীয়টি সিএসএস কোড। প্রথম কোড .html এক্সটেনশনে সেভ করতে হবে আর দ্বিতীয় কোড style.css নামে একই ফোল্ডারে সেভ করতে হবে। আর চালানোর জন্য যেকোনো ওয়েব সার্ভার চালিয়ে (wamp, xamp, apache-উইন্ডোজ, apache, lamp-লিনআক্স) localhost/name.html অথবা 127.0.0.1/name.html লিখে আউটপুট দেখা যাবে।

কোড-১ :

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<title>An Introduction to CSS3 </title>

</head>

<body>

        <div id="wrapper">

    <div id="round">
        </div>

    <div id="indie">
        </div>

    <div id="opacity">
        </div>

    <div id="shadow">
        </div>

    <div id="resize">
        </div>

        </div>

</body>
</html>
```

এবারে দ্বিতীয় কোড দেখা যাক। এটাই হচ্ছে সিএসএস কোড।

কোড-২ :

```
body        {       background-color: #fff;
                    }

#wrapper{ width: 100%;
                                height: 100%;
                    }

div         {       width: 300px;
                            height: 300px;
                            margin: 10px;
                            float: left;
                    }

#round      {       -moz-border-radius: 10px;
        -webkit-border-radius: 11px;
                    border: 1px solid #000;
                    background-color: #000;
                    }

#indie      {-moz-border-radius-topleft: 10px;
-moz-border-radius-bottomleft: 10px;
-webkit-border-top-left-radius: 10px;
-webkit-border-bottom-left-radius: 10px;
                    border: 1px solid #000;
                    background-color: #000;
                    }

#opacity{   opacity: 0.3;
                    background-color: #000;
                    }

#shadow     {       border: 1px solid #000;
 background-color: #fff;
-webkit-box-shadow: 3px 5px 10px #ccc;
                    }

#resize     {       background-color: #fff;
                    border: 1px solid #000;
                    resize: both;
                    overflow: auto;
                    max-width: 500px;
                    max-height: 500px;
                    }
```

এ কোডে স্টাইল হিসেবে প্রথমেই পেজের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সাদা এবং এর মান হচ্ছে fff। একে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করে নেয়া যাবে। এর পরে উচ্চতা এবং প্রশস্তের মাপ ঠিক করে নেয়া হয়েছে। -moz কোড ব্যবহার করা হয়েছে মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজারের জন্য আর-webkit কোড ব্যবহার করা হয়েছে অন্যান্য ওয়েব ব্রাউজার যেমন অপেরার জন্য। এর পরের সেগমেন্টগুলোতে বাক্সের আকৃতি এবং রঙের ঘনত্ব নিয়ে কাজ করা হয়েছে।

পেজটি যখন চালাবেন তখন পেজের মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির বাক্স দেখতে পারবেন। এগুলোর মধ্য থেকে ইচ্ছেমতো বাক্স পছন্দ করে তা পুরো পেজে অ্যাপ-ই করতে পারবেন। আর ডায়নামিক পেজের জন্য একই স্টাইল প্রতিটি পেজে ব্যবহার করা যাবে। তাহলে বার বার লোডিংয়ের কোনো ঝামেলা থাকবে না।

এখন style.css কোডের বিভিন্ন মান এবং কালার কোড পরিবর্তন করেই দেখুন কি হয়। আর এই পেজ মজিলা এবং অপেরা ওয়েব ব্রাউজারে চালানো যাবে।

ফিডব্যাক : mortuzacsepm@yahoo.com

প্রয়োজনীয় কিছু টুল

লুৎফুন্নেছা রহমান

কমপিউটার ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, যার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবহারকারী এককভাবে দায়ী, তা জোর দিয়ে বলা যায় না। ব্যবহারকারীরা যেসব তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন, তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি ক্ষেত্র হলো অসাবধানতার কারণে ফাইল ডিলিট হওয়া, হার্ডডিস্ক ড্যামেজ হওয়া, সিডি বা ডিভিডি করাপ্ট করা ইত্যাদি। তবে সমস্যা যাই হোক, তার সমাধানেও রয়েছে বেশ কিছু টুল, যা ব্যবহারকারীর পাতায় তুলে ধরা হয়েছে।

ডিলিট হওয়া ফাইল রিস্টোর করা

যদি গুরুত্বপূর্ণ কোনো ডকুমেন্ট দুর্ভাগ্যক্রমে ডিলিট হয়ে যায়, তাহলে প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হবে মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসকে। কেননা বিল গেটস উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমকে এমনভাবে ডেভেলপ করেছেন যে, ফাইল কখনো ফিজিক্যালি স্থায়ীভাবে ডিলিট হয় না যদি না স্টোরেজ স্পেসে কোনো ফাইল এর ওপর ওভাররাইট হয়। আর বিলগেটস-এর এ উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করে ডিলিট করা ফাইল রিস্টোর টুল। ডিলিট করা ফাইলকে রিস্টোর করা যায় আনডিলিট প-াস টুল ব্যবহার করে। এ টুল ডাউনলোড করা যাবে www.undelete-plus.com সাইট থেকে।

আনডিলিট প-াস ডিলিট করা বা হওয়া ফাইল পুনরুদ্ধার করতে পারে। এটি রান করা যায় ইউএসবি স্টিক বা সিডি থেকে। মিসিং ফাইল কখনই ওভাররাইট হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে কোনো ইনস্টলেশন প্রসেস সম্পন্ন হচ্ছে। এর মেনু যথেষ্ট সহজ। বাম প্যানেলে সংশি-ষ্ট হার্ডডিস্ক সিলেক্ট করে ক্লিক করুন Search-এ। মেমরির সাইজের ওপর ভিত্তি করে ২৫০ গি.বা-এর হার্ডডিস্কের জন্য সময় নিতে পারে ৩০-৩৫ মিনিট। এটি বেশ দীর্ঘ সময় হলেও ডাটা হারানোর চেয়ে ভাল নিঃসন্দেহে বলা যায়। সার্চে ফলাফল Startup ট্যাবসহ মূল উইন্ডোতে প্রদর্শিত হয়। আপনি ফাইলকে সফলতার সাথে রিস্টোর করতে পারবেন না, যদি না এ ট্যাবে 'Very good' হয়। কেননা, ফাইলের কিছু অংশ এমনভাবে ডিলিট হয়ে যেতে পারে, যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়।

Search অপশন শনাক্ত করা ফাইলের ধরনের ওপর ভিত্তি করে ক্যাটাগরি ফাইল অনুযায়ী বিন্যাস করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শুধু ভিডিও ফাইলগুলো প্রদর্শিত হয় সিলেক্ট করা AVI-এ। 'Folder' ভিউ খুবই দরকারী, বিশেষ করে যদি আপনি মনে রাখতে পারেন, প্রাথমিকভাবে কোন ডিরেক্টরিতে ডকুমেন্টটি ছিল। এর অর্থ হচ্ছে আপনি তাৎক্ষণিকভাবে ফাইলটি খুঁজে পেলেন।

ফাইল খুঁজে পাবার পর সেগুলোকে চিহ্নিত করুন এবং 'Restore files to' অপশন ব্যবহার করে তাদের ডেস্টিনেশন ফোল্ডার লিঙ্ক সেট করুন। সবচেয়ে ভালো হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন লোকেশনে এগুলোকে রিস্টোর করা, যেমন অন্য পার্টিশনে বা এক্সটারনাল স্টোরেজ ডিভাইসে যাতে করে রিকভারিং প্রসেস অর্থাৎ পুনরুদ্ধারের কার্যক্রমের সময় ডাটা ওভাররাইট না হয়। ভুলক্রমে বা দুর্ঘটনাক্রমে কোনো ফাইল রিসাইকেল বিনে পাঠিয়ে তা খালি করা হলে সেক্ষেত্রে রিস্টোর ফিচার বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

করাপ্ট সিডি রিড করা

অল্প দাম এবং সহজে বহনযোগ্য হবার কারণে অপটিক্যাল ডিস্ক থেকে সিডিতে ডাটা রিড করার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম বা অ্যাপি-কেশন হলো আইএসওপাজল (IsoPuzzle) এবং আনস্টপ্যাবল কপিয়ার বার্নিং (Unstoppable Copier Burning)। এ মিডিয়া ফিল্মসি এবং খুব সহজে ভেঙ্গে যায় বা স্ক্র্যাচ পরে ঠিকই, তারপরও এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ দ্বিধাবোধ করেন না।

আইএসওপাজলকে ডাউনলোড করা যাবে www.geocities.com/marsoupilamis সাইট থেকে। যদি কমপিউটার সিডি বা ডিভিডি থেকে ডকুমেন্ট, ছবি বা ফিল্ম রিড করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আইএসওপাজল বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ টুল সব ডাটার স্ন্যাপশ্যট নেয়, যেগুলো এখনো রিট্রাইভ করা যায় এবং নতুন আইএসও ফাইলে রাইট করা যায়। এ ইমেজগুলোকে একটি খালি সিডিতে বার্ন করা যায় যাতে করে ডাটা আবার রিড করা যায়। যদিও আইএসওপাজল নষ্ট ডিস্কের জন্য কোনো

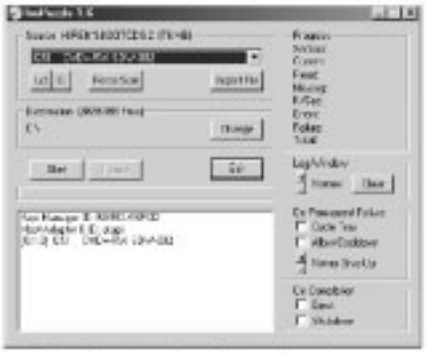

অপটিক্যাল ডিস্ক থেকে ডাটা রিড করার টুল আইএসওপাজল

বিস্ময়কর অস্ত্র নয়। তবে চেষ্টা করে দেখলে ক্ষতিও হয় না। সুতরাং সিডি ড্রাইভে একটি ডিস্ক ঢুকিয়ে একটি ড্রাইভ সিলেক্ট করুন এবং চেক অপশনের মধ্য দিয়ে স্টোরেজ লোকেশন নির্দিষ্ট করুন।

আপনি ইচ্ছে করলে ডাটা রিকভারের প্রসেসের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারেন যে এই সময়ের পর টুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যাবে। আপনি ডান কলামে প-াস এবং মাইনাস চিহ্নের মাধ্যমে টাইম সেট করতে পারবেন। ডিফল্ট সেটিং হলো 'Never Give Up'। যেহেতু রিকভারি প্রসেসের জন্য প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিতে পারে, তাই সময়সীমা যাতে খুব বেশি কম না হয়, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। On Completion→Eject অপশন সক্রিয় হবার পর সিডি ট্রে থেকে বের হয়ে আসবে।

অনস্টপ্যাবল কপিয়ার টুল কিছুটা দ্রুতগতিসম্পন্ন, তবে পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়। এ ইউটিলিটি ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে www.roadkil.net সাইট থেকে। এটি স্ক্র্যাচ সিডি থেকেও ফাইল কপি করতে পারে যদি উইন্ডোজ ডিলিট বা প্রসেসকে বাতিল করে। উপরন্তু এর ইন্টারফেসটি সজ্জামূলক। সোর্স হিসেবে ড্রাইভ সিলেক্ট করে টার্গেট ফোল্ডারে ক্লিক করুন। এরপর কপি করলে এ সফটওয়্যার সব ডাটা রিট্রাইভ করবে।

ফটো, ফিল্ম এবং আর্কাইভ রিকভার করা

ফটো, ফিল্ম এবং আর্কাইভ রিকভার করার বেশ কিছু টুল রয়েছে, যার মধ্যে পিসি ইনস্পেক্টার, স্মার্ট রিকভারি, ভার্চুয়াল ডাব, ডাইজফিক্স++, অবজেক্ট ফিক্স জিফ ইত্যাদি অন্যতম। অনেক সময় দেখা যায়, ফাইল রিকভার হলেও সেখানে কিছু সমস্যা থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কিছু ইমেজ যথাযথভাবে রিড করা যায় না এবং কিছু ফাইল করাপ্ট করেছে। এসব সমস্যা ফিক্স করার কিছু টুলও আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে।

ইমেজ ইনস্পেক্টর স্মার্ট রিকভারি টুল হলো এমন এক টুল যা দিয়ে শুধু জেপিজি (JPG) এবং জিফ (GIF) ফাইল রিকভার করা যায় তা নয় বরং সনি, নাইকন বা অলিম্পাস ম্যানুফ্যাকচারের DCR, NEF বা ORF ফরমেটের ফাইলও রিকভার করা যায়। এই টুলটি ডাউনলোড করা যাবে www.pc-inspector.com সাইট থেকে।

যখন ডিজিটাল ক্যামেরা কানেক্ট করা হয়, তখন প্রোগ্রাম স্টোরেজ মিডিয়া থেকে সব ফাইল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিড করে যা ড্রাইভ হিসেবে My Computer-এ আবির্ভূত হয়। এটি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে যখন এক্সটার্নাল হার্ডড্রাইভ, ইউএসবি স্টিক বা এসডি কার্ড-এ স্টোর করা ফাইল নিয়ে কাজ করে। এক্ষেত্রে ড্রপডাউন মেনু থেকে যথাযথ ড্রাইভ সিলেক্ট করে ফাইল ফরমেটকে নির্দিষ্ট করুন। JPEG ফরমেটের ক্ষেত্রে অ্যাপি-কেশন থাম্বনেইল প্রিভিউ ডিসপে- করে। এরপর স্টোরেজ লোকেশনের পাথ নির্দিষ্ট করে Start-এ ক্লিক করুন রিকভারি সক্রিয় করার জন্য।

ভার্চুয়াল ডাব করাপ্ট করা এবং ড্যামেজ ভিডিও ফাইল রান করতে পারে। এ টুল www.virtualdub.org সাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। Edit→OpenVideofile থেকে ফাইলকে যুক্ত করুন। এরপর File→Save as AVI-এ ক্লিক করে ফিল্ম সেভ করুন। যদি এটি কাজ না করে তাহলে DivFix++ দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন। ওয়েবসাইট divfixpp.sourceforge.net। এটি ক্লিক সাপোর্ট করে।

ফিডব্যাক : swapan52002@yahoo.com

এনভাটো মার্কেটপে-স ওয়েবসাইট

সম্ভাবনাময় ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার

মো: জাকারিয়া চৌধুরী

এনভাটো (www.Envato.com) হচ্ছে একটি অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, যা অনেকগুলো মার্কেটপে-স এবং কয়েকটি টিউটরিয়াল ওয়েবসাইট। এনভাটোর প্রত্যেকটি ওয়েবসাইটই অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং উন্নত বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। ২০০৬ সালে একটি লিভিং রুম থেকে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি আজ দেড় লক্ষ ব্যবহারকারী নিয়ে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে। পুরো প্রতিষ্ঠানটিই গঠিত হয়েছে ই-মেইল এবং স্কাইপ সফটওয়্যারের সাহায্যে যোগাযোগের মাধ্যমে। এদের মূল লক্ষ্য উন্নতমানের সার্ভিস প্রদান, ইন্টারনেটে বিভিন্ন কমিউনিটি তৈরি এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে মানসম্মত কনটেন্ট প্রদান করা।

এনভাটো মার্কেটপে-স FlashDen, AudioJungle, VideoHive, ThemeForest এবং GraphicRiver নামের পাঁচটি সাইট নিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি সাইটের গঠন এবং ব্যবহার পদ্ধতি একই রকম। যেকোনো একটি সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে অন্য সব সাইটে একই ব্যবহারকারী অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রবেশ করা যায়। যেকেউ ইচ্ছে করলেই এ এনভাটো মার্কেটপে-সে রেজিস্ট্রেশন করে তাদের যেকোনো সাইট থেকে আয় করতে পারবেন। এ লেখাটি www.ThemeForest.net সাইটের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

থিমফরেস্ট সাইটটি ওয়েবসাইট ডিজাইন বা টেম্পলেট কেনা-বেচার জন্য বিশেষভাবে গঠিত। সবগুলো টেম্পলেট মূলত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে এইচটিএমএল টেম্পলেট, ওয়ার্ডপ্রেস পিএসডি টেম্পলেট, জুমলা এবং অন্যান্য। সাধারণত ফটোশপ দিয়ে ওয়েবসাইটের টেম্পলেটগুলো তৈরি করা হয়, যা কমপিউটার জগৎ-এর গত সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এনভাটো মার্কেটপে-সে যারা ডিজাইন বা অন্যান্য প্রোগ্রামের ফাইল বিক্রি করেন, তাদের প্রত্যেককে অথর বা লেখক হিসেবে উলে-খ করা হয়। সাইটগুলোর লেখক হতে হলে প্রথমে ছোটখাটো একটি ক্যুইজে অংশ নিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে সাইটের সব নিয়মকানুন সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করা।

যেভাবে মার্কেটপে-স কাজ করে

একজন লেখক হিসেবে প্রথমে আপনি আপনার ইচ্ছেমতো যেকোনো ধরনের একটি ওয়েবসাইটের টেম্পলেট তৈরি করবেন। কাজ শেষে টেম্পলেটের ফাইলটি একটি ফর্মের সাহায্যে সাইটে আপলোড করবেন। এরপর সাইটের কর্তৃপক্ষ ফাইলটি যাচাই করে দেখবে এটি যথাযথ কাজ করে কিনা এবং থিম বা টেম্পলেট লাইব্রেরিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উপযুক্ত কিনা। আপনার টেম্পলেটটি গ্রহণযোগ্য হলে সাইটের কর্তৃপক্ষ এটির জন্য উপযুক্ত একটি মূল্য নির্ধারণ করে সাইটে আপলোড করবে। আর যদি কাজটি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে কর্তৃপক্ষ আপনাকে টেম্পলেটটি পরিবর্তন করার যথাযথ দিকনির্দেশনা দেবে অথবা সাইটের জন্য একদমই অনুপযুক্ত কিনা তা ই-মেইলের মাধ্যমে জানাবে।

আপনার টেম্পলেটটি বিক্রির জন্য সাইটে স্থান পেলে, প্রত্যেকবার এটি বিক্রির ওপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আপনাকে দেয়া হবে। আপনি যদি আপনার কাজ এক্সক্লুসিভভাবে এ সাইটে বিক্রির জন্য সম্মত হন তাহলে প্রতিটি টেম্পলেটের মূল্যেও ৪০% অর্থ আপনাকে দেয়া হবে। অর্থাৎ থিমফরেস্ট সাইটে বিক্রির জন্য আপলোড করা কোনো টেম্পলেট অন্য কোথাও পুনরায় বিক্রি করতে পারবেন না। আপনার টেম্পলেটগুলো যত অধিকমাত্রায় বিক্রি হবে, আয়ের পরিমাণও তত বেশি বাড়তে থাকবে। এভাবে একজন এক্সক্লুসিভ ব্যবহারকারীকে পর্যায়ক্রমে তার টেম্পলেটের মূল্যেও ৭০% অর্থ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে নন-এক্সক্লুসিভ ব্যবহারকারী হিসেবে সাইটে রেজিস্ট্রেশন করলে আপনার তৈরিকৃত একই টেম্পলেট অন্য যেকোনো সাইটে বিক্রি করতে পারবেন। তবে থিমফরেস্ট সাইটে আপনার টেম্পলেটের জন্য ২৫% অর্থ প্রদান করা হবে। তাই এক্সক্লুসিভ ব্যবহারকারী হিসেবে সাইটে রেজিস্ট্রেশন করাই বেশি লাভজনক।

থিমফরেস্ট ওয়েবসাইটের হোমপেইজের একাংশ

এ সাইটে পিএসডি ফরমেটে টেম্পলেটগুলোর মূল্য ৫ থেকে ১০ ডলার পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এইচটিএমএল এবং সিএসএস সহকারে তৈরি করা ওয়েবসাইটের টেম্পলেটের জন্য সর্বোচ্চ ২০ ডলার নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে জুমলা এবং ওয়ার্ডস্পেসের টেম্পলেটগুলো সর্বোচ্চ ৪৫ ডলারে বিক্রি হয়ে থাকে। টেম্পলেটের মান এবং ক্রেতার চাহিদার ওপর নির্ভর করে এক একটি টেম্পলেট সাধারণত ২০ থেকে ৩০ বার পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। একই টেম্পলেট একশ' বারের ওপর বিক্রি হয়েছে এমন নজিরও নেহায়েত কম নয়। ফলে একই টেম্পলেট থেকে সময়ের সাথে সাথে আয় বাড়তে থাকে। ধরা যাক, আপনি একটি সাধারণ ওয়েবসাইটের টেম্পলেট এক্সক্লুসিভ ব্যবহারকারী হিসেবে তৈরি করেছেন, যার মূল্য ১০ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকবার টেম্পলেটটি কোনো ক্রেতা সাইট থেকে কিনলে আপনি পাবেন ৪ ডলার। সময়ের সাথে সাথে একটি টেম্পলেট থেকেই ৮০ থেকে ১০০ ডলার বা তার চেয়ে অধিক আয় করা সম্ভব।

অর্থ উত্তোলনের পদ্ধতি

এনভাটো মার্কেটপে-সের যেকোনো সাইট থেকে আয় করা অর্থ তিনটি পদ্ধতিতে উত্তোলন করা যায়। এগুলো হচ্ছে Paypal, Moneybookers এবং ব্যাংক ট্রান্সফার। আমাদের দেশে যেহেতু পেপাল সাপোর্ট নেই তাই সাইটগুলো থেকে অন্য দুটি পদ্ধতির যেকোনো একটি দিয়ে অর্থ উত্তোলন করা যায়। মানিবুকারস দিয়ে অর্থ উত্তোলন করতে সর্বনিম্ন মোট আয় ৫০ ডলার হতে হবে। আর ব্যাংক ট্রান্সফারের জন্য কমপক্ষে ৫০০ ডলার আয় করতে হবে।

অনেকেই হয়ত জানেন না, মানিবুকারস পেপালের মতোই একটি সার্ভিস যা ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এটি দিয়ে একদিকে যেমন বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইট থেকে নিরাপদে এবং কম খরচে অর্থ সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসতে পারবেন, তেমনি এর পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে পণ্য ও সার্ভিস বিক্রি করতে পারবেন। আশা করা যায় বাংলাদেশীদের জন্য ই-কমার্স সাইট তৈরির যে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল তা মানিবুকারসের কল্যাণে বহুলাংশে দূর হবে। ▶

মানিবুকারস নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন www.FreelancerStory.blogspot.com সাইটে।

টেম্পলেট আপলোড করার পদ্ধতি

থিমফরেস্ট সাইটে একটি টেম্পলেট গ্রহণযোগ্য হতে হলে ফাইলগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে সাজাতে হবে এবং ডিজাইনের গুণগত মান যাতে সাইটের নির্দেশমতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। টেম্পলেটের ধরন পিএসডি, এইচটিএমএল, ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এর আলাদা ফরমেট ও নির্দেশাবলী রয়েছে। তাই আপলোড করার পূর্বে নির্দেশনাগুলো ভালোভাবে দেখে নেয়া প্রয়োজন। সাধারণভাবে সব ফাইলের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করতে হবে তা হচ্ছে–

- ডিজাইনের ৮০X৮০ পিক্সেলের একটি থাম্বনেল ছবি যুক্ত করতে হবে।
- ডিজাইনের একটি প্রিভিউ ছবি যুক্ত করতে হবে যার সর্বোচ্চ প্রস্থ হবে ১২০০ পিক্সেল।
- মূল কাজটিকে একটি জিপ ফাইলে প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী নির্দেশনা দিয়ে যুক্ত করতে হবে, যা পরিশেষে একজন ক্রেতা টেম্পলেটটি কেনার পর ডাউনলোড করবে।
- সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জিপ ফাইলে যুক্ত কাজটিকে যতটা সম্ভব পরিবর্তনযোগ্য করে তৈরি করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফটোশপের লেয়ারগুলো যাতে আলাদা আলাদা থাকে এবং লেখাগুলো যাতে পরিবর্তনযোগ্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কপিরাইট সংক্রান্ত বিষয়

এনভাটো মার্কেটপ্লেসে সেসব ফাইল বিক্রি করতে পারবেন যা আপনি নিজে তৈরি করেছেন। অন্য একটি ডিজাইনকে পরিবর্তন করে বা অন্য কোনো সাইট থেকে ডিজাইন কিনে তা এ সাইটে বিক্রি করতে পারবেন না। এ মার্কেটপ্লেসে কোনো ফাইল বিক্রি করার অর্থ হচ্ছে আপনি সম্মত হচ্ছেন যে, যারা আপনার ফাইলটি ক্রয় করবে তারা এর পূর্ণ কপিরাইট অর্জন করে নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। কোনো কারণে কপিরাইট লঙ্ঘিত হলে এনভাটো কর্তৃপক্ষ সাইটে আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেবে এবং অনেক ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাই সাইটের রেজিস্ট্রেশন করার পূর্বে ভালোভাবে তাদের কপিরাইট সংক্রান্ত নির্দেশগুলো পড়ে নিন।

অন্যান্য ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস সাইটেও ওয়েবসাইট ডিজাইন বা টেম্পলেট তৈরি করার অসংখ্য কাজ পাওয়া যায়। সেই সাইটগুলো থেকে এনভাটোর সাইটগুলোর মূল পার্থক্য হচ্ছে অন্যান্য সাইটে একজন ক্রেতা তার ওয়েবসাইটের ডিজাইনের জন্য প্রজেক্ট তৈরি করেন এবং বিড করার জন্য ফ্রিল্যান্সারদের আবেদন জানান। ফ্রিল্যান্সাররা সেই প্রজেক্টে বিড করেন এবং পরিশেষে একজন ফ্রিল্যান্সার সেই কাজটি করার সুযোগ লাভ করেন, যা নতুনদের জন্য প্রথম কাজ পাওয়াটা অনেকটা সময়সাপেক্ষ এবং অনেকক্ষেত্রে হতাশাজনক। অন্যদিকে এনভাটো মার্কেটপ্লেসে কোনো ধরনের বিড করা এবং ক্রেতার অনুগ্রহের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না। রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথেই আপনি কাজ শুরু করে দিতে পারেন। আপনার টেম্পলেটটি সাইটে স্থান পাবার প্রথম দিন থেকেই বিক্রি শুরু হয়ে যাবে। তবে এখানে উল্লেখ্য, এ সাইটে উন্নতমানের ডিজাইনগুলোকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। তাই দক্ষ ওয়েবসাইট ডিজাইনারের জন্য এটি একটি উপযুক্ত মার্কেটপ্লেস। ■

ফিডব্যাক : zakaria.cse@gmail.com

আইসিটি শব্দফাঁদ

(৬৫ পৃষ্ঠার পর)

সমাধান :

■	আ	■	ও	এ	ম	আ	র
আ	ই	পি	■	সি	■	■	্যাম
■	পি	■	এ	টি	এ	ক্স	■
সি	সি	টি	ভি	■	ক্সি	■	ল্যা
ডি	■	■	আ	■	কি	■	প
আ	ই	ডি	ই	■	উ	■	ট
র	■	স্কে	■	নি	ট	ম্যা	প
■	ভ	ট	লে	ট	■	ন	■

ইউআইসি

(৫৪ পৃষ্ঠার পর) ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ। কর্মসংস্থানবিষয়ক তথ্য। ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ মতামত জানার সুযোগ।

জীবিকাভিত্তিক তথ্য : আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি, সার-কীটনাশক প্রয়োগ, ফসলে পোকামাকড়ের সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য। রোগের লক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ, হাসপাতাল, চিকিৎসক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বৃত্তি, শিক্ষা ঋণ সম্পর্কিত তথ্য। আইন ও মানবাধিকারবিষয়ক তথ্য। ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য। সর্বশেষ বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য।

বাণিজ্যিক সেবা : ইন্টারনেট ব্রাউজিং। ই-মেইল আদান-প্রদান। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদপত্র পাঠ করা। ভিডিও কনফারেন্স। মোবাইল ফোন ব্যবহার। ফ্ল্যাক্সিলোড করা। কমপিউটার কম্পোজ ও প্রিন্টিং। ছবি তোলা। লেমিনেটিং করা। স্ক্যানিং করা। ভিডিও প্রদর্শনী। কমপিউটার প্রশিক্ষণ। আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

তথ্যসেবার মূল্য তালিকা

ইউআইসি অফলাইন তথ্যভাণ্ডারের সব তথ্য বিনামূল্যে সরবরাহ করবে। সব বাণিজ্যিক সেবা ইউআইসি ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করে তা সংগ্রহ করতে হবে। তবে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের পরামর্শ সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। সব তথ্য ও সেবার মূল্যতালিকা (বিনামূল্য ও পরিশোধযোগ্য) করে তা ইউআইসির নোটিস বোর্ডে লাগানো থাকবে।

ইউআইসি ব্যবস্থাপনা

ইউআইসি পরিচালনার জন্য ৭-৯ সদস্যের 'ইউআইসি ব্যবস্থাপনা কমিটি' থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে এ কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এ কমিটির মেয়াদ হবে দু'বছর। ইউআইসির সাধারণ কমিটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে ইউআইসি পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি নির্বাচিত হওয়ার আগে প্রথম বছর সর্বোচ্চ এক বছরের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যরা এলাকাবাসীদের মধ্যে সৎ, উদ্যোগী ও দক্ষ লোকের সমন্বয়ে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করতে পারবে। কমিটির মোট সদস্যের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্য নারী হবেন এবং কমিটিতে বিভিন্ন পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কমিটির দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সহযোগিতা দেন।

ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব

'ইউআইসি ব্যবস্থাপনা কমিটি' ইউআইসি পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করবে। এ কমিটির সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে– স্থানীয় উদ্যোক্তা নির্বাচন; ইউআইসির প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা ও সংগ্রহে সহায়তা দেয়া; ইউআইসির উপকরণ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া; এলাকার জনগণের মাঝে তথ্যসেবা গ্রহণে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা দেয়া; ইউআইসির আয়-খরচের হিসাব এবং রিপোর্টিং পদ্ধতি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোক্তাকে সার্বিক সহায়তা দেয়া; প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি সভা আয়োজন করে ইউআইসির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা; বার্ষিক সাধারণসভা আয়োজন করে ইউআইসির আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সাধারণসভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন করা।

স্থানীয় উদ্যোক্তা

উদ্যোক্তা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কয়েকটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়। কমপিউটার ব্যবহারের ন্যূনতম ধারণা রয়েছে এলাকার এমন শিক্ষিত যুবকদের মধ্য থেকে উদ্যোক্তা নির্বাচন করতে হবে। তবে মহিলা এবং বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। 'ইউআইসি ব্যবস্থাপনা কমিটি' সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে উদ্যোক্তা নির্বাচন করবে। ইউআইসি পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত উদ্যোক্তারা ইউনিয়ন পরিষদের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী হবেন না। ইউআইসি স্থাপনের মোট খরচের একটি অংশ উদ্যোক্তারা প্রদান করবেন। বিনিময়ে তারা ইউআইসি স্থাপনের পরবর্তী তিন বছর ইউআইসি থেকে প্রাপ্ত আয় নিজেরা গ্রহণ করবেন। তিন বছর পর উদ্যোক্তা ও ইউনিয়ন পরিষদের পারস্পরিক স্বার্থ বিবেচনায় রেখে ইউনিয়ন পরিষদ আয়-ব্যয়ের বণ্টন নীতিমালা নির্ধারণ করবে। ■

ফিডব্যাক : manikswapna@yahoo.com

পকেট থেকে বেরুল 'পেপার কমপিউটার'

সুমন ইসলাম

ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে কমপিউটার। ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, পামটপের পর এখন আসছে কলম এবং কাগজ আকৃতির কমপিউটার। এগুলো অনায়াসেই নিজের পকেটে পুরে রাখা যাবে। প্রয়োজনের মুহূর্তেই সেটি বের করে মেলে ধরলেই চলবে– অমনি সক্রিয় হয়ে উঠবে আপনাকে প্রয়োজনীয় সেবা দেয়ার জন্য। যেকোনো স্থানে, যেকোনো সময় এ কমপিউটারের সেবা পাওয়া সম্ভব হবে। কাগজ আকৃতির যে কমপিউটারের কথা বলা হচ্ছে তার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটিংয়ের অধ্যাপক রোয়েল ভারটেগাল। তিনি তার হিউম্যান মিডিয়া ল্যাবরেটরিতে এ 'পেপার কমপিউটার'-এর প্রাথমিক সংস্করণ তৈরি করেছেন। এটি নিয়ে আরো গবেষণা অব্যাহত আছে।

ভারটেগাল বলেছেন, তার উন্নয়ন করা কাগজে কমপিউটার ফ্ল্যাট এবং খুবই নমনীয়। তাই কাগজ যেভাবে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়, ঠিক একইভাবে এ কমপিউটারও পকেটে রেখে দেয়া যাবে। আবার স্থান, কাল, পাত্র বুঝে এর আকারও পরিবর্তন করে কাজ করা সম্ভব হবে। তিনি একে বলছেন নতুন 'নন-প-্যানার' ডিভাইস বা যন্ত্র।

এ কমপিউটার যে কেবল ভাবনার অতীত নমনীয় তাই নয়, এটি তার তথ্য-উপাত্ত ছবির ভিত্তিতে নিজেকে পরিবর্তিত রূপ দিতে পারে। কোনো কোমল পানীয়র ক্যানের আকারে রূপ দিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলে ধরে দিব্বি এতে দেখা যাবে নানা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার কিংবা প্রয়োজনীয় অন্য কিছু। টাচ স্ক্রিনপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ হওয়ায় আলাদা করে কীবোর্ডের অস্তিত্ব নেই। আঙ্গুলের আলতো ছোঁয়ায় স্ক্রিনে ভেসে উঠবে নানা প্রোগ্রাম। এটাই ভবিষ্যৎ কমপিউটার। এগুলো হবে সফটওয়্যারনির্ভর। তাই বলা যায়, হার্ডওয়্যারের দিন হয়ত ফুরিয়ে আসছে।

এই পরবর্তী প্রজন্মের কমপিউটার তৈরির পেছনে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে 'অর্গানিক ইউজার ইন্টারফেস' ব্যবস্থা। এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন অব কমপিউটার মেশিনারির (এসিএম) প্রকাশনা কমিউনিকেশন্স অব এসিএমে। যুগ্মভাবে ওই প্রতিবেদন সম্পাদনা করেছেন জাপানের টোকিওতে সনি ইন্টারেকশন ল্যাবরেটরির ড. রোয়েল ভারটেগাল এবং ড. ইভান পাপেরেভ।

ড. ভারটেগাল বলেছেন, আমরা আসলে যা বলতে চাচ্ছি তা হিউম্যান কমপিউটার ইন্টারেকশনের ক্ষেত্রে বিপ-ব ছাড়া আর কিছুই নয়। একটা সময় ছিল যখন সব কিছু ভাবা হতো দ্বিমাত্রিকভাবে। ফলে সব কিছুর ছিল একটা সীমাবদ্ধতা। বহুমাত্রিক চিন্তাই করা সম্ভব ছিল না। অথচ জীবনকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন বহুমাত্রিক চিন্তাচেতনা। কমপিউটারকে সে পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া আজো সম্ভব হয়নি। দ্বিমাত্রিক চিন্তার স্তরেই রয়ে গেছে তার অবস্থান। ফলে নানা সীমাবদ্ধতা তাকে জর্জরিত করছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই নেক্সট জেনারেশন অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের কমপিউটার উদ্ভাবন নিয়ে কাজ শুরু হয়, যার পথ ধরে উদ্ভাবিত হয়েছে এ পেপার কমপিউটার। এটি এতই নমনীয়ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে প্রয়োজনমতো বাঁকিয়ে যেকোনো আকৃতিতে নিয়ে ব্যবহারকারীরা এটি ব্যবহার করতে পারবেন। ত্রিমাত্রিক চিন্তার চেয়ে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ দ্বিমাত্রিক চিন্তা। তাই অনলাইন বিশ্বে আধিপত্য নিয়ে টিকে থাকতে ত্রিমাত্রিক চিন্তাকেই

প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দ্বিমাত্রিক চিন্তা সম্বলিত 'ফ্ল্যাটল্যান্ড' ইন্টারফেস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

কমপিউটারপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি কমপিউটারের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে উদ্ভাবকদের আয়তক্ষেত্রাকার বর্তমান ডিজাইনের কমপিউটার তৈরিতে সহায়ক হয়েছে। এর প্রথমটি হলো আধুনিক টাচ ইনপুটপ্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির কারণে দুই হাতের একাধিক আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে প্রোগ্রাম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে। আলাদা করে কীবোর্ডের আর প্রয়োজন থাকছে না। স্পর্শের মাধ্যমেই ইনফরমেশন ইনপুট করা যাচ্ছে এবং সে অনুযায়ী সাড়া আসছে।

দ্বিতীয় অগ্রগতি হলো নমনীয় ডিসপে- ব্যবস্থা উদ্ভাবন। এই ব্যবস্থায় যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়েছে নমনীয় সার্কিট বোর্ড, যাতে সংযুক্ত থাকছে অর্গানিক এলইডি (লাইট ইমিটিং ডায়োডস)। ইলেকট্রনিক পেপার তৈরিতে এটি ব্যবহার হচ্ছে। ই-ইঙ্ক (ইলেকট্রোফোরেটিক ইঙ্ক) ডিসপে- তৈরি হচ্ছে লাখ লাখ ক্ষুদ্র, পোলারাইজড ইঙ্ক ক্যাপসুল থেকে, যার অর্ধেক সাদা এবং অর্ধেক কালো। কমপিউটারে সুইচ দেয়া হলে মাইনাস বা প-াস ভোল্টেজ বের হয়ে আসে এবং ডিসপে- তৈরির জন্য ইঙ্ক বা কালি যুক্ত হয় কিংবা সরে যায়। একবার ডিসপে- এসে গেলে বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করা যেতে পারে। যেহেতু ই-পেপারটি বা কমপিউটারটি নমনীয়, তাই ডিসপে- হওয়ার পর সেটি ভাঁজ করে বা মুড়িয়ে পকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে দেয়া যাবে।

তৃতীয় অগ্রগতি হলো কাইনেটিক অর্গানিক ইন্টারফেস (কেওআই)। এর কারণেই ব্যবহারকারীর প্রয়োজনমাফিক আকার পরিবর্তনশীল কমপিউটার ডিজাইন করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এর মাধ্যমে কেবল ছবি নয়, ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় শারীরিক কাঠামোও প্রদর্শন সম্ভব হবে।

ড. ভারটেগাল বলেন, আমরা আসলে চাইছি বর্তমান কমপিউটার তৈরি ও পরিচালনায় যত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে এসে সহজ যন্ত্র ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করতে। যাতে করে যেকেউ খুব সহজেই কমপিউটার ব্যবহার করতে পারে এবং একে তার কাছে বোঝা মনে না হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে যে সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে তাতে হাই রেজ্যুলেশনের ডিসপে- আনা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অর্গানিক শেপের কোনো যন্ত্রে উচ্চ রেজ্যুলেশনের ছবি প্রদর্শনের প্রকৃত প্রযুক্তি এখনো উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। তবে কাজ চলছে বিষয়টি নিয়ে।

পেন বা কলমের আকৃতির যে কমপিউটারের কথা বলা হয়েছে জাপানি বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন মিনিয়েচার কমপিউটার। তিনটি কলমের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে ওই কমপিউটার। কলমগুলোর একটি হবে কমপিউটারের মনিটর, একটি কীবোর্ড এবং অন্যটি সিপিইউ। এগুলো একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ব-ুটুথ প্রযুক্তিতে। এদের বিদ্যুৎ সরবরাহ আসবে সূর্যালোক থেকে, যা রিচার্জেবল ব্যাটারিতে জমা রেখে রাতের বেলায়ও কাজ করা যাবে। কেউ কেউ এদেরকে হলোগ্রাফিক কমপিউটার বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ওয়াইম্যাক্স প্রযুক্তিতে ইন্টারনেটে যুক্ত হবে এই পকেট কমপিউটার। তাই বাস, ট্রেন বা পে-ন সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যাবে ইন্টারনেট।

কুইন্স হিউম্যান মিডিয়া ল্যাবরেটরিতে যেসব প্রকল্পের কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হলো বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ ভাঁজযোগ্য পেপার কমপিউটার উদ্ভাবন।

ইন্টারেকটিভ কোক ক্যান উদ্ভাবনের কাজও চলছে। এতে থাকবে সিলিন্ডারের আকৃতির ডিসপে- ব্যবস্থা।

গবেষণা চলছে আরো কিছু বিষয় নিয়ে। যার মধ্যে যেকোনো যন্ত্রে কমপিউটারের মতো ডকুমেন্ট এবং চিত্র আনার উদ্যোগও রয়েছে।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা– এমন যন্ত্র হাতে আসার এবং এর সুফল ভোগ করার।

ফিডব্যাক : sumonislam7@gmail.com

কমপিউটার জগতের খবর

ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কিংয়ের আওতায় আসছে দেশের সব ভূমি অফিস

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট॥ দেশের সব ভূমি অফিসকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কিং (ডব্লি-উএএন)-এর আওতায় আনা হচ্ছে। পাশাপাশি কমপিউটারাইজড করা হচ্ছে সব এসি ল্যান্ড অফিসকে। একই সঙ্গে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হচ্ছে মন্ত্রণালয়সহ সব অধিদফতরে।

সবভূমি অফিসকে ডব্লি-উএএন-এর আওতায় আনা হলে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে বসে দেশের যেকোনো ভূমি অফিসে কি ধরনের কাজ হচ্ছে তা দেখা যাবে। কেউ কাজে ফাঁকি দিলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। কমপিউটারাইজড করা হলে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপগ্রেড হবে এবং কাজের গতি বাড়বে। মন্ত্রণালয় থেকে কোনো বিশেষ সিদ্ধান্ত বা সার্কুলার জারি হলে তা এই সিস্টেমেই সব জায়গায় পাঠান সম্ভব হবে।

ভূমি মন্ত্রণালয়সহ তার অধীনস্ত সব অধিদফতরে যে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বসানো হবে তার জন্য অধিদফতরগুলোর প্রতিটিতে থাকবে একটি করে কন্ট্রোল রুম। এখানে বসেই মনিটরিং করা হবে। সিসি ক্যামেরায় ধারণ করা চিত্র সংরক্ষিত থাকবে ৬ মাস বা তারও বেশি সময়। ফলে অনিয়মের অভিযোগ এলেই যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

ভূমিমন্ত্রী রেজাউল করিম হীরা বলেছেন, আমরা আধুনিক প্রযুক্তিকে দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে কাজে লাগাতে চাই। তাই এসব ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। কেউ দুর্নীতি করলেই ধরা পড়ে যাবে।

উলে-খ্য, আদালতগুলোতে যে মামলা রয়েছে তার ৯০ শতাংশই ভূমি সংক্রান্ত ॥

ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগ পাচ্ছে ৮০০ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট॥ চলতি মাস অর্থাৎ এপ্রিলের মধ্যেই দেশের সরকারি স্বাস্থ্য খাতে প্রায় ৮০০ হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্রে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হবে। ২২ মার্চ রাজধানীর মহাখালীতে রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে টেলিমেডিসিনের ওপর এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আ ফ ম রুহুল হক একথা বলেছেন। বাংলাদেশ সোসাইটি ফর টেলিমেডিসিন অ্যান্ড ই-হেলথ এই সেমিনারের আয়োজন করে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে-ক্স, সিভিল সার্জন কার্যালয়, জেলা হাসপাতাল, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়, সব মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজ, সব মেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, সব হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, স্বাস্থ্য অধিদফতর ও মন্ত্রণালয় এই ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আসছে।

বিশেষ অতিথি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বলেন, আমলাতন্ত্রে ডিজিটাল সংস্কৃতি চালু করতে না পারলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রচেষ্টা অনেকটাই পিছিয়ে পড়বে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান জিয়া আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর টেলিমেডিসিন অ্যান্ড ই-হেলথের সভাপতি সৈয়দ মার্ভব মোর্শেদ প্রমুখ ॥

টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড অধ্যাদেশ সংসদীয় কমিটিতে অনুমোদন

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জারি করা দ্য বাংলাদেশ টেলিগ্রাফ অ্যান্ড টেলিফোন বোর্ড (সংশোধন) অধ্যাদেশ সংসদে পাসের জন্য অনুমোদন করেছে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। কমিটির সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন, আপাতত বিলটি অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। তবে সচিব কমিটির রিপোর্টের পর যদি আইন সংশোধনের দরকার হয় তখন প্রয়োজনে সেটাও করা হবে। কমিটিকে রিপোর্ট দেয়ার জন্য ৩০ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে দেশের সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ সেক্টরের উন্নয়নে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিবকে প্রধান করে যে কমিটি করা হয়েছিল সে কমিটিই এ কাজ করবে।

কমিটিকে মূলত অধুনালুপ্ত বিটিটিবির সম্পদের হিসাব তৈরি করা, কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কি হবে, সংশি-ষ্ট কোম্পানিগুলোতে কর্মকর্তা-শ্রমিক স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে সে বিষয়গুলো রিপোর্টে উলে-খ করতে বলা হয়েছে। ১৬ মার্চ স্থায়ী কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি (বিটিসিএল), বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) এবং মোবাইল অপারেটর টেলিটককে একীভূত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ॥

চেস্ট অ্যান্ড হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট ও জার্নাল সিস্টেম অবমুক্ত

চেস্ট অ্যান্ড হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট ও জার্নাল সিস্টেম (www.chestheart.org) সম্প্রতি অবমুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী। এসময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রফেসর মির্জা মুহাম্মদ হিরণ। ওয়েবসাইটটিতে অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন কার্যক্রম ছাড়াও হার্ট ও চেস্ট সম্পর্কে অনলাইনে রোগীরা পরামর্শ নিতে পারবেন। এ ছাড়া এ সম্পর্কিত সর্বশেষ গবেষণার রিপোর্টগুলোও পাওয়া যাবে। সিস্টেমটি তৈরি ও কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে ই-সফট ॥

আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে ভারতের টাটার সহায়তা চায় সরকার

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের উন্নয়নের জন্য ভারতের টাটা কনসালটিং সার্ভিসেসের (টিসিএস) সহায়তা চেয়েছে সরকার। শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল আইসিটি শিল্পে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করতে টিসিএস ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তিনি তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পে প্রয়োগের আহ্বান জানান। ১৮ মার্চ টিসিএসের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যামল কান্তি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল শিল্পমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

এসময় বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ছোট এবং মাঝারি পর্যায়ে শিল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। শ্যামল কান্তি বলেন, বাংলাদেশের আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সরকারের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন ॥

আইএসপিএবি'র নতুন কমিটি

মঞ্জু সভাপতি, হাকিম সম্পাদক

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (আইএসপিএবি) নির্বাচন ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগামী দুই বছরের জন্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন সভাপতি আক্তারুজ্জামান মঞ্জু, সহ-সভাপতি জিয়া শামসী, সাধারণ সম্পাদক এমএ হাকিম, সহ-সাধারণ সম্পাদক ফরিদ মোহাম্মদ রাশেদ আমিন, কোষাধ্যক্ষ খন্দকার আবদুল-াহ আল আজাদ, পরিচালক সৈয়দ সামিউল ওয়াদুদ ও কাজী রুবায়েত আহমেদ। নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে নির্বাচন পরিচালিত হয়। নির্বাচনী বোর্ডের অপর দুই সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী ও নাগিবুল ইসলাম দীপু উপস্থিত ছিলেন ॥

জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে অনলাইনে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে অনলাইনে নিবন্ধন শুরু হয়েছে। ১৬ মার্চ রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজের (আরজেএসসি) প্রধান কার্যালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল ফারুক খান আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কোম্পানি নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উলে-খ্য, প্রায় ৮ বছর আগে কোম্পানির নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে দুর্নীতিমুক্ত এবং জটিলতা দূর করতে অনলাইনে নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়। ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেন্ট ফান্ডের (বিআইসিএফ) আর্থিক সহযোগিতায় ৮ বছর প্রচেষ্টার পর অনলাইনে এই কার্যক্রম শুরু হলো ॥

বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও ভুটানের সরকারপ্রধানদের ওয়েবসাইট আকর্ষণীয় : টারবোওয়েব

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান টারবোওয়েব-এর সিনিয়র ওয়েব পরামর্শক কিথ ব-্যাক বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার নেতাদের মধ্যে বাংলাদেশ, ভুটান ও মালদ্বীপের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানদের ওয়েবসাইট সবচেয়ে আকর্ষণীয়। বাকিদেরটা গতানুগতিক। টারবোওয়েব বিশ্বের প্রখ্যাত অনেক রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীর ওয়েবসাইট তৈরি করেছে।

কিথ ব-্যাক মনে করেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ওয়েবসাইট www.pmo.gov.bd দৃষ্টি নন্দন এবং ব্যবহার খুবই সহজ। প্রথম পাতা খুবই সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজার সুবিধা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের ই-মেইল ঠিকানা রয়েছে।

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের ওয়েবসাইট www.presidency-maldives.gov.mv দৃষ্টিনন্দন। রাজনৈতিক নেতাদের সাম্প্রতিক বক্তব্য রয়েছে সাইটে। মানচিত্র ডাউনলোড করা যাবে। রয়েছে চাকরিসহ গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর।

ভুটান সরকারের ওয়েবসাইট www.bhutan.gov.bt-এর প্রথম পাতা বেশ আকর্ষণীয়। প্রয়োজনীয় বহু তথ্য ও গেম রয়েছে।

এছাড়া নেপাল, শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের ওয়েবসাইটগুলো তত্তটা ভালো নয়। এসবে আধুনিক ব্রাউজারগুলো ব্যবহার হয়নি। প্রচুর জায়গা খালি রয়েছে ও ভিডিও ক্লিপ নেই।

কমপিউটার জগৎ মেগা ক্যুইজের ২য় পর্বের ফল ঘোষণা : প্রথম হয়েছেন জামান

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ কমপিউটার জগৎ মেগা ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ২০০৯-এর দ্বিতীয় পর্বের প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্যে ৩১ মার্চ ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রথম হয়েছেন ঢাকার ডেমরার পাড়াগাঁর আমিনবাগ লেনের এম. জামান, দ্বিতীয় ঢাবির সূর্যসেন হলের মো: আব্দুর রহমান, তৃতীয় কেরানীগঞ্জের কোনাযোলার মো: আশ্রাফুল ইসলাম (রথী), চতুর্থ ঢাকার নবাবগঞ্জের জয়কৃষ্ণপুরের মোবারক হোসাইন, পঞ্চম ঢাকার ক্রিসেন্ট রোডের মো: ফেরদাউছুল হক খান, ষষ্ঠ আরএমপি, রাজশাহীর খায়রুল এনাম এবং সপ্তম চট্টগ্রামের আগ্রাবাদের মো: তারেকুল ইসলাম।

মেগা ক্যুইজ ২য় পর্বের লটারি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা

এইচপির সৌজন্যে আয়োজিত দ্বিতীয় পর্ব ক্যুইজে অংশ নেয় ১২ হাজার ২০০ জন। এর মধ্যে সঠিক উত্তর দিয়েছেন ৩ হাজার ২৬৭ জন। কমপিউটার জগৎ কার্যালয়ে এদের মধ্য থেকে লটারি করে ৭ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইনপেইস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেডের ম্যানেজার (বিপণন) প্রতাপ সাহা, কমপিউটার ভিলেজের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মো: ইকবাল হোসেন, স্মার্ট টেকনোলজিসের বিজনেস ম্যানেজার এম শারফুদ্দিন অনিক, কমপিউটার জগৎ সম্পাদক গোলাপ মুনীর, সহযোগী সম্পাদক মইন উদ্দিন মাহমুদ এবং সহকারী সম্পাদক এম. এ. হক অনু।

২০ মে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিন পর্বের বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার দেয়া হবে। প্রথম পুরস্কার স্মার্ট দিচ্ছে স্যামসাং ডিজিটাল ক্যামেরা, দ্বিতীয় আলোহাঅইশপের এপল আইপড সাফল, তৃতীয় ইউনাইটেড কমপিউটার সেন্টারের ট্রান্সসেন্ড এমপিথ্রি পে-য়ার, চতুর্থ বিজনেসল্যান্ডের মুভি ডাটা এজ মডেম, পঞ্চম কমপিউটার ভিলেজের পাওয়ার টেক ইউপিএস, ষষ্ঠ স্মার্টের গিগাবাইট গিফট বক্স এবং সপ্তম পুরস্কার কম ভ্যালী দিচ্ছে বেনকিউ গিফট বক্স।

রাজধানীতে ওয়াইম্যাক্সের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ রাজধানীতে তারবিহীন উচ্চগতির ইন্টারনেটের (ওয়াইম্যাক্স) পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয়েছে। মার্কিন টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মটরোলা একাজ শুরু করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব। ফিক্সড কিংবা মোবাইল উভয়ভাবেই এ সেবা পাওয়া যাবে। আইপি টেলিফোনি বা ইন্টারনেটে মোবাইল ফোন, টেলিকনফারেন্স, স্বাস্থ্য পরামর্শ, ই-বিজনেস ইত্যাদি সেবাও পাওয়া যাবে।

২৪ মার্চ মটরোলা আয়োজিত 'গো ডিজিটাল মটরোলা ওয়াইম্যাক্স ইন বাংলাদেশ'-এর উদ্বোধন করেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী রাজি উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, যত দ্রুত সম্ভব ওয়াইম্যাক্স সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। লাইসেন্সপ্রাপ্তদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এই সেবা যেন সহজলভ্য এবং গ্রামেগঞ্জেও পৌঁছে দেয়া হয়।

বিশেষ অতিথি বিটিআরসির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়া আহমেদ বলেন, দেশে টেলিযোগাযোগ সুবিধাপ্রাপ্তদের হার ৩০ শতাংশ হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

রেডিসন হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মটরোলা টেলিকমিউনিকেশন্স বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট সাকিবর আহমেদ খান। গত বছর সেপ্টেম্বরে উন্মুক্ত নিলাম প্রক্রিয়ায় ওয়াইম্যাক্সের তিনটি লাইসেন্স অনুমোদন করা হয়।

তরুণদের ভোট টানতে প্রযুক্তিমুখী ভারতের রাজনৈতিক নেতারা

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ভারতের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা নতুন প্রজন্মের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রযুক্তিমুখী হয়েছেন। তারা তরুণ ভোটারদের মধ্যে যোগাযোগ রাখছেন মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ফেইসবুক, মাইস্পেস, ইউটিউবের মতো সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো প্রচারণার কাজে ব্যবহার করছেন নেতারা। মোবাইল ফোনে পাঠান হচ্ছে এসএমএস। দেশটিতে মোট ভোটার ৭০ কোটি। এর মধ্যে তরুণ ভোটার ১০ কোটি। তারা ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সী। ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও প্রধান বিরোধীদল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতারা এখন এদের সমর্থন পেতে ছুটছেন।

বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি নিজস্ব ব-গসাইট তৈরি করে প্রচারণা চালাচ্ছেন। বিজেপির নির্বাচনী প্রচারাভিযানের ভিডিও ইউটিউবে ছাড়া হচ্ছে।

কংগ্রেস ও বিজেপির সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীরা বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও দলগুলো লিখিত বার্তা, প্রচারাভিযান, সঙ্গীত ও ভিডিও তরুণদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

স্মার্টে টুইনমসের বুম বক্স স্পিকার কাম মিউজিক পে-য়ার

উন্নত সাউন্ড কোয়লিটি সংবলিত টুইনমসের বুম বক্স স্পিকার এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস। সম্পূর্ণ রিমোট নিয়ন্ত্রিত আকর্ষণীয় এই স্পিকারটি ২.১ অডিও সিস্টেম। একে মিউজিক পেয়ারও বলা চলে। কারণ বাজারে প্রচলিত যেকোনো অডিও ডিভাইস এই বুম বক্স-এর মাধ্যমে চালানো যায়। এটি বিভিন্ন ভার্সনের আইপড ও আইপড ন্যানো সমর্থন করে। এমনকি এমপিথ্রি ও সিডি পেয়ার, পিসি ও ল্যাপটপে মনোমুগ্ধকর অডিও উপভোগ করতে পারবেন। সর্বোপরি অপশনাল হিসেবে এতে রয়েছে ব্লুথ ও ওয়্যারলেস মিউজিক রিসিভার। ভিন্নধর্মী এই বুম বক্স স্পিকারের দাম ২ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯।

এসেছে আসুসের কোর আই-৭ প-াটফর্মের মাদারবোর্ড

আসুসের পি৬টি মডেলের মাদারবোর্ড বাজারে ছেড়েছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ইন্টেল এক্স৫৮ চিপসেটের এই মাদারবোর্ডটি ইন্টেল এলজিএ১৩৬৬ প-াটফর্মের কোর আই-৭ প্রসেসর সাপোর্ট করে। এর সিস্টেম বাস ৬৪০০ মেগাট্রান্সফার/সেকেন্ড এবং এটি সর্বোচ্চ ২৪ গিগাবাইট ডিডিআর-৩ মেমরি সাপোর্ট করে। এতে রয়েছে ৩টি পিসিআই এক্সপ্রেস এক্স১৬ স-ট, ৬টি সাটা পোর্ট, ১২টি ইউএসবি ২.০ পোর্ট প্রভৃতি। দাম ৪৪ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০।

অনন্য বেনকিউ জয়বুক লাইট ই

বেনকিউ জয়বুক লাইট ই অনন্য এতে রয়েছে ১.৫গি.বা. র‍্যাম, ইন্টেল এটম ১.৬ প্রসেসর, ইন্টেল অরিজিনাল ৯৪৫চিপসেট, ১০.১টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে, ওজন ১ কেজি। ইন্টারনেট ইউজারদের সব সুবিধা নিয়ে বর্তমানে বেনকিউ লাইট ল্যাপটপটি মূল্য ও ফিচারের গুণে যেকোনো ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ। যোগাযোগ : ০১৮১৭২৯৯০৫৫ ।

অক্সফোর্ড ইন্টা. স্কুলে স্মার্টের তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী

স্মার্ট টেকনোলজি (বিডি) লি. ও অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের যৌথ উদ্যোগে ৭-১০ মার্চ অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে আইসিটি পণ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য পণ্যের বিশেষ সাশ্রয়ী দাম নির্ধারণ করা হয়।

প্রদর্শনীতে এইচপির মিনি ও অন্যান্য মডেলের

প্রদর্শনীতে ল্যাপটপ ব্যবহার করছে শিক্ষার্থীরা

ল্যাপটপ, প্যাভিলিয়ন পিসি, পিগাবাইট ল্যাপটপ, স্যামসাং এলসিডি মনিটর, স্যামসাং ক্যামেরা ও প্রিন্টার, টুইনমস র‍্যাম ও মোবাইল ডিস্ক, ব্রাদার প্রিন্টার, ডিলাক্স ওয়েব-ক্যাম, স্পিকার, প-্যানেট নেটওয়ার্কিং পণ্যসহ বিপণনকৃত অন্যান্য আইসিটি পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন করা হয়।

উলে-খ্য, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, সম্প্রতি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ১টি করে ল্যাপটপ নামে একটি প্রকল্প নিয়েছে। এই প্রকল্পে স্মার্ট টেকনোলজিস শিক্ষার্থীদের জন্য সাশ্রয়ী দামে এসার এইচপি ও পিগাবাইট ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ সরবরাহ করবে এবং এতে ঋণ সহায়তা দেবে ব্যাংক এশিয়া লি. ।

স্টাইল আইকন ফুজিৎসু টি৫০১০ ট্যাবলেট পিসি বাজারে

জাপানের ফুজিৎসু লাইফবুক পি৫০১০ ট্যাবলেট পিসি ১৩.৩ ইঞ্চি সুপার ফাইন ওয়াইড এক্সজিএ ডিসপে- ১৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো যায়। এতে আছে ইন্টেল কোর টু ডুয়ো প্রসেসর, যার প্রসেসিং স্পিড ২.৫৩ গিগাহার্টজ, ক্যাশ মেমরি ৬ মেগাবাইট এবং ফ্রন্ট সাইড বাস স্পিড ১০৬৬ মেগাহার্টজ। ওজন ১.৯৮ কেজি। কমপিউটার সোর্স দিচ্ছে প্রতিটি ফুজিৎসু পণ্যে তিন বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। দাম ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৬৫২১০ ।

বিজিডবি-উসিআইডি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্টের জন্য ন্যাশনাল কংগ্রেস আয়োজনে বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রীর সহায়তার আশ্বাস

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অন আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্টের (বিজিডবি-উসিআইডি) উপদেষ্টা সংসদ সদস্য আকরাম হোসেন চৌধুরী ২৩ মার্চ এক প্রতিনিধিদল নিয়ে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমানের সাথে বৈঠক করেছেন। আকরাম হোসেন মন্ত্রীকে ডবি-উসিআইডি এবং বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। বিজিডবি-উসিআইডির পক্ষে অধ্যাপক ড. সৈয়দ আখতার হোসেন টীনে আগামী ২-৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় ডবি-উসিআইডি ২০০৯ বিষয়ে মন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন এবং উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। এসময় তিনি টীনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য মন্ত্রীকে আহবান জানান। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে ডবি-উসিআইডি ২০০৯-এ অংশ নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয়ের নিবিড় সহযোগিতায় ন্যাশনাল কংগ্রেসের আয়োজন করতে মন্ত্রীকে অনুরোধ করা হয়।

ইয়াফেস ওসমান এ ব্যাপারে তার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বিজিডবি-উসিআইডির কার্যক্রম সম্পর্কে তিনি অবহিত বলে জানান। তিনি তার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস আয়োজনেও তার সর্বাত্মক সহায়তা থাকবে বলে তিনি অঙ্গীকার করেন।

বাংলাদেশ এনজিও'স নেটওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনের (বিএনএনআরসি) সিইও এএইচএম বজলুর রহমান এবং মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর সহকারী সম্পাদক ও বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের (বিআইজেএফ) সাবেক সভাপতি এম. এ. হক অনু এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ওয়ার্কিং গ্রুপের অপর সদস্যরা হলেন আপলোড ইয়োর সেলফ লিমিটেডের সিইও এবং চেয়ারপার্সন ফারহানা এ রহমান ও বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্কের (বিডিওএসএন) সাধারণ সম্পাদক এ এ মুনির হাসান ।

রেড ডট ডিজাইন ২০০৯ পুরস্কার পেল আসুস

পণ্যের ডিজাইনে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য মান বজায় রাখায় সম্প্রতি আসুসের পণ্যসমূহ সম্মানজনক 'রেড ডট ডিজাইন ২০০৯' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। আসুসের যেসব পণ্য এই পুরস্কার অর্জন করে সেগুলো হলো ই পিসি এস১০১, কীবোর্ড পিসি, আসুস এস১২১ নোটবুক, আসুস পি৩০ নোটবুক এবং আসুস চকলেট নোটবুক কীবোর্ড। এছাড়া আসুসের আরটি-এন১৭ ওয়্যারলেস স্টোরেজ রাউটার এবং এল-সিরিজের ল্যাপটপ ব্যাগসমূহ অর্জন করে রেড ডট ডিজাইন 'অনারেবল মেনশন' পুরস্কার।

reddot design award winner 2009

আন্তর্জাতিক রেড ডট ডিজাইন পুরস্কার হলো বিশ্বের বৃহৎ এবং বিখ্যাত ডিজাইন প্রতিযোগিতা। বাংলাদেশে আসুস পণ্যসামগ্রীর অনুমোদিত পরিবেশক গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি. ।

দেশের প্রথম পল-ী ডিজিটাল উৎসব অনুষ্ঠিত

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বিশ্বের অন্যতম ইনোভেশন ইয়ং সোসিয়াল এন্ট্রোপ্রেনার পরিচালিত সামাজিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইনফো বিডি নেক্সট ইনকরপোরেশন আয়োজন করে প্রথম পল-ী ডিজিটাল উৎসব : do4d (digital opportunities for develpment)।

২৬ ও ২৭ মার্চ দিনাজপুরের ভুল-ারহাট, খানসামায় iBdNext-এর Citizen Access Point (CAP) 0201। এ অনুষ্ঠিত হয় ২ দিনব্যাপী ডিজিটাল উৎসব।

২৬ মার্চ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আবু হাসান মাহমুদ আলী। তিনি বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে প্রযুক্তিগত পণ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, প্রযুক্তিকে ভালোভাবে জানতে হবে। প্রযুক্তিকে জানতে এ ধরনের পল-ী উৎসবের কোনো বিকল্প নেই।

দুইদিনের এই ডিজিটাল উৎসবে স্থানীয় ৩০০০ নানা পেশার ও বয়সের মানুষ নানা রকমের ডিজিটাল সেবার সঙ্গে পরিচিত হয় ও এর

ডিজিটাল উৎসবে নানা বয়সী দর্শক

ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে জানতে পারে। উৎসবে জিপি এবং জিপি-সিআইপি তাদের নানারকমের ডিজিটাল সেবা প্রর্দশন ও বিতরণ করে। এছাড়া কমপিউটার সোর্স লিমিটেড হেইচি ব্র্যান্ডের আধুনিক স্বল্পমূল্যের মোবাইল ফোন, ক্যাপের টেলিসেন্টার সেবা প্রদর্শন ও দেয় ।

প্যাট্রিয়ট মেমরি সিগনেচার এক্সপোর্টার মিনি ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ

তাইওয়ানের তৈরি বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট এক্সপোর্টার মিনি ইউএসবি ফ্ল্যাশ মেমরি বাংলাদেশে এনেছে মিরাকম টেকনোলজিস লি.। এর রয়েছে- হাই স্পিড ইউএসবি ২.০, ইজি প-াগ এন্ড পে- অপশন প্রভৃতি। আকর্ষণীয় কয়েকটি রংয়ে ৪ গি.বা. ফ্ল্যাশ ড্রাইভের দাম ৮৫০ টাকা, ৮ গি.বা. ফ্ল্যাশ ড্রাইভের দাম পড়বে ১৩৫০ টাকা। প্রতিটি ড্রাইভে রয়েছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। যোগাযোগ : ০১৭১২ ৬৫১৫১৭ ।

ই-মেশিনসের পণ্য আনছে ইটিএল

এসারের বিজনেস ও সার্ভিস পার্টনার এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস লিমিটেড শিগগিরই এসারের স্বত্বাধীন ই-মেশিনস ব্র্যান্ডের পণ্য বাজারে আনছে। ১৯৯৮ সালে বাজারে আসা আমেরিকান এ পিসি ব্র্যান্ডটি বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য দামে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কমপিউটার বিক্রির জন্য বিখ্যাত। আমেরিকার রিটেইল পিসি মার্কেটের দ্বিতীয় বৃহত্তর ভেন্ডর ই-মেশিনস। ২০০৭ সালে এসার ই-মেশিনস অধিগ্রহণের পর এসার ব্র্যান্ডের পাশাপাশি ই-মেশিনস ব্র্যান্ডও বাজারজাত করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ইটিএল বাংলাদেশের ক্রেতাদের জন্য ই-মেশিনসের ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কমপিউটার আনছে। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২ ।

বিশ্বের দ্রুততম প্রসেসর কোর আই৭

দ্রুততম প্রসেসর ইন্টেল কোর আই ৭ ও সাপোর্টেড ইন্টেল মাদারবোর্ড ডিএক্স৫৮এসও। দ্রুত, ইন্টিলিজেন্ট ও মাল্টিকোর টেকনোলজি সমৃদ্ধ ইন্টেলের নতুন সম্ভাবনা ও মাল্টিমিডিয়ার পারফর্মেন্সের প্রসেসর এটি। অপরদিকে এটিএক্স ফর্মফ্যাক্টর সম্বলিত বোর্ডটি ডিডিআর৩ সাপোর্টেড,ইন্টেল হাই ডেফিন্যাশন অডিও, থ্রিডি গেমিং পারফর্মেন্স সম্বলিত গ্রাফিক্স।

প্রসেসরটির আরো যেসব ফিচার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ইন্টেল টারবো বুস্ট টেকনোলজি, হাইপারথ্রেডিং টেকনোলজি, স্মার্ট ক্যাশ, কুইক পাথ ইন্টারকানেক্ট, মেমরি কন্ট্রোলার এবং ইন্টেল এইচডি বুস্ট টেকনোলজি। যোগাযোগ : ০১৮১৭২৯৯০৫৫।

মৌচাকে বিআইজেএফের আনন্দঘন গেট টুগেদার

গেট টু গেদারে অংশ নেয়া আইসিটি সাংবাদিকরা

গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরামের (বিআইজেএফ) 'গেট টুগেদার-২০০৯'। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এবারের অনুষ্ঠানেও বিআইজেএফ সদস্যরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। দিনব্যাপী আয়োজিত আনন্দঘন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন আকর্ষণীয় গেমস ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। বিআইজেএফের এই আয়োজনে সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে হোটেল শেরাটন, বিসিএস কমপিউটার সিটি, কমপিউটার সোর্স লিমিটেড, জেএএন অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড, স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেড, টেকনোএজ, স্পিড টেকনোলজিস, ম্যাকম কমিউনিকেশন, ইনপেস কমিউনিকেশন, ই-সফট এবং মেকার কমিউনিকেশন ।

ভোটার তালিকা সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করতে সারাদেশে ৫০২টি সার্ভার কেন্দ্র হচ্ছে

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ছবিসহ ভোটার তালিকা ও ভোটারদের তথ্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে সারাদেশে ৫০২টি সার্ভার কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এজন্য ব্যয় হবে প্রায় ২০৬ কোটি টাকা। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৪ মার্চ জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কনস্ট্রাকশন অব সার্ভার স্টেশনস ফর দ্য ইলেকটোরাল ডাটাবেজ (সিএসএসইডি) প্রকল্পে স্বাক্ষর করেন নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত বি টেন তুশার এবং ইউএনডিপির আবাসিক পরিচালক স্টিফেন প্রিজনার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এটিএম শামসুল হুদা, নির্বাচন কমিশনার মুহাম্মদ হুসুল হোসাইন ও এম সাখাওয়াত হোসেন, সচিব মুহম্মদ হুমায়ুন কবির এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের আওতায় ৪৮১টি উপজেলা ও ১৬টি থানা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে পাঁচটি স্থানীয় কার্যালয়ে সার্ভার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ সরকার, নেদারল্যান্ডস এবং ডিএফআইডি যৌথভাবে প্রকল্পে অর্থায়ন করবে। সরকার দেবে ১১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। বাকি টাকা দেবে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো।

সিইসি বলেন, সার্ভার কেন্দ্র স্থাপনের ফলে দ্রুত সময়ের মধ্যে চলমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা যাবে ।

মোবাইল ফোনে টিভি দেখার সুবিধা দিচ্ছে এসএসএলই

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ মোবাইল ফোনে টিভি বা এমটিভি দেখার সুবিধা দিচ্ছে সফটওয়্যার সলিউশন অ্যান্ড লজিস্টিক এন্টারপ্রাইজ (এসএসএলই)। প্রাথমিকভাবে শুধু চ্যানেলে আই ও এটিএন বাংলা দেখা গেলেও ভবিষ্যতে মোবাইল ফোন টিভিতে আরো চ্যানেল যোগ হবে। প্রতিষ্ঠানের এমডি রাশেক রহমান একথা বলেছেন। এজন্য মোবাইল ফোনে এমটিভি লিখে পাঠাতে হবে ৬১৬১ নম্বরে। ফিরতি এসএমএসে পাওয়া লিঙ্ক ক্লিক করে মোবাইল টিভি অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করতে হবে। নির্দেশাবলী অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে। পরে ওয়াচ টিভি অপশনে গিয়ে পছন্দের অনুষ্ঠান নির্বাচন করতে হবে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২০৬০৬০ ।

স্যামসাং করপোরেট সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত

স্যামসাংয়ের নতুন কয়েকটি পণ্যের পরিচিতি তুলে ধরতে সম্প্রতি ঢাকার গুলশানে একটি হোটেলে স্যামসাং করপোরেট সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। স্মার্ট টেকনোলজিসের উদ্যোগে এ আয়োজনে সহযোগিতা করেছে স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স। অনুষ্ঠানে করপোরেট ক্লায়েন্টদেরকে স্যামসাংয়ের থিন ক্লায়েন্ট মনিটর, এলএফডি (লার্জ ফরমেট ডিসপে-), প্রজেক্টর ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। থিন ক্লায়েন্ট মনিটর মাত্র আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি পুরু।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্যামসাং ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক্সের এমডি লোকেশ নাগপাল ও স্যামসাংয়ের সফটওয়্যার প্রকৌশলী অনিকেত জলতা এবং স্মার্ট টেকনোলজিসের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম, এমডি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক জাফর আহমেদ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপক এম শরফুদ্দিন অনিক, করপোরেট বিক্রয় ব্যবস্থাপক মো: মিজানুর রহমান সরকার ।

কমপিউটার সোর্সের মেলা অনুষ্ঠিত

প্রযুক্তির হাত ধরে দেশকে এগিয়ে নেয়ার প্রত্যয় নিয়ে কমপিউটার সোর্সের আয়োজনে ১৫ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ১০ দিনব্যাপী 'কমপিউটার সোর্স ফেয়ার'। মেলা উপলক্ষে দেয়া আকর্ষণীয় সব অফার পাওয়া যায় সোর্সের গুলশান, রাজশাহী, বগুড়া এবং চট্টগ্রাম অফিসে। এসময় এইচপি, ফুজিৎসু এবং এপল নোটবুক ক্রেতারা পান আকর্ষণীয় দামে পণ্য কেনার সুযোগ। সঙ্গে আকর্ষণীয় সুগন্ধি ফ্রি। নির্দিষ্ট মডেলের কোডাক ডিজিটাল ক্যামেরার সঙ্গে ছিল ২ গি.বা. এসডি মেমরি কার্ড। মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ফুজিৎসু ২২ ইঞ্চি এলসিডি টিভি। এতে একই সঙ্গে ১৬টি চ্যানেল প্রিভিউ আকারে দেখা যায়। দাম সাড়ে ১৯ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৯১৪১৭৪৭ ।

ডট কম সিস্টেমসে ইথিক্যাল হ্যাকার ও সিআইএসএসপি কোর্স

বাংলাদেশে রেডহ্যাটের ট্রেনিং পার্টনার ডট কম সিস্টেমস দেশে প্রথমবারের মতো নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি এক্সপার্ট হতে আগ্রহীদের জন্য শুরু করেছে সার্টিফায়েড ইথিক্যাল হ্যাকার (সিইএইচ) ও সার্টিফায়েড ইনফরমেশন সিস্টেম সিকিউরিটি প্রফেশনাল (সিআইএসএসপি) কোর্স। নেটওয়ার্কিংয়ে তিন থেকে চার বছরের অভিজ্ঞতা আছে, যারা নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার বা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করছেন তারা যদি তাদের ক্যারিয়ারটাকে এগিয়ে নিতে চান তাদের জন্য এ কোর্স আদর্শ। কোর্সটি পরিচালনা করবেন শাহাদাত হোসাইন। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩০০০৩৪ ।

ইমেজ ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

সারাবিশ্বের শতাধিক আলোকচিত্রীর ২০ হাজারের বেশি আলোকচিত্র নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে ইমেজ ব্যাংক। ওয়েবসাইট : www.imagebank.com.bd ।

বাংলা নববর্ষে এইচপির আকর্ষণীয় অফার

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এইচপি ইমেজিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ তার ক্রেতাদের জন্য নতুন প্রমোশনাল অফার দিয়েছে। এর আওতায় ২৩ডি, ৭৮ডি, ১৪এ, ১৫এ, ২১এ, ২২এ, ২৫এ, ৪৫এ, ৫৬এ, ৫৭এ, ৬১এ, ৬২এ, ৬৫এ, ৭৪এ, ৭৫এ, ৯৮এ এইচপি ইঙ্ক কার্ট্রিজ কিনলে ক্রেতারা পাবেন আকর্ষণীয় টি শার্ট অথবা মগ অথবা রোসের ৭৫ টাকার ভাউচার। ১০এ, ১১এ, ১২এ, ১৩এ, ১৫এ, ২৭এ, ৩৫এ, ৩৬৬এ, ৩৮এ, ৩৯এ, ৪২এ, ৪৩এক্স, ৪৯এ, ৫১এ, ৫৩এ, ৯২এ এইচপি লেজার কার্ট্রিজ কিনলে পাওয়া যাবে পোলো শার্ট বা মগ বা হেলভেশিয়া/রোসের ১৫০ টাকার ভাউচার।

এইচপি ডেস্কজেট-ডি১৫৬০ প্রিন্টার, ডেস্কজেট ডি৪৩৬০ প্রিন্টার, ফটো স্মার্ট সি ৪৪৮০ অনলাইনওয়ান, ফটো স্মার্ট ডি৫৪৬০ প্রিন্টার, ফটো স্মার্ট ডি৫৩৬০০ প্রিন্টার, ফটো স্মার্ট সি৫২৮০ অনলাইনওয়ান, অফিসজেট কে৭ ১০০ কালার প্রিন্টার, ডেস্কজেট এফ ২২৮০ অনলাইনওয়ান, অফিস জেট৪৩৫৫ অনলাইনওয়ান, ফিসি জেট জে ৩৬০৮ অনলাইনওয়ান ক্রেতারা পাবেন রোস/মীনা বাজার/আগোরার ২০০ টাকার ভাউচার বা মগ।

এইচপি লেজার জেট পি১০০৫ লেজার প্রিন্টার, লেজার জেট পি১৫০৫ লেজার প্রিন্টার, লেজার জেট পি২০১৫ লেজার প্রিন্টার ক্রেতারা পাবেন মীনাবাজার বা আগোরার ৩০০ টাকার ভাউচার এবং এইচপি কালার লেজার জেট সিপি ১২১৫ প্রিন্টার, কালার লেজার জেট সিপি ১৫১৫ এন প্রিন্টার, কালার লেজার জেট সিপি ৩৫০৫ প্রিন্টার সিরিজ, কালার লেজার জেট সিপি ৪৭০০ প্রিন্টার সিরিজ, কালার লেজার জেট ৩৬০০ প্রিন্টার ক্রেতাদের দেয়া হবে মীনাবাজার বা আগোরার ৭০০ টাকার ভাউচার। ১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত এ অফার চলবে।

স্মার্ট টেকনোলজিসে স্যামসাং প্রতিনিধিদল

সম্প্রতি স্যামসাংয়ের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদল স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি) লিমিটেডের কলাবাগানের করপোরেট হেড অফিস ও সুপরিসর সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করেন। স্যামসাংয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া অপারেশন্সের সিইও এবং স্যামসাং ইন্ডিয়া ইলেকট্রনিক্স লি.-এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও প্রেসিডেন্ট জুং সো শিন তিন সদস্যের এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে দেন।

স্যামসাং প্রতিনিধি দলের সঙ্গে স্মার্ট কর্মকর্তারা

প্রতিনিধি দলটি স্মার্টের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম ও এমডি মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। তাঁরা ব্যবসার সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। এ সময় স্মার্টের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরে প্রতিনিধিদলটি স্মার্টের সুপরিসর সার্ভিস সেন্টার পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করে।

ভিশন কিউ সিরিজের পণ্য আনছে কমপিউটার ভিলেজ

ভিশন কিউ সিরিজের পণ্যসামগ্রী বাজারে আনছে কমপিউটার ভিলেজ। এই পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মানসম্পন্ন কীবোর্ড ও মাউস। কমপিউটার ভিলেজের পরিচালক তৌফিক এলাহী জানান, কিউ সিরিজ মানে হলো কোয়ালিটি সিরিজ। বর্তমানে বাংলাদেশের বাজারে দুই ধরনের কীবোর্ড ও মাউস পাওয়া যায়। উচ্চ দামের মানসম্পন্ন পণ্য এবং কম দামের রেগুলার কীবোর্ড ও মাউস। ভিশন কিউ সিরিজে ক্রেতাসাধারণের বাজেটের মধ্যেই পাওয়া যাবে মানসম্পন্ন মাউস ও কীবোর্ড। দৃষ্টিনন্দন ও রুচিসম্মত ডিজাইনের এ পণ্যগুলো পাওয়া যাবে ২৫০ থেকে ২৮০ টাকার মধ্যে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২।

ব্রাদার ব্র্যান্ডের মাল্টিফাংশনাল ফ্যাক্স মেশিন এনেছে গে-াবাল

বিশ্বখ্যাত ব্রাদার ব্র্যান্ডের ফ্যাক্স-১০৩০ই মডেলের মাল্টিফাংশনাল ফ্যাক্স মেশিন এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। পে-ন পেপারের এই ফ্যাক্স মেশিনটি একাধারে ফ্যাক্স, কপিয়ার, টেলিফোন এবং ডিজিটাল আনসারিং মেশিন (মেসেজ সেন্টার) হিসেবে কাজ করে। এতে রয়েছে ১২টি ওয়ান-টাচ ডায়াল, ১০০-স্পিড ডায়াল এবং ৬-গ্রুপ ডায়াল। এর ফ্যাক্স মডেম স্পিড ১৪.৪ কেবিপিএস, অটোমেটিক ডকুমেন্ট ফিডার ২০ পৃষ্ঠা, পেপার ধারণক্ষমতা ২০০ শিট, মেমরি ধারণক্ষমতা ১ মেগাবাইট, কপি স্পিড ২সিপিএম এবং এটি সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট ভয়েজ মেসেজ রেকর্ড করতে পারে। দাম ১৪ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫০।

মেয়র নির্বাচন নিয়ে ওয়েবসাইট

ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র নির্বাচন সামনে রেখে মেয়র ইলেকশন বিডি নামে নতুন একটি ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। এতে মেয়র পদপ্রার্থীদের কাছে যেকোনো জিজ্ঞাসা, প্রত্যাশা ও মতামত তুলে ধরা যাবে। সেই সঙ্গে প্রার্থীদের জবাবও জানা যাবে এ সাইটে। প্রার্থীদের জীবনবৃত্তান্তও সাইটে থাকবে। ওয়েবসাইট : www.mayorelectionbd.com।

চট্টগ্রামে নতুন আঙ্গিকে আইটি ওয়ার্ল্ড কমপিউটারের যাত্রা শুরু

চট্টগ্রামের অক্সাবাদে শেখ মুজিব রোডের ওয়ালী ম্যানশনে ভোক্তাদের কথা বিবেচনা করে দক্ষ হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে পরিচালিত ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে আইটি ওয়ার্ল্ড কমপিউটার। প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী মো: সরওয়ার বলেন, ক্রেতাদের সুবিধার্থে আলাদা ইউনিট গঠন করে বিক্রয়োত্তর সেবা দিতে তারা বদ্ধপরিকর। ইনটেল কর্পোরেশনের নতুন সংযোজন কোর আই-৭ প্রথম বিক্রি করে রিসেলারদের মধ্যে শীর্ষে অবস্থান করছে আইটি ওয়ার্ল্ড। সম্প্রতি ইন্টেল কর্পোরেশনের জিএম ও এইচপি ব্র্যান্ডের এশিয়া অঞ্চলের জিএম আইটি ওয়ার্ল্ড পরিদর্শন করে এর কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উন্নত ভিডিও আউটপুট সক্ষমতার ডিলাক্স ওয়েবক্যাম

ডিলাক্স পণ্যের পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে এনেছে ম্যাকিনটোশ পিসির আদলে তৈরি ডিলাক্স ব্র্যান্ডের নতুন একটি ওয়েব ক্যাম। নান্দনিকতাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ডিএলডি-বি১৭ মডেলের ওয়েবক্যামটির মূল আকর্ষণ এর ইন্টিগ্রেটেড লেন্স।

উইন্ডোজ এক্সপি ও ভিসতা সমর্থিত এই ওয়েবক্যামের ভিডিও ফরমেট ২৪ বিট আরজিবি, রেজ্যুলেশন ৪৫২৮X২৮৪৮। আরও রয়েছে ইমেজ সেন্সর, ইউএসবি ২.০ পোর্ট, স্বয়ংক্রিয় ও ম্যানুয়াল এক্সপোজ এবং ব্রাইটনেস-কনট্রাস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট। এছাড়া স্বয়ংক্রিয় হোয়াইট ও স্কিন কালার কম্পেনসেশন এবং বিভিন্ন ধরনের স্পেশাল ইফেক্ট ও ফ্রেম ফাংশন। দাম এক হাজার পাঁচশ' টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯।

বেনকিউ নতুন সিরিজের মনিটর এনেছে কম ভ্যালী

বেনকিউ এবার তাদের একমাত্র ডিস্টিবিউটর কম ভ্যালীর মাধ্যমে বাজারজাত করেছে জি সিরিজের ফুল এইচ ডি ১০৮০পি এর বিভিন্ন মডেল। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে অক্ষুন্ন রেখে গ্রাহকদের অধিক সাশ্রয়ী দামে এইচডি টেকনোলজির পূর্ণ ভিডিও উপভোগ করার নিশ্চয়তাকে শতভাগ নিশ্চিত করে জি সিরিজের মনিটর বাজারজাত করা হয়েছে। বেনকিউ মনিটরে থাকছে তিন বছরের ওয়ারেন্টি। যোগাযোগ : ০১৮১৭২৯৯০৫৫।

ওয়েব পোর্টাল মুনবিডি চালু

মুনবিডি নামের একটি ওয়েব পোর্টাল চালু হয়েছে। এতে গান, কার্টুন, নাটক, ইয়েলোপেইজ, জোকস, অনলাইন গেমস ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া এখান থেকে চলচ্চিত্র, মোবাইল সফটওয়্যার, ওয়ালপেপার ইত্যাদি ডাউনলোড করা যাবে। ওয়েবসাইট : www.moonbd.com।

মোবাইল এবং পিএসটিএনের সব ধরনের কলচার্জ পুনর্নির্ধারণ করেছে বিটিআরসি

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট॥ মোবাইল ফোন এবং পিএসটিএনের সব ধরনের কলচার্জ পুনর্নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এখন থেকে এক মোবাইল বা বেসরকারি ফোন কোম্পানি (পিএসটিএন) থেকে অন্য অপারেটরের কাছে কল করলে প্রতি মিনিট সর্বনিম্ন ৬৫ পয়সা এবং একই অপারেটরের গ্রাহকদের মধ্যে কল করলে সর্বনিম্ন ২৫ পয়সা কলচার্জ নেয়া যাবে। আগে এ কলচার্জ ছিল সর্বোচ্চ ২ টাকা মিনিট। এবার সর্বোচ্চ কোনো কলচার্জ নির্ধারণ করা হয়নি।

এদিকে মোবাইল ফোন অপারেটর এবং পিএসটিএনের আন্তঃসংযোগ চার্জ প্রতি মিনিট ৩৬ পয়সা থেকে অর্ধেকে কমিয়ে এনে ১৮ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৬ মার্চ থেকে এ কলচার্জ কার্যকর হয়েছে। মোবাইল ফোন অপারেটররা বলেছেন, মোবাইলের কলচার্জ কমিয়ে দেয়ায় অবৈধ কল টারমিনেশন আরো বাড়বে। তাই সরকার রাজস্ব হারাবে। তবে পিএসটিএন অপারেটররা বলেছেন, আন্তঃসংযোগ চার্জ কমিয়ে দেয়ায় তারা খুশি। তারা এখন কলচার্জ কমাতে পারবেন।

২০০৭ সালের ২৬ জুলাই বিটিআরসি মোবাইল এবং পিএসটিএনের কলচার্জ নির্ধারণ করেছিল। দুই বছর পর এ চার্জ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশে এখন ৪ কোটির বেশি মোবাইল ফোন গ্রাহক রয়েছে। পিএসটিএন গ্রাহক ৩০ লাখের মতো।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটকেন্দ্রের আশপাশে 'নো মোবাইল জোন' ঘোষণা

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক॥ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন দফতর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের চারপাশের ১০০ মিটার এলাকাকে 'নো মোবাইল জোন' ঘোষণা করেছে। ফলে ভোটকেন্দ্রের মধ্যে এবং আশপাশে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। রাজ্যের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা দেবাশীষ সেন সম্প্রতি এই ঘোষণা দিয়েছেন। ভোট গণনা কেন্দ্রের জন্যও একই নির্দেশ প্রযোজ্য। ভোটকেন্দ্রের কোনো খবর যাতে বাইরে যেতে না পারে সেজন্য নির্বাচন কমিশন এ উদ্যোগ নিয়েছে। নির্দেশ অমান্যকারীর ফোনসেট বাজেয়াপ্তসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাও নেয়া হবে। এই নির্দেশ স্যাটেলাইট ও কর্ডলেস ফোনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা নির্বাচন হবে ৩০ এপ্রিল, ৭ ও ১৩ মে। ভোট নেয়া হবে রাজ্যের ৬৫ হাজার ভোটকেন্দ্রে।

বাংলালিংক দেশে কলচার্জে ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্ট

বাংলালিংক দিচ্ছে ৩য় মিনিট থেকে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ডিসকাউন্টে কথা বলার সুযোগ। এই সময় বাংলালিংক নম্বরে কলচার্জ ১ টাকা ২৫ পয়সা এবং অন্য নম্বরে ১ টাকা ৪৫ পয়সা প্রযোজ্য হবে। ৩য় মিনিট থেকে কলচার্জের ওপর ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে যেকোনো মোবাইল নম্বরে (এফঅ্যান্ডএফ ছাড়া)। একই সঙ্গে প্রতিটি কলের জন্য (এফঅ্যান্ডএফ ছাড়া) ১ম মিনিটে একবার ৩০ পয়সা কল সেটআপ চার্জ প্রযোজ্য হবে। এই অফার শুধু বাংলালিংক দেশ গ্রাহকদের জন্য। অন্য সময়ের কলচার্জ অপরিবর্তিত থাকবে। হেল্পলাইন : ১২১, ০১৯১১৩০৪১২১।

নোকিয়া হ্যান্ডসেট ও প্রিপেইড সংযোগসহ ওয়ারিদের নতুন প্যাকেজ

নোকিয়া হ্যান্ডসেট ও জেম প্রিপেইড সংযোগসহ একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজ চালু করেছে ওয়ারিদ টেলিকম। এই প্যাকেজের আওতায় একজন গ্রাহক ৩ হাজার ৫০০ টাকার টকটাইম কিনলে একটি নোকিয়া ১২০৮ হ্যান্ডসেট এবং একটি জেম প্রিপেইড সংযোগ বিনামূল্যে পাবেন। সংযোগ চালুর সঙ্গে সঙ্গেই ১ হাজার ৫০০ টাকার টকটাইম পাওয়া যাবে। ২০১০ সালের ৩০ জুনের মধ্যে যেকোনো সময় গ্রাহক মোট ৫০০ টাকা রিচার্জ করলে সঙ্গে সঙ্গে বাকি ২ হাজার টাকার টকটাইম দেয়া হবে। এই টকটাইম দিয়ে যেকোনো মোবাইলে কল ও এসএমএস, ল্যান্ডফোনে লোকাল, এনডবি-উডি, আইএসডি ও ই-আইএসডি কল এবং জিপিআরএস বা এজের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে।

পিএসটিএন অপারেটরদের সব সমস্যা সমাধান করা হবে : বিটিআরসি চেয়ারম্যান

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট॥ প্রাইভেট ল্যান্ডফোন অপারেটরদের সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) নতুন চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জিয়া আহমেদ। অপারেটরদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব পিএসটিএন অপারেটরস অব বাংলাদেশের নেতারা ১৬ মার্চ বিটিআরসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে দেখা করতে গেলে তিনি এ আশ্বাস দেন। নেতারা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা অবহিত করেন।

তারা বলেন, পিএসটিএন অপারেটররা বিটিআরসি প্রণীত ২০০৪ সালের নীতিমালার অধীনে প্রায় ২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে প্রচুর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিটিআরসি নীতিমালা ভঙ্গ করে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ায় তারা ব্যবসায়িকভাবে মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছে। বেশ কয়েকটি অপারেটর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যরাও অস্তিত্ব সঙ্কটে।

তারা অভিযোগ করেন, পিসিও সংযোগ শুধু পিএসটিএন অপারেটরদের দেয়ার বিধান থাকলেও মোবাইল ফোন অপারেটরদের তা দেদার দেয়া হয়েছে। তারা পিএসটিএনের বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্কহার কমানোর দাবি জানান। তারা কল চার্জ নিয়েও নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। বিটিআরসি চেয়ারম্যান তাদের সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। সাক্ষাৎকালে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আবদুর রউফ চৌধুরী, মহাসচিব মেজর (অব) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, পিপলসটেলের এমডি টিআইএম নুরুন নবী, বিটিআরসির কমিশনার ও পরিচালকরা।

গ্রামীণফোনের বিল পে সেন্টারে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল দেয়া যাবে

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (সাবেক ডেসা) এবং ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ-ই কোম্পানি (ডেসকো) গ্রাহকদের সুবিধাজনক ও নিরাপদভাবে বিদ্যুতের বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করতে যৌথভাবে বিল পে সেবা চালু করেছে গ্রামীণফোন। এই নতুন সেবার মাধ্যমে ডিপিডিসি, ডেসকো এবং তিতাস গ্যাসের যেকোনো গ্রাহক তাদের গ্রামীণফোন সংযোগ থেকে অথবা গ্রামীণফোন অনুমোদিত বিল পে সেন্টার থেকে তাদের বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ করতে পারবেন।

এই প্রথমবারের মতো একটি মোবাইল ফোন অপারেটর এমন একটি সেবা চালু করলো যা সব নাগরিকই ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ বিদ্যুৎ বা গ্যাসের গ্রাহকরা কোনো মোবাইল ফোন ছাড়া বা কোনো ধরনের মোবাইল সংযোগ না থাকলেও এই সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। বিল পরিশোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝামেলা থেকে গ্রাহকদের মুক্তি দিতে গ্রামীণফোন এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস সেবাদানকারী কোম্পানিগুলো এই উদ্যোগ নিয়েছে।

একটেলে ৩৮ টাকায় ১২০ এসএমএস

একটেল দিচ্ছে ৩৮ টাকায় ১২০টি, ২৬ টাকায় ৭০টি এবং ২০ টাকায় ৫০টি এসএমএস করার সুযোগ। এই অফার নিতে নির্দিষ্ট নম্বরে ডায়াল করতে হবে অথবা আইভিআর-এর মাধ্যমে পছন্দের অফারটি বেছে নিতে ডায়াল করতে হবে ৮৪৪৪ নম্বরে। এসএমএসের ব্যালেন্স জানা যাবে *২২২# ১১# নম্বরে। এই অফার শুধু প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য। কেবল একটেল নম্বরে এসএমএস করা যাবে। এসএমএসের মেয়াদ ৪ দিন।

১৩০০ টাকায় হ্যান্ডসেট দিচ্ছে সিটিসেল

সিটিসেল দিচ্ছে ১৩০০ টাকা দামের হ্যান্ডসেট। জেডটিইসি ৩১০ মডেলের সেটটির বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি, লার্জ ফোনবুক, পলিফোনিক রিংটোন, স্পিকার ফোন এবং গেমস। এক বছরের হ্যান্ডসেট ওয়ারেন্টি রয়েছে। সব সিটিসেল ওয়ান নম্বরে ২৫ পয়সা মিনিট।

টেলিটক স্বাধীনে ৬৬ পয়সা মিনিট

টেলিটকের নতুন প্যাকেজ স্বাধীন ৬৬ বাজারে ছাড়া হয়েছে। এই প্যাকেজে যেকোনো মোবাইলে ২৪ ঘণ্টা কথা বলা যাবে ৬৬ পয়সা মিনিটে। তবে প্রথম মিনিটে ৪৯ পয়সা প্রাথমিক চার্জ প্রযোজ্য। টেলিটক এফঅ্যান্ডএফ নম্বরে কলরেট ২৫ পয়সা মিনিট। অন্য অপারেটরের এফঅ্যান্ডএফ নম্বরে ৫৫ পয়সা। ইনকামিং কলের ওপর ২০ শতাংশ বোনাস সুবিধা। টেলিটক নম্বরে এসএমএস ৬৬ পয়সা, অন্য অপারেটরে ১ টাকা। স্বাধীন ৬৬ প্যাকেজে মাইগ্রেট করতে ৬৬ লিখে এসএমএস করতে হবে ৫৫৫ নম্বরে। হেল্পলাইন : ১২৩৪।

এসেছে আসুসের সিপিইউ থার্মাল কুলার

আসুস ব্র্যান্ডের ভি৬০ মডেলের সিপিইউ থার্মাল কুলার ইন্টেল এলজিএ ৭৭৫ সকেটের

কোর২এক্সট্রিম, কোর২কোয়াড, কোর২ডুয়ো, ডুয়াল কোর প্রভৃতি প্রসেসরসমূহ সাপোর্ট করে। এটি বাজারে এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। থার্মাল কুলারটি কপারের স্তম্ভ, অ্যালুমিনিয়াম পিন এবং ৪টি হিট পাইপের সমন্বয়ে তৈরি। দাম ৩ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৮১২৩২৮১।

স্মার্ট এনেছে গিগাবাইটের নতুন মাদারবোর্ড

গিগাবাইট পণ্যের পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে এনেছে গিগাবাইটের জিএ-ইজি৪১এম-এস২এইচ মডেলের নতুন একটি মাদারবোর্ড। ইন্টেল জি৪১ চিপসেটের এই মাদারবোর্ড, বিবর্তনমূলক ডায়নামিক এনার্জি সেভিং ডিজাইনের(ডিইএস) অ্যাডভান্সড ফিচার সম্পন্ন। এতে রয়েছে ডুয়াল বায়োস প্রটেকশন, ডুয়াল চ্যানেল ডিডিআর২ ৮০০ সিস্টেম, ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স মিডিয়া এক্সিলেটর (জিএমএ) এক্স৪৫০০ (ডিরেক্টএক্স ১০), উচ্চ গতির গিগাবিট ইথারনেট, ৮ চ্যানেল হাই ডেফিনেশন অডিও, ফুল এইচডি ১০৮০ ব্লু-রে পে-ব্যাক ইত্যাদি। দাম ৬ হাজার ৫০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৫৮২২৪৬৪।

এ-ডেটার ক্ল্যাসিক সিরিজের ১৬ গিগাবাইট পেনড্রাইভ বাজারে

এ-ডেটা টেকনোলজি কোম্পানির ক্ল্যাসিক সিরিজের সি৭০২ মডেলের নতুন পেনড্রাইভ এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ১৬ গিগাবাইট ডাটা ধারণক্ষম আকর্ষণীয় ডিজাইনের এই পেনড্রাইভগুলো সাদা, কালোসহ বিভিন্ন রঙের সাজে পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাপলেস ডিজাইনের এই পেনড্রাইভগুলোর ইউএসবি কানেক্টরটিকে সুইচের মাধ্যমে খোলসের ভেতরে এনে রাখা যায় এবং প্রয়োজনে বাইরে এনে ব্যবহার করা যায়। ইউএসবি ২.০ ইন্টারফেসের পাশাপাশি ইউএসবি ১.১ সাপোর্ট করে। দাম ২ হাজার ৬০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭২৯২০০৩০০।

লেক্সমার্কের নতুন প্রিন্টার এনেছে কমপিউটার সোর্স

লেক্সমার্কের পরিবেশক কমপিউটার সোর্স বাজারে এনেছে নতুন ই৪৬০ডিএন মডেলের প্রিন্টার। এতে আছে নেটওয়ার্কিং এবং একই সাথে কাগজের দু'পৃষ্ঠাতেই প্রিন্টের সুবিধা। প্রতি মিনিটে এই প্রিন্টারটি ৪০ পৃষ্ঠা প্রিন্ট করতে পারে। এর রেজ্যুলেশন ১২০০ ডিপিআই এবং মেমরি ৬৪ মেগাবাইট। ১৪ মাসের বিক্রয়োত্তর সেবা রয়েছে। দাম সাড়ে ২৫ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ৯১৪১৭৪৭।

নতুন মডেলের পাওয়ারটেক ইউপিএস এনেছে কমপিউটার ভিলেজ

পাওয়ারটেক ব্র্যান্ডের ১২০০ভিএ ইউপিএস বাজারে এনেছে কমপিউটার ভিলেজ। এই ব্র্যান্ডের ৩টি মডেলের মধ্যে রয়েছে ৬৫০ভিএ ইউপিএস, যা ১৫ ইঞ্চি মনিটরসম্বলিত পিসি, ৮০০ভিএ ইউপিএস, যা ১৭ ইঞ্চি মনিটরসম্বলিত পিসি এবং ১২০০ভিএ ইউপিএস, যা ১৯ ইঞ্চি মনিটরসম্বলিত পিসি ও তদুর্ধ মনিটরসম্বলিত পিসির ব্যাকআপ সাপোর্ট দেবে। ইলেক্ট্রিসিটির ভোল্টেজ কখনো ২২০ ভোল্ট হতে নেমে গেলেও এগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করবে। ৬৫০ভিএ মডেলের দাম ২৮০০ টাকা, ৮০০ভিএ'র দাম ৩৬০০ টাকা এবং ১২০০ভিএ'র দাম ৫০০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪০৭৩২।

এসেছে আল্ট্রালাইট মিনি নোটবুক এসার এস্পায়ার ওয়ান ১০.১ ইঞ্চি

এসারের আল্ট্রালাইট মিনি নোটবুক এস্পায়ার ওয়ানের সর্বশেষ সংস্করণ এস্পায়ার ওয়ান ১০.১ ইঞ্চি নোটবুক এনেছে ইটিএল। গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববাজারে রিলিজ হওয়ার পর এ নোটবুকটি ক্রেতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এ নোটবুকে রয়েছে ১ গি.বা. র‍্যাম, ১৬০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ওয়েবক্যাম, ব্লু-টুথ, মাল্টি ইন ওয়ান কার্ড রিডার, ইন্টেলের গ্রাফিক্স মিডিয়া এক্সিলেটর ৯৫০। ১০.১ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি স্ক্রিনবিশিষ্ট এ নোটবুকটির অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে রয়েছে উইন্ডোজ এক্সপি হোম এডিশন (সার্ভিস প্যাক ৩)। ওজন .৯৯ কেজি। ১ বছরের বিক্রোয়োত্তর সেবাসহ দাম ৩৩ হাজার ৮০০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২।

আসুসের ২২ ইঞ্চির নতুন এলসিডি মনিটর বাজারে

আসুসের ভিএইচ২২৬এইচ মডেলের এলসিডি মনিটর এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। এটি ফুল এইচডি ১০৮০পি এলসিডি মনিটর। ১৬:১০ অনুপাতের ২১.৫ ইঞ্চির প্রশস্ত পর্দার এই মনিটরটির রেসপন্স টাইম ২ মিলি সেকেন্ড, কন্ট্রাস্ট রেশিও ১২০০০:১, রেজ্যুলেশন ১৯২০ বাই ১০৮০। এতে রয়েছে বিল্ট-ইন স্টেরিও স্পিকার। দাম ১৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯১০।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জিনিয়াস হান্ট অনুষ্ঠিত

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ বসুন্ধরায় নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির নতুন ক্যাম্পাসে ২৭-২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় 'পশবুক এনএসইউ জিনিয়াস হান্ট ২০০৯'। ইউনিভার্সিটি'র কমপিউটার ক্লাবের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার আয়োজিত হয় এই মেধাবী অন্বেষণের প্রয়াস। এটি ছিল জাতীয় পর্যায়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রজেক্ট প্রদর্শনী। এতে অংশ নেয় ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের ১৫টি সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। স্থাপত্য, ব্যবসায়, কমপিউটার, ইলেকট্রিক্যাল এবং টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ প্রকল্প প্রদর্শন করেন। স্থাপত্য বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রজেক্ট। অন্য শাখার চ্যাম্পিয়ন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ওপেনসোর্স সফটওয়্যার। দু'দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপচার্য হাফিজ জি. এ সিদ্দিকী। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই ধরনের প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশে ভবিষ্যতের সুপ্ত প্রতিভারা বেরিয়ে আসবে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির প্রক্টর ইকবালুর রহমান, ইইসিএস বিভাগের চেয়ারম্যান প্রধান ড. আবুল কায়েস হক। প্রজেক্টের বিচারক ছিলেন ড. আবুল লায়েস হক, এসএসইউ, স্থাপত্য কলা বিভাগের চেয়ারম্যান হারুনুর রশীদ। ইউনিভার্সিটি কমপিউটার ক্লাবের কর্মনির্বাহী কমিটির সদস্যরা তাদের উদ্ভাসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। জিনিয়াস হান্টের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির উপচার্য হাফিজ জি. এ. সিদ্দিকী, ইইসিএস বিভাগের প্রধান ড. আবুল লায়েস হক, প্রক্টর ইকবালুর রহমান, ইউনিভার্সিটি কমপিউটার ক্লাবের অনুষদ উপদেষ্টা খন্দকার মাজেদুল হাসান, বিবিএ বিভাগের ডিরেক্টর আব্দুল হান্নান প্রমুখ।

এইচপির নতুন দুটি ল্যাপটপ এনেছে স্মার্ট

এইচপি'র নতুন দু'টি ল্যাপটপ বাজারে এনেছে স্মার্ট টেকনোলজিস (বিডি.) লিমিটেড। *প্যাভিলিয়ন ডিভি৪ :* ল্যাপটপটির প্রসেসর কোর২ ডুয়ো(পি৮৪০০) ২.২৬ গিগাহার্টজ। রয়েছে ১৬০গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২গি.বা. ডিডিআর২ র‍্যাম, ইন্টিগ্রেটেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মাল্টিমিডিয়া কার্ড রিডার, মেমরি স্টিক ইত্যাদি। দাম ৮৫ হাজার টাকা।

প্যাভিলিয়ন ডিভি৫-১১০২টিএক্স : এইচপি'র এই ল্যাপটপটিও ইন্টেলের সর্বশেষ সেন্ট্রিনো-২ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। এর প্রসেসর কোর২ ডুয়ো(পি৮৬০০) রয়েছে ২.৪ গিগাহার্টজ, ২৫০ গি.বা. হার্ডডিস্ক, ২গি.বা. ডিডিআর২ র‍্যাম, ইন্টিগ্রেটেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট ইত্যাদি। দাম ৯০ হাজার টাকা। যোগাযোগ: ০১৭৩০৩১৭৭৩১।

এমএআইটিতে ফ্রি প্রশিক্ষণে নানা কোর্সে ভর্তি

মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এমএআইটি) এডুকেশনাল চ্যারিটেবল হিউমেনিটেরিয়ান অর্গানাইজেশন, ইউএসএর অর্থায়নে কমপিউটার, ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক্যাল, ফ্রিজ-এয়ারকন্ডিশন ও ড্রেস মেকিং কোর্সে ফ্রি প্রশিক্ষণে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৪৬৩৪৮।

ডিলাক্সের ওয়াটারপ্রুফ কীবোর্ড এনেছে স্মার্ট

স্মার্ট টেকনোলজিস এনেছে ডিলাক্সের ওয়াটারপ্রুফ কীবোর্ড। কীবোর্ডে ধুলোবালি পড়বেই, কিন্তু পানি দিয়ে ধুয়ে এই কীবোর্ড পরিষ্কার করা যাবে। প্রচলিত কীবোর্ডের মতোই এতে বাংলা টাইপ করা যায়। ওয়াটারপ্রুফ এই কীবোর্ডের দুটি মডেল- ৮০৩০ ও ৮০৭০। দাম ৪৫০ ও ৫৫০ টাকা। যোগাযোগ : ০১৭৩০৩১৭৭৬৯ ।

ইসরাইলী গোয়েন্দা উপগ্রহ কিনেছে ভারত

কমপিউটার জগৎ ডেস্ক ॥ ইসরাইলের কাছ থেকে শক্তিশালী একটি কৃত্রিম গোয়েন্দা উপগ্রহ কিনেছে ভারত। এটি যেকোনো আবহাওয়ায় ২৪ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ এবং ছবি তুলতে সক্ষম।

৩০০ কিলোগ্রাম ওজনের ওই উপগ্রহটির নাম রিস্যাট-২। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এটি কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হবে। ভারতের বর্তমান গোয়েন্দা উপগ্রহ বর্ষা মৌসুমে কিংবা রাতের বেলা ঠিকমতো কাজ করতে পারে না। কিন্তু নতুন উপগ্রহটি শত্রুপক্ষের দূরপাল-ার ক্ষেপণাস্ত্র দেশের কোনো স্থানে আঘাত হানার আগেই শনাক্ত করতে সক্ষম ।

সহযোগী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় ওরাকল সেরা : জরিপ তথ্য

যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ প্রযুক্তিভিত্তিক অনলাইন সংবাদপত্র সিআরএন এসএমবি (ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়) বিষয়ক সফটওয়্যার বিপণনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে ওরাকলকে নেতৃস্থানীয় ভেন্ডর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সিআরএন পরিচালিত একটি জরিপে সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট ও আর্থিক ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দেয়ার জন্য ওরাকলকে এ স্বীকৃতি দেয়া হয়।

এ নিয়ে গত পাঁচ বছরে সিআরএন ওরাকলকে ডাটাবেজ থেকে শুরু করে এন্টারপ্রাইজ বিজনেস সফটওয়্যারসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট চারবার শীর্ষস্থানীয় ভেন্ডর হিসেবে পুরস্কৃত করল ।

এলজির নতুন এলসিডি মনিটর এনেছে গে-াবাল

বিশ্বখ্যাত এলজি ব্র্যান্ডের ডব্লি-উ১৯৪১এস মডেলের নতুন এলসিডি মনিটর বাজারে এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। ১৬:৯ অনুপাতের প্রশস্ত পর্দার এন্টি-গে-ায়ার প্যানেলের সুদৃশ্য এই এলসিডি মনিটরটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ফ্ল্যাটরন এফ-ইঞ্জিন এবং ডিজিটাল ফাইন কন্ট্রাস্ট প্রযুক্তি, যা মনিটরে সুস্পষ্ট এবং স্বাভাবিক ইমেজ দেয়। মনিটরটি টিসিও-০৩, টিসিও-৯৯ এবং ইপিএ এনার্জি স্টার সম্বলিত, যার ফলে সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব। দাম ১০ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৩২৫৭৯৪০ ।

কমপিউটার এক্সেসরিসে ভর্তুকি দেয়ার কথা ভাবছে সরকার : ইনু

কমপিউটার জগৎ রিপোর্ট ॥ ইন্টারনেটের ওপর আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার এবং কমপিউটার এক্সেসরিসে ভর্তুকি দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে সরকার। একই সঙ্গে ওয়াইম্যাক্সের লাইসেন্স যাতে আরো কম টাকায় দেয়া যায় তা গ্রাহকদের স্বার্থ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। ২৬ মার্চ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলালায়ন কমিউনিকেশন লিমিটেড আয়োজিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে ওয়াইম্যাক্সের ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু একথা বলেছেন।

বাংলালায়ন কমিউনিকেশনের চেয়ারম্যান সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, কমপিউটার সমিতির সভাপতি মোস্তাফা জব্বার, বাংলালায়নের এমডি এএনএম গোলাম সারওয়ার প্রমুখ।

ইনু বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির সোপান মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে। ইন্টারনেটের ওপর ভ্যাট তুলে দিতে হবে। ওয়াইম্যাক্সের লাইসেন্সের দামও কমাতে হবে ।

ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়ের কেসিংসহ এসারের নতুন নোটবুক এনেছে ইটিএল

এসারের কর্পোরেট ইউজারদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা ট্রাভেলমেট সিরিজের নতুন নোটবুক ৪৭৩০ এনেছে এক্সিকিউটিভ টেকনোলজিস্ লি. (ইটিএল)। নতুন মাল্টিভিনা প-াটফর্মে আসা ইন্টেল কোর টু ডুয়ো ২.০০ গি.হা. প্রসেসর, ইন্টেল জিএম ৪৫ চিপসেটসম্পন্ন এ নোটবুকটি এসেছে সেন্ট্রিনো টেকনোলজি দিয়ে। ম্যাগনেশিয়াম অ্যালয়ের কেসিং বাজারের অন্যান্য কেসিংয়ের থেকে ৩০% লাইট ওয়েট ও একই সঙ্গে ৪০% শক্ত, যা অন্যান্য কেসিংয়ের থেকে নোটবুককে বেশি সুরক্ষিত রাখে। যোগাযোগ : ০১৯১৯২২২২২২ ।

মাইক্রোনেটের ২৪ পোর্টের নতুন ইথারনেট সুইচ বাজারে

মাইক্রোনেটের এসপি৬২৪আর মডেলের ইথারনেট সুইচ এনেছে গে-াবাল ব্র্যান্ড প্রা. লি.। এই সুইচটিতে রয়েছে ২৪টি ১০/১০০ এমবিপিএস আরজে-৪৫ পোর্ট। প্রতিটি পোর্ট অটো-আপলিঙ্ক ফাংশন সাপোর্ট করে, ফলে ব্যবহারকারীকে ক্যাবলের টাইপ নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। সুইচটির স্টোর অ্যান্ড ফরওয়ার্ড প্রযুক্তিটি ডাটা আদান-প্রদান করার সময় ত্রুটিগ্রস্ত প্যাকেট এবং নেটওয়ার্ক এরর হতে নেটওয়ার্ককে রক্ষা করে। দাম ৭ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৯১৫৪৭৬৩৫৩ ।

গিগাবাইটের নতুন ল্যাপটপ বাজারে

গিগাবাইট পণ্যের পরিবেশক স্মার্ট টেকনোলজিস বাজারে এনেছে ডব্লি-উ৪৭৬এম মডেলের গিগাবাইটের নতুন ইন্টেল কোর২ ডুয়ো ২.০গিগাহার্টজ গতির একটি ল্যাপটপ। এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে- র‍্যাম ১গি.বা., ১৬০গি.বা. হার্ডডিস্ক, সুপার মাল্টিডিভিডি, মডেম, ডব্লি-উ ল্যান, ওয়েবক্যাম, কার্ড রিডার ইত্যাদি। ডিসপে- ১৪.১ ইঞ্চি, ফ্রি ডস, দুই বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা সম্পন্ন এই ল্যাপটপটির দাম ৪৮ হাজার টাকা। যোগাযোগ : ০১৭১৫৮২২৪৬৪ ।

পিডিজিতে মাইক্রোকন্ট্রোলার প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রোগ্রামেবল ডিভাইস গ্রুপ ১১ এপ্রিল থেকে মাইক্রোকন্ট্রোলারের ওপর প্রশিক্ষণের ২২তম ব্যাচ শুরু করছে। এমবেডেড সিস্টেম, টিফ প্রোগ্রামিং, সিমুলেশন টেকনিক ইত্যাদি কোর্সে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মোট ক্লাসের শতকরা ৩০ তত্ত্বীয় এবং শতকরা ৭০ ব্যবহারিক। ব্যবহারিক ক্লাসে মাইক্রোকন্ট্রোলারভিত্তিক বিভিন্ন প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে যা অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রি এবং রবোটিক্সে প্রয়োজন হয়। দুই মাসের এই কোর্স শুক্র, শনি এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। যোগাযোগ : ০১৮১৯২৯৮৮১৫ ।

এমএসআই মাদারবোর্ড পরিবারে নতুন সংযোজন জি৩১এম৩

এমএসআই জি৩১এম৩ মাদারবোর্ড বাজারে এনেছে কমপিউটার সোর্স। এটি মাইক্রো এটিএক্স ফর্ম ফ্যাক্টর সমৃদ্ধ ইন্টেল কোর টিএমটু কোয়াড, কোর টিএমটু ডুয়ো প্রসেসর সাপোর্ট করে। এতে আছে ৭.১ চ্যানেল হাই ডেফিনেশন অডিও, ইন্টিগ্রেটেড ১০/১০০/১০০০ নেটওয়ার্ক কানেকশন, ডিডিআর টু র‍্যাম সর্বোচ্চ ৪ গি.বা. পর্যন্ত সাপোর্ট করে এবং ২ বছরের বিক্রয়োত্তর সেবা। যোগাযোগ : ০১৭১৩৩৬৫২০০ ।

ই-সফট দিচ্ছে সুরক্ষিত ই-মেইল সার্ভিস

যে সব কোম্পানি, ব্যাংক হাউস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের গ্যারান্টেড ও সুরক্ষিত ই-মেইল সার্ভিসের প্রয়োজন তাদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ই-সফট দিচ্ছে গ্যারান্টিসহ মেইল সার্ভিস। প্রতিষ্ঠানটি মেইলের জন্য ব্যবহার করছে সি-ডব্লি-উ মেইল সার্ভার। বর্তমানে দেশের ১০৮টি প্রতিষ্ঠানসহ ৭টি দেশের ৩০০-র অধিক প্রতিষ্ঠান এখান থেকে সেবা নিচ্ছে। ওয়েবসাইট : www.esoft.com.bd। যোগাযোগ : ০১৭১৩০৭৭৬৪৪।

টম্ব রাইডার–আন্ডারওয়ার্ল্ড

সৈয়দ হাসান মাহমুদ

পৃথিবীর বুকে লুকিয়ে আছে কত অজানা রহস্য। এ অজানা তথ্যগুলোর কতটুকুই বা আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি? প্রকৃতিতে লুকিয়ে থাকা এসব রহস্যের সন্ধানে কত অভিযান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যারা এসব রহস্যের সমাধানে নিজের জীবন বিপন্ন করে ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের হতে হয় দারুণ সাহসী ও নির্ভীক। প্রত্নতত্ত্ব বা আর্কিওলজি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি শাখা। একে ভৌত ধ্বংসাবশেষ ও পরিবেশগত তথ্য পুনরুদ্ধার, দলিলীকরণ ও সঠিক ব্যাখ্যাদানের মাধ্যমে মানবজাতির সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তাদের বলা হয় প্রত্নতত্ত্ববিদ। তারা বিভিন্ন স্থাপত্য, আর্টিফ্যাক্ট (মানুষের নির্মিত বস্তু), বায়োফ্যাক্ট, প্রাকৃতিক-সাংস্কৃতিক ভূদৃশ্যাবলী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে আপনাদের পরিচয় আছে কি, যারা এসব কাজের সাথে জড়িত? অ্যাডভেঞ্চার মুভির যদি ভক্ত হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই ইন্ডিয়ানা জোনস বা টম্ব রাইডারের নাম আপনার অজানা থাকার কথা নয়। ইন্ডিয়ানা জোনস ও টম্ব রাইডার ছাড়াও আরো অনেক মুভি রয়েছে, যার মূল কাহিনী গড়ে উঠেছে গুপ্তধন শিকারকে কেন্দ্র করে।

টম্ব রাইডারের প্রথম আবির্ভাব ঘটে গেমসের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে। এই সিরিজের গেমগুলোর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া ছিল, তাই একে একে বের হয়েছে ৮টি পর্ব। টম্ব রাইডারের ৩য় সিরিজের পর থেকে এর নামকরণ শুরু হয়েছিল। তার আগে টম্ব রাইডার ১, ২ বা ৩, এভাবেই বের হতো। ৪র্থ পর্বের নাম ছিল দ্য লাস্ট রেভেলেশন। এভাবে একে একে বাকিগুলোর নাম হচ্ছে ক্রনিক্যালস, দ্য অ্যাঞ্জেল অব ডার্কনেস, লিজেন্ড, এনিভারসারি ও আন্ডারওয়ার্ল্ড। এই গেমের বেশ কিছু এক্সপানশন প্যাকও রয়েছে, সেগুলো হলো আনফিনিশড বিজনেস, গোল্ডেন মাস্ক, দ্য লস্ট আর্টিফ্যাক্ট এবং নতুন আন্ডারওয়ার্ল্ড গেমের এক্সপানশন প্যাকটির নাম হচ্ছে বেনেথ দ্য অ্যাশেস– লারা'স শ্যাডো। গেম বয় কনসোলের জন্য বের হওয়া এই গেম সিরিজের নামগুলো হচ্ছে টম্ব রাইডার, কার্স অব দ্য সোর্ড ও দ্য প্রফেসি। টম্ব রাইডারের ওপরে নির্মিত হয়েছে দুটি মুভি, যাদের নাম হচ্ছে লারা ক্রফট–টম্ব রাইডার ও দ্য ক্রাডেল অব লাইফ। তৃতীয় মুভির কাজ এখনো চলছে। আজকের আলোচ্য গেমটি হচ্ছে টম্ব রাইডার–আন্ডারওয়ার্ল্ড, যা টম্ব রাইডার ৮ নামেও পরিচিত। গত বছরের শেষের দিকে বের হওয়া এই গেমটি নিয়ে বেশ মাতামাতি চলছে, তার উপরে আবার বেশ কিছুদিন আগে বের হলো এর নতুন এক্সপানশন প্যাক। টম্ব রাইডারভক্তদের কাছে নিঃসন্দেহে নতুন এই গেমটি খুবই ভালো লেগেছে। যারা টম্ব রাইডার সিরিজের গেম খেলে অভ্যস্ত নন তাদের কাছেও গেমটি দারুণ ভালো লাগবে বলে আশা করি। আন্ডারওয়ার্ল্ড হচ্ছে এই সিরিজের প্রথম গেম, যা পে- স্টেশন ৩-এর জন্য রিলিজ করা হয়েছে। এর আগে আর কোনো গেম পিএস ৩-এর জন্য অবমুক্ত করা হয়নি। গেমটি ডেভেলপ করেছে ক্রিস্টাল ডায়নামিক্স ও পাবলিশ করেছে ইডিওস ইন্টারএ্যাকটিভ।

টম্ব রাইডারের মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে লারা ক্রফট নামের এক ইংরেজ তরুণী। যার নেশা হচ্ছে গুপ্তধন শিকারের জন্য অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো, মোকাবেলা করা ভয়ঙ্কর সব প্রাণীর। তার রক্তে রয়েছে অভিযানের নেশা, কারণ তার বাবা-মা উভয়েই ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। লারার বাবা মিস্টার ক্রফট নানারকম শিক্ষার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই লারাকে একজন নির্ভীক অভিযাত্রী হিসেবে গড়ে তোলেন।

নতুন এই গেমটির কাহিনী গড়ে উঠেছে এনিভারসারির পরের কাহিনীর ধারাবাহিকতা হিসেবে। এই গেমে লারাকে আবার মুখোমুখি হতে হবে তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যাকুইলিন নাটলার সাথে। গেমে আরো রয়েছে লারার পুরনো সহকর্মী আমান্ডা, যে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এবার লারাকে নিয়ে অভিযানের স্থানগুলো হচ্ছে, ভূ-মধ্যসাগর, থাইল্যান্ড, আন্দামান, মেক্সিকো, যান মায়েন দ্বীপ ও আর্কটিক সাগর। লারার অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হবে রাজা আর্থারের পৌরাণিক বিশ্রামাগার অ্যাভালন সন্ধান করা। গেমে নর্সদের যুদ্ধের দেবতা থরের গ্রান্টলেট নিয়ে খেলার ব্যাপারটি নতুনত্বের আভাস দেয়।

এই সিরিজের পুরনো গেমগুলোর মাঝে কোনো কিছু বেয়ে ওঠা, সাঁতার কাটা, লাফিয়ে কোনো স্থান পার হওয়া, গোলাগুলি করা, নানারকম পাজলের সমাধান করা ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নতুন এই গেমে রয়েছে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য, যা আগের কোনোটিতেই ছিল না। তার মধ্যে রয়েছে মিলি কমব্যাট বা সামনাসামনি লড়াই করার সুবিধা, দু'হাতের দুই অস্ত্র দিয়ে দুটি আলাদা বস্তুকে নিশানা করা, এক হাতে কোনো কিছু ধরে রাখা অবস্থায় অন্য হাত দিয়ে গুলি করা, গ্রাপলিং হুক দিয়ে আটকিয়ে কোনো বস্তু টেনে আনা বা ফেলে দেয়া এবং তার সাথে অসাধারণ শারীরিক কসরতের মাধ্যমে চলাফেরা করার ব্যাপার তো রয়েছেই। আগের গেমগুলোর ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতো যে লারা কী কী করতে পারে? কিন্তু নতুন এই গেম আপনার চিন্তাধারা ও প্রশ্ন করার ভঙ্গিই বদলে দেবে। এখন আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে লারা কী কী করতে পারে না? তাই বুঝতেই পারছেন নতুন এই লারার কতখানি বিবর্তন হয়েছে। টম্ব রাইডারের পুরনো গেমিং স্টাইলের ধারাবাহিকতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন ধারায় প্রবেশ ঘটেছে মূলত টম্ব রাইডার লিজেন্ডের মধ্য দিয়ে। এই গেম দিয়ে শুরু হয়েছিল লারার নতুন মডেল, যা ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি সুন্দর ও নিখুঁত। পুরনো টম্ব রাইডারের গ্রাফিক্সের সাথে লিজেন্ড বা এনিভারসারির যে বিশাল পার্থক্য খুঁজে পাবেন, সেই রকমের পার্থক্য খুঁজে পাবেন লিজেন্ডের সাথে আন্ডারওয়ার্ল্ড গেমটির গ্রাফিক্স কোয়ালিটির সাথে। গেমের মধ্যে বাস্তবতার দারুণ এক উদাহরণ এই গেমটি, যা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

গেমটি খেলার জন্য প্রয়োজন হবে পেন্টিয়াম ৪, ৩.২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ জিটি বা এটিআই ১৮০০এক্সটি (ন্যূনতম) এবং হার্ডডিস্ক ৮ গিগাবাইট। ভিসতায় খেলার জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যামের প্রয়োজন হবে। ■

ওয়ারহ্যামার ৪০,০০০-ডাউন অব ওয়ার ২

পৃথিবীর বুকে বসবাস করে নানা প্রাণী, নানা জাতের গাছপালা। বৈচিত্র্যে ভরা এই ধরায় রয়েছে পাহাড়-পর্বত, রয়েছে বিশাল মরুভূমি, অথই সাগর, সেই সাথে আরো কত কি? বাস্তবের দুনিয়ার সাথে গেমের দুনিয়ার পার্থক্য ব্যাপক। অনেক গেমের পুরো পরিবেশ এবং প্রেক্ষাপট হয় কাল্পনিক, কিছু হয় অতিকাল্পনিক। বাস্তবতা ও কল্পনার সংমিশ্রণেও জন্ম হয়েছে অনেক গেমের। পৃথিবীর ইতিহাসে রয়েছে কয়েক ধরনের জাতি। এদের মধ্যে রয়েছে ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, নিগ্রো, অস্ট্রেলীয় ও ক্যাপীয়। কিন্তু গেমের জগতে রয়েছে আরো অনেক জাতি। ওর্ক, ইলফ, নাইটইলফ, আনডেড, গবলিন ইত্যাদি নানারকম কাল্পনিক জাতির আবির্ভাব শুধু গেমের জগতেই সম্ভব।

গেমের মধ্যে রয়েছে অনেক ভাগ। এর মধ্যে অন্যতম একটি ভাগ হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি গেম। আবার স্ট্র্যাটেজি গেমের ক্ষেত্রে রয়েছে অনেকগুলো ভাগ। ট্যাক্টিক্যাল, রিয়েল টাইম, ফ্যান্টাসি ইত্যাদি। এসব গেমের মধ্যে গেমারকে রিসোর্স সংগ্রহ করতে হয়, নানারকম স্থাপনা তৈরি করতে হয় এবং ইচ্ছেমতো ইউনিট বানিয়ে তা দিয়ে যুদ্ধ জয় করতে হবে। স্ট্র্যাটেজি গেমগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে যুদ্ধে জয়লাভ করা। স্ট্র্যাটেজি গেমভক্তরা ওয়ারহ্যামার সিরিজের গেমের সাথে হয়তো পরিচিত। গেমটি অন্যান্য স্ট্র্যাটেজি গেমের তুলনায় বেশ ভালো বলা যায়, কারণ, এর গেমপে- কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের এবং গ্রাফিক্স কোয়ালিটিও বেশ ভালোমানের।

ডাউন অব ওয়ার নামের গেমটি দিয়ে ওয়ারহ্যামার ৪০,০০০ সিরিজের যাত্রা শুরু হয় ২০০৪ সালের শেষের দিকে। গেমটি ডেভেলপ করে রিলিক এন্টারটেইনমেন্ট এবং রিলিজ দেয় টিএইচকিউ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। গেমটির যাত্রাপথে বের হয়েছে তিনটি এক্সপানশন প্যাকের। ২০০৫ সালে বের হয়েছিল প্রথম এক্সপানশন উইন্টার অ্যাসল্ট, ২০০৬-এ বের হয়েছিল ডার্ক ক্রুসেড এবং ২০০৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল সোলস্টর্ম। এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে বের হয়েছে এই সিরিজের ২য় পর্ব ডাউন অব ওয়ার ২। নতুন এই গেমের সাথে আগের গেম এবং তার এক্সপানশনগুলোর রয়েছে দারুণ তফাৎ। এই সিরিজের গেমগুলো মূলত সায়েন্স ফিকশনভিত্তিক। আগের গেমে রিসোর্স সংগ্রহ করার পাশাপাশি বেস বানানো এবং ইউনিট বানানোর ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু নতুন এই পর্বে এসব কিছুই নেই। এতে রিসোর্স সংগ্রহ করা বা বেস এক্সপানশন করার পরিবর্তে দেয়া হয়েছে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্র। যাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইউনিটের সহযোগিতায় নিজের ঘাঁটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এবং শত্রুপক্ষকে শিক্ষা দিতে হবে। গেমে শত্রুপক্ষের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স খুবই উন্নতমানের ও বাস্তবসম্মত। কারণ, তারা আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে একেক অবস্থান থেকে আক্রমণ চালায়, রেঞ্জ ইউনিটকে মারতে গেলে দূরে সরে যায়, গায়ে গুলি লাগার হাত থেকে বাঁচার জন্য কাছের প্রতিবন্ধকের আড়ালে অবস্থান নেয়, গেরিলা হামলা চালায়, টাইমবোমা ছুড়ে মারলে ওই স্থান থেকে সরে যায় ইত্যাদি আরো কাজ করে যা বাস্তবসম্মত। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিপক্ষ দুর্বল নয়, তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জেতার জন্য খুব হিসেব কষে খেলতে হবে, তা না হলে বেশ বেগ পোহাতে হবে তাদের শায়েস্তা করতে।

গেমটিতে চারটি জাতি নিয়ে খেলার সুবিধা রয়েছে। এগুলো হলো– স্পেস মেরিন, কেওস স্পেস মেরিন, ওর্ক ও এল্ডার। এদের মধ্যে স্পেস মেরিন জাতিটি হচ্ছে অতিমানবিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানবজাতি। তাদের দেহের কিছু বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যাতে তারা আরো শক্তিশালী, অপ্রতিরোধ্য ও দীর্ঘায়ু হয়। ছোটবেলা থেকেই তাদের অনেক রকমের প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রহকে বাইরের পরাশক্তির হাত থেকে রক্ষার কাজ করার জন্য বড় করে তোলা হয়। সিঙ্গল পে-য়ার ক্যাম্পেইনে এই দল নিয়েই খেলতে হবে গেমারকে। মাল্টিপে-য়ার বা স্কিরমিশ মোডে বাকি জাতিগুলো নিয়ে খেলা যাবে। কেওস স্পেস মেরিন জাতি হচ্ছে মূল জাতির বিদ্রোহী গোষ্ঠী, যারা স্পেস মেরিনের বিপক্ষে লড়াই করবে। ওর্করা হচ্ছে দানবাকৃতির শক্তিশালী জাতি। এই ইউনিটের গতি কম কিন্তু আঘাত করার ক্ষমতা মারাত্মক। এল্ডাররা হচ্ছে অনেক পুরনো ইলফ জাতি, তারা প্রকৌশলগত দিক থেকে স্পেস মেরিন ও ওর্কদের চেয়ে অনেক উন্নত এবং খুবই ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। কিন্তু তাদের আঘাত করার ক্ষমতা একটু কম। বাকিদের তুলনায় স্পেস মেরিনদের গতি ও আঘাত করার ক্ষমতা মোটামুটি।

এই গেমে গেমারের ভূমিকা হচ্ছে নিজ জাতির ঘাঁটি ক্যালডেরিস, টাইফন ও মেরিডিয়ান গ্রহ দখল করে রাখা। গেমারকে ফোর্স কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগে বাছাই করে নিতে হবে চারটি টিম, যাদের নিয়ে আপনি খেলতে চান। এদের মধ্যে রয়েছে স্নাইপার বাহিনী, সামনাসামনি লড়াই করার জন্য শক্তিশালী বাহিনী, দূর থেকে গুলি করার জন্য বাহিনী, স্কাউট বাহিনী, অনেক উঁচুতে লাফিয়ে যেতে সক্ষম এমন সৈন্যদল এবং স্কাউট। প্রতিযুদ্ধে জয়লাভের পর টিমগুলোর লেভেল আপগ্রেড করা যাবে এবং সেই সাথে অস্ত্র বদল করা যাবে। গেমে কোনো টিমের কমান্ডার আহত হলে তাকে আবার সুস্থ করে তোলা যাবে, তাই গেমে টিম লিডার হারানোর ভয় নেই। সৈন্য মারা গেলে কিছু কিছু পয়েন্ট থেকে আবার রিইনফোর্সমেন্ট এনে নেয়া যাবে। খেলার মিশন সিলেক্ট করার ব্যাপারটা একটু ভাবার বিষয়, কারণ কোন মিশন আগে খেললে বেশি ভালো হবে তা আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে। বেশিরভাগ মিশনেই আপনাকে শত্রুপক্ষের কমান্ডারদের হারাতে হবে। বস হিসেবে তাদের আবির্ভাব হবে এবং তাদের মারতে গিয়ে আপনার পুরো টিমের বারোটা বেজে যাবে। কারণ, একাই শত্রুপক্ষের বস আপনার পুরো দলকে নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম।

গেমের গ্রাফিক্স, সাউন্ড কোয়ালিটি, কমান্ডিং ভয়েস, পরিবেশ, নানা ইউনিট, অস্ত্রের ভিন্নতা ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে গেমটি দারুণ এক রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি গেম। গেমটি চালাতে খুব একটা উঁচুমানের পিসির প্রয়োজন নেই। পেন্টিয়াম ৪, ৩.২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম, ৫.৫ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস ও ১২৮ মেগাবাইট মেমরির জিফোর্স ৬৬০০ জিটি বা এটিআই এক্স ১৬০০ হলেই মোটামুটি ভালোভাবে গেমটি চালানো যাবে। গেমিং পারফরমেন্স আরো একটু ভালো করার জন্য ডুয়াল কোর প্রসেসর, ২ গিগাবাইট র‍্যাম ও ভালো সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করতে পারেন।

প্রিটোরিয়ানস

বাজারে রয়েছে হাজারো গেম, তার মাঝে কোনটা ভালো লাগবে কোনটা লাগবে না তা নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে। কারণ, সব গেম তো আর একজনের পক্ষে খেলে দেখা সম্ভব নয়, তাই নয় কি? সবার পছন্দ এক রকম হয় না। কারো পছন্দ এ্যাকশন তো কারো স্ট্র্যাটেজি। আবার এ্যাকশন গেমারদের মাঝে তফাত আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফার্স্ট পারসন এ্যাকশন পছন্দ করেন তো কেউ থার্ড পারসন গেম পছন্দ করেন। এই ভালো লাগা আর না লাগার মাঝে আমরা আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এমন কিছু গেমের, যা সবার কাছেই হয়তো ভালো লাগবে। কারণ পুরনো গেমের পাতায় যেসব গেম স্থান পায় তার বেশিরভাগই হচ্ছে পুরনো দিনের খুবই নামকরা গেম। আবার এখানে এমন কিছু গেমের আলোচনাও করা হয়ে থাকে যেসব গেম খুব একটা নাম করতে পারেনি কিন্তু গেমটি খেলার ধরন অন্যান্য গেমের চেয়ে আলাদা ও ভিন্ন স্বাদের। আজকের আলোচনাতেও এমন একটি গেমের কথা তুলে ধরা হবে যেটির খেলার ধরনে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে।

রোমান সাম্রাজ্য ইতিহাসের অন্যতম একটি অধ্যায়। সেই রোমান সভ্যতার ওপরে লেখা হয়েছে কত উপন্যাস, রচিত হয়েছে কত নাটক, বানানো হয়েছে কত মুভি, তাই হিসেব রাখে কার সাধ্যি? এমনকি রোমান সাম্রাজ্য নিয়ে বানানো গেমের সংখ্যাও বেশ। এই বিষয়ের ওপরে রয়েছে স্ট্র্যাটেজি গেম, এ্যাকশন গেম, রোল পে-য়িং গেম ইত্যাদি ধরনের গেম। প্রিটোরিয়ানস গেমটি রোমান সাম্রাজ্যের যুদ্ধের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তৈরি করা একটি স্ট্র্যাটেজি গেম। জুলিয়াস সিজারের অধীনস্ত একজন জেনারেলের ভূমিকায় গেমারকে খেলতে হবে। গেমে কখনো খেলতে হবে তুষারাচ্ছন্ন এলাকায় রুক্ষ বারবারিয়ানদের সাথে, কখনো বা খেলতে হবে মরুভূমিতে মিসরীয়দের বিরুদ্ধে আবার কখনো খেলতে হবে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরভাগে অর্থাৎ ইতালিতে। গেমের কয়েক মিশনে অন্য বাহিনীর সৈন্যদলের আক্রমণের হাত থেকে নিজের ঘাঁটি বাঁচাতে হবে। গেমটিতে কিছু নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য দেয়া থাকবে এবং সেই সৈন্যদলের সহায়তায় মিশন শেষ করতে হবে, কোনো গ্রাম বা শহর স্থাপন করা যাবে না। তবে শত্রুপক্ষের কোনো গ্রাম দখল করলে বা ম্যাপে কোনো খালি গ্রাম থাকলে জেনারেলকে দিয়ে গ্রাম দখল করে সেখান থেকে সৈন্যদল তৈরি করে নেয়া যাবে। মূল ক্যাম্পেইন মোডে গেমার শুধু রোমান বাহিনীকে নিয়েই খেলতে পারবে, বারবারিয়ান বা মিসরীয়দের নিয়ে খেলতে পারবে না। তবে মাল্টিপে-য়ার মোডে তিনটি আলাদা জাতি নিয়েই খেলার সুবিধা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মাল্টিপে-য়ার মোডে সর্বমোট আটজন গেমার একসাথে অনলাইনে খেলতে পারবে এবং অনলাইনে খেলার সুযোগ না থাকলে কমপিউটারের সাথেও ম্যাচ খেলা যাবে।

গেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর মাঝে প্রথমেই রয়েছে গেমের বাস্তবধর্মী যুদ্ধকৌশল। গেমে আপনি পাবেন বেশ কয়েক ধরনের বাহিনী। তাদের মধ্য রয়েছে– সাধারণ সৈন্যদল, বর্শাবাহিনী, তীরন্দাজ বাহিনী, পাথর ছুড়ে মারা দল, বিশাল ঢালবহনকারী দল যারা প্রতিরক্ষার কাজে দেবে, অশ্বারোহী সৈন্য, অশ্বারোহী তীরন্দাজ, গ-্ডিয়েটর এবং এছাড়াও কিছু কিছু মিশনে খুবই শক্তিশালী প্রিটোরিয়ানস নামের পদাতিক বাহিনী (রোমান বাহিনীর সেরা যোদ্ধা) ও জার্মান ক্যাভারলি নামের অশ্বারোহী বাহিনী দেয়া হবে। গেমে প্রায় ২২টির মতো মিশন রয়েছে যার প্রতিটি ম্যাপই ভিন্নধর্মী। অসাধারণ গেমপে-র এই গেমটি সবার ভালো লাগবে বলে আশা করি। গেম সম্পর্কে যেকোনো সমস্যার জন্য ফিডব্যাকে মেইল করুন।

স্পেলফোর্স ২

স্পেলফোর্স গেমটির কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। ২০০৩ থেকে বের হওয়া এই গেমটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, যার ফলে গেমটির দুটো এক্সপানশন প্যাক বের হয়েছে। প্রথম বের হওয়া গেমটির নাম ছিল স্পেলফোর্স-অর্ডার অফ ডাউন এবং এর এক্সপানশন প্যাকগুলোর নাম হচ্ছে স্পেলফোর্স-ব্রেথ অফ উইন্টার, স্পেলফোর্স-শ্যাডো অফ ফিনিক্স। জার্মান গেম ডেভেলপার কোম্পানি ফেনমিক গেমটির সিক্যুয়াল স্পেলফোর্স ২–শ্যাডো ওয়ারস বের করে ২০০৫ সালে এবং গেমটি পাবলিশ হয় জোউড-এর ব্যানারে। এর পর গেমটির একটি এক্সপানশন প্যাকও বের হয়েছে এর নাম স্পেলফোর্স ২-ড্রাগন স্টর্ম। স্পেলফোর্স সিরিজের গেমগুলো মূলত রোল পে-ইং ধাঁচের হলেও গেমে রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজি ধাঁচের ছোঁয়া রয়েছে। এই গেমটি অনেকটা ডিয়াবে-ল, স্যাক্রেড ও নেভার উইন্টার নাইটস গেমগুলোর মতো।

গেমে গেমারকে একজন সাইকনের ভূমিকায় খেলতে হবে। সাইকন বলতে তাদের বোঝায় যাদের শরীরে উর নামক এক বিরাটাকার ড্রাগনের রক্ত রয়েছে। সেই রক্তের শক্তিতে সাইকনরা কেউ নিহত হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য আরেকজন সাইকন তাকে আবার জীবিত করতে পারবে। গেমে কয়েক স্টেজে গেমারকে রিয়েল টাইম স্ট্র্যাটেজির মতো সম্পদ আহরণ করতে হবে। সম্পদ হিসেবে আছে পাথর, রূপা ও লাইনা নামের এক ধরনের গাছের পাতা। গেমে সৈন্যবাহিনী বানিয়ে বিপরীত পক্ষকে আক্রমণ করার সুবিধাও দেয়া হয়েছে। গেমে তিনটি জাতি বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে– হিউম্যান, ওর্ক ও ডার্ক ইলভস। গেমে প্রথমে দেখা যাবে সাইকন তার দুর্গে গিয়ে দেখবে সেখানে ডার্ক ইলভরা আক্রমণ করেছে, তারপর ড্রাগন উর-এর নির্দেশে গেমারকে নিয়ে অন্যান্য রাজ্য থেকে সাহায্য আনতে হবে। প্রতি রাজ্যে গিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সেখানকার প্রশাসকের দেয়া বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। মূল মিশনের পাশাপাশি বেশ কিছু সাইড মিশন রাখা হয়েছে গেমে।

গেমে খেলতে খেলতে হিরো ও তার সহযোদ্ধাদের লেভেল বাড়বে এবং সে আরো উন্নত বর্ম, হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারবে যাতে করে হিরোর সুরক্ষা ব্যবস্থা, আরো শক্তিশালী হবে এবং আঘাত করার ক্ষমতা বাড়বে। খেলার সময় ম্যাপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লেভেলের অস্ত্র ও বর্ম পাওয়া যাবে। গেমে আরেকটি উলে-খযোগ্য দিক হচ্ছে টাইটান ইউনিটটি। গেমার ইচ্ছে করলে সাধারণ সৈন্যদলের পাশাপাশি বিরাটাকার টাইটান বা দৈত্য তৈরি করে নিতে পারবেন। আপনার পক্ষের টাইটানের নাম হচ্ছে লাইটব্রিঙ্গার আর বিপক্ষ দলের টাইটানগুলো হচ্ছে রেজফায়ার ও নেদারবিস্ট। তবে টাইটান বানানোর জন্য অনেক খরচ পড়বে এবং শুধু একটি টাইটান বানানো যাবে খেলার সময়।

গেমের পরিবেশে রয়েছে ফ্যান্টাসি জগতের ছোঁয়া। নানারকম ইউনিট ও অবকাঠামো গেমের পরিবেশকে দিয়েছে অসাধারণ এক রূপ। মূলত রোল পে-য়িং গেম হলেও এতে স্ট্র্যাটেজি গেমের ছায়া বেশ পরিলক্ষিত হয়। তাই একই গেমে পাবেন দুটি ভিন্ন স্বাদের গেমের মজা। গেমটি খেলতে হাই রিকোয়ারমেন্টের পিসির প্রয়োজন নেই, তাই সবাই গেমটি খেলতে পারবেন। স্পেলফোর্স ২ সিরিজের গেমগুলো খেলার জন্য ইন্টেলের পেন্টিয়াম ৪,১৬ গিগাহার্টজের প্রসেসর বা এএমডির স্যামগ্রন ২৮০০+ মানের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম, ডাইরেক্ট এক্স ৯.০ সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড হলেই চলবে।

গেমিং পিসির হালচাল

নতুন বের হওয়া গেমগুলোর জন্য প্রয়োজন হয় ভালোমানের কনফিগারেশনের কমপিউটার। যার ফলে অনেক গেমার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এসব গেম খেলতে পারেন না। আবার দেখা যায় কোনো গেমার নির্দিষ্ট কোনো গেমের আশায় অপেক্ষমাণ কিন্তু গেম বের হবার পরে তাকে হতাশ হতে হয়। কারণ তার পিসির কনফিগারেশনের সাথে গেমটি ম্যাচ করে না। তখন তার সামনে দুটি উপায় থাকে। একটি হচ্ছে পিসি আপগ্রেড করা বা গেমটি খেলতে না পারার কারণে বঞ্চিত হওয়া। কিছুদিন আগের প্রেক্ষাপটে পিসি আপগ্রেড করাটা বেশ ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু এখন তেমনটি আর নেই। যারা নিম্ন বা মাঝারি মানের কনফিগারেশনের পিসি ব্যবহার করেন এবং নতুন বের হওয়া গেমগুলো পিসিতে চালাতে সমস্যায় পড়ছেন, তাদের জন্য পিসি আপগ্রেড করাটা কিছুটা সহজ হবে এখনকার বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী। কারণ প্রসেসর, র‍্যাম ও গ্রাফিক্স কার্ডের দাম আগের তুলনায় এখন অনেক কম খরচে পাওয়া যায়। এখনকার গেমগুলো খেলার জন্য মোটামুটি যে কনফিগারেশনের পিসি আবশ্যক তার একটি ধারণা দিলে হয়তো আপনাদের কিছুটা উপকারে আসবে। তাই এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

প্রসেসর

মানুষের সব কর্মক্ষমতার উৎসে রয়েছে তার মস্তিষ্ক আর কমপিউটারের মূলে রয়েছে প্রসেসর। প্রসেসরের ক্ষমতার উপরে পিসিতে ভালোমানের গেম চালানোর সম্পর্ক অনেক গভীর। প্রসেসর নিম্নমানের হয়ে থাকলে উচ্চমানের গ্রাফিক্স কার্ড বা বেশি মেমরির র‍্যাম লাগালেও গেমের পারফরমেন্স আশানুরূপ হবে না। তাই গেমারের জন্য ভালোমানের প্রসেসর যাচাই করে কেনা বা আপগ্রেড করার বিষয়টা খুবই জরুরি। প্রসেসরের ক্ষেত্রে ইন্টেলের ডুয়াল কোর বা কোর টু ডুয়ো মানের প্রসেসর (কমপক্ষে ২ গিগাহার্টজ বা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং যারা এএমডি ব্যবহারকারী তাদের জন্য ভালো হবে এথলন এক্স টু সিরিজের ৪২০০+ প্রসেসর। এএমডির প্রসেসর সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই তারা হয়তো জানেন না যে, এথলন এক্স টু সিরিজের প্রসেসরগুলো হচ্ছে দুটি কোর সমন্বয়ে বানানো প্রসেসর যেমনটা ইন্টেলের কোর টু ডুয়ো। আর এক্স টু-এর ক্ষেত্রে ৪২০০ বলতে বোঝানো হয় মোট ৪.২ গিগাহার্টজ গতির প্রসেসর। প্রত্যেক কোরের জন্য ২.১ গিগাহার্টজ। এথলন এক্স টু ৪২০০ সিরিজের প্রসেসর কিনলে আপনার কমপিউটারে তা ২.১ গিগাহার্টজের প্রসেসর হিসেবে দেখাবে। এই মানের প্রসেসর ব্যবহার করার ফলে আপনারা হাই রিকোয়ারমেন্টের গেমগুলো লো বা মিডিয়াম ডিটেইলসে খেলতে পারবেন। অনেকক্ষেত্রে গেমে রেজ্যুলেশন, অ্যান্টি-এলাইসিং কমিয়ে গেম চালানোর গতি বাড়ানো যায়, কিন্তু এতে গেমের গ্রাফিক্সের দশা কিছুটা খারাপ হয়ে যাবে। গেম খেলতে পারাটাই যদি কারো মূল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তবে গ্রাফিক্স কোয়ালিটির দিকে তার তেমন একটা নজর না দিলেও চলবে। কিন্তু যারা গেমের পুরো স্বাদ উপভোগ করতে আগ্রহী অর্থাৎ ফুল ডিটেইলসে গেম চালাতে চান, তাদের প্রয়োজন হবে ইন্টেলের কোয়াড কোর প্রসেসর বা এএমডির ফেনম (৪ কোরের প্রসেসর) সিরিজের প্রসেসর। দামের ব্যাপারে যাদের কোনো সমস্যা নেই তাদের জন্য রয়েছে ইন্টেলের কোর আই সেভেন প্রসেসর এবং এএমডির ফেনম টু প্রসেসর।

মাদারবোর্ড

কমপিউটারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি বসানো হয় মাদারবোর্ডের ওপরে। প্রয়োজনীয় সব যন্ত্রাংশ গর্ভে ধারণ করে বলেই বোর্ডটির এই নাম দেয়া হয়েছে। একে অনেকে মেইনবোর্ডও বলে থাকেন। আগের মাদারবোর্ডগুলোর আকার ছিল বড় এবং তাতে অনেক বেশি স্ল-ট ছিল কিন্তু এখনকার মাদারবোর্ডগুলো আকারে ছোট এবং তাতে স্ল-টের সংখ্যা অনেক কম। পিসিআই, র‍্যাম, পিসিআই এক্সপ্রেস স্ল-ট, পাটা পোর্ট, সাটা পোর্ট এসবের সংখ্যা কমিয়ে মাদারবোর্ডের আকার অনেকাংশে কমে এসেছে এবং সেই সাথে দামের দিক থেকেও হয়েছে বিশাল সাশ্রয়ী। ইন্টেল প্রসেসরের জন্য যারা মাদারবোর্ড কিনবেন, তারা দেখে নেবেন মাদারবোর্ডটির প্রসেসর সাপোর্ট করার ক্ষমতা কতখানি। সেলেরন থেকে কোয়াড কোর পর্যন্ত সাপোর্ট করতে পারে এই মানের মাদারবোর্ড এখন বাজারে খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। মাদারবোর্ডের র‍্যাম স্ল-টটি ডিডিআর ২, ৮০০-১০৬৬ মেগাহার্টজ বাস স্পিডের হলে ভালো হয় যারা কমদামে ভালো গেমিং পিসি চান তাদের জন্য। ১৮০০ মেগাহার্টজের ডিডিআর ৩ সাপোর্টেড মাদারবোর্ডও বাজারে রয়েছে তবে তার দাম বেশ চড়া। ৩-৪টি পিসিআই এক্সপ্রেস স্ল-টসহ মাদারবোর্ডও দেখতে পাবেন বাজারে, কিন্তু তা মধ্যবিত্তদের কেনাটা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। এজিপি সাপোর্টেড মাদারবোর্ড এখন পাওয়া যায় না বললেই চলে, তাই ১-২টি পিসিআই এক্সপ্রেস স্ল-ট আছে এমন মাদারবোর্ড কিনলে সুবিধা হবে। মাদারবোর্ডেই এখন ভালোমানের বিল্ট-ইন সাউন্ডকার্ড ও ল্যানকার্ড থাকে, তাই আলাদা করে তা কেনার জন্য টাকা খরচ করতে হয় না। মাদারবোর্ড কেনার সময় সতর্ক থাকলে ভবিষ্যতে পিসি আপগ্রেড করা সহজ হয়।

র‍্যাম

পিসিতে কাজের গতি বাড়ানোর সহায়ক হিসেবে কাজ করে র‍্যাম। প্রসেসর এবং মাদারবোর্ডের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে র‍্যাম পছন্দ করা খুবই অত্যাবশ্যক। মাদারবোর্ডের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যদি হয় ৮০০ বাস স্পিডের র‍্যাম চালানোর, কিন্তু আপনি তাতে চালালেন ৫৩৩ বা ৬৬৭ বাসের র‍্যাম তবে আপনি ভালো পারফরমেন্স পাবেন না। আবার আপনি নিম্নমানের প্রসেসর যেমন সেলেরন ব্যবহার করেন, কিন্তু তাতে লাগালেন ২ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম তবে আপনি আশানুরূপ ফল পাবেন না। কম খরচের মধ্যে ডিডিআর ২, ৮০০-১০৬৬ বাসের ১-২ গিগাবাইট মেমরির র‍্যাম ব্যবহার করতে পারেন। যারা একটু বেশি টাকা খরচ করতে পারবেন, তাদের জন্য ডিডিআর ৩ র‍্যামগুলো ভালো হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে মাদারবোর্ডে ডিডিআর ৩ সাপোর্টেড হতে হবে, তা ভুলে গেলে চলবে না। ১ গিগাবাইট করে ২টি র‍্যাম কিনে দুই স্ল-টে না বসিয়ে এক স্ল-টে ২ গিগাবাইটের র‍্যাম বসানোটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, কারণ এতে র‍্যামের কাজের গতি আরো ভালো হবে।

গ্রাফিক্স কার্ড

গ্রাফিক্স কার্ডের জগতে যে দুটি কোম্পানি রাজত্ব করে যাচ্ছে তারা হচ্ছে এনভিডিয়া ও এটিআই। এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড কেনার ক্ষেত্রে মাঝারিমানের হিসেবে জিফোর্স ৮ বা ৯ সিরিজের কার্ড কিনতে পারেন। দামের দিক থেকে হাতের নাগালে পড়বে ৮৪০০, ৮৫০০, ৮৬০০, ৯৫০০, ৯৬০০ ইত্যাদি সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডগুলো। ৮৮০০ বা ৯৮০০ সিরিজের দাম একটু বেশিই বলা চলে। এনভিডিয়ার নতুন সংযোজন ২৬০ ও ২৮০ জিটিএক্স সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ডের দাম বেশি, তাই দামের কথা মাথায় থাকলে ৮-৯ সিরিজের কার্ড নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটিআই রেডন এইচডি ৩৮০০ সিরিজের দাম হাতের নাগালে পাবেন এবং আরো ভালোমানের চাইলে ৪৮০০ সিরিজের কথা ভাবতে পারেন।

পিসিতে গেম খেলার জন্য অন্য আরো কিছু প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের মধ্যে রয়েছে হার্ডডিস্ক, পাওয়ার সাপ-াই ও কূলিং সিস্টেম। নতুন গেমগুলো বের হয় ডিভিডিতে, তাও আবার ১-৪টি ডিস্কে, তাই জায়গার প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। ১৬০-৩২০ গিগাবাইটের হার্ডডিস্ক ব্যবহার করাটা একজন সাধারণ গেমারের জন্য ভালো। হাই রিকোয়ারমেন্টের গেম খেলার সময় পিসির প্রসেসরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাই ভালোমানের ক্যাসিং অর্থাৎ থারমাল ক্যাসিং ব্যবহার করা উচিত। সাধারণ পাওয়ার সাপ-াইগুলোর গায়ে যত ওয়াট লেখা থাকে আসলে তা সঠিক নয়, তাই সাধারণ ক্যাসিংয়ের সাথে থাকা পাওয়ার সাপ-াইয়ের পরিবর্তে ব্র্যান্ড পাওয়ার সাপ-াইগুলো ব্যবহার করে ভালো ফল পাবেন। এগুলোর দাম একটু বেশি হলেও এটি কেনাই উত্তম, কারণ এর পেছনে একটু বেশি টাকা খরচ করে আপনি পাবেন পিসির সুরক্ষা। ভালোমানের পাওয়ার সাপ-াই ব্যবহার করলে গ্রাফিক্স কার্ড, প্রসেসর বা মাদারবোর্ড নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যাবে।

ফিডব্যাক : shmt_21@yahoo.com

কম্পিউটার জগৎ
মেগা কুইজ

smart
GIGABYTE
Businessland
Computer Village
Cisco Valley Ltd.